Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জেবুন্নেছা সুলতানা

রোলঃ 227021231

২৭ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জেবুন্নেছা সুলতানা
রোলঃ 227021231

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জেবুন্নেছা সুলতানা, আইডিঃ 227021231 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৭ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

জেবুন্নেছা সুলতানা

আইডিঃ 227021231

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

|| প্রথম অধ্যায় ||

পরিচিতি পর্ব

নফসের পরিচয় ও প্রকারভেদ 8

ক্বলবের পরিচয় ও প্রকারভেদ 9

রুহের পরিচয় 15

|| দ্বিতীয় অধ্যায় ||

আত্মার ব্যাধিসমূহ

(ক) অন্তরের গুনাহ 17

হিংসা- হাসাদ 17

অহংকার বা কিবর 20

লোভ-লালসা করা 26

কৃপণতা/বুখল 28

আত্মতুষ্টি 29

নিফাক/মুনাফেকী 32

শাহওয়াত/কামনা -বাসনা 33

মালিণ্যতা/অসহিষ্ণুতা/অধৈর্য/সংকীর্ণতা/কার্পণ্যতা/হীনমন্যতা/নীচতা 36

দাইউস/ আত্মমর্যাদাহীনতা/গাইরতহীনতা 38

শিরক ,কুফর ও বিদআত 42

রাগ,গোস্বা বা ক্রোধ করা। 52

অলসতা 54

আসক্তি 57

ঝগড়া বিবাদ 61

হতাশা/বিষণ্ণতা /মানসিক/অসুস্থতা/নেতিবাচক মনোভাব/নৈরাশ্যবাদী/বিষাদগ্রস্থতা........ 66

রিয়া বা লোক দেখানো.. 69

(খ) জবানের বা জিহ্বার দ্বারা গুনাহ...73

মিথ্যা কথা বলা 74

মিথ্যা অপবাদ দেওয়া 74

চোগলখোরী 75

গীবত.. 76

প্রকাশ্যে মানুষকে গালিগালাজ ,অপমান ও ঝগড়া করা 77

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া.. 78

গুজব ছড়ানো 79

কথার দ্বারা অন্যকে কষ্ট দেওয়া 80

দ্বিমুখী হওয়া/মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া.. 82

অন্যকে লানত করা 82

অত্যধিক খাওয়া ও অপচয় করা 83

অহেতুক কথাবার্তা বলা... 83

(গ) নজরের গুনাহ...84

|| তৃতীয় অধ্যায় ||

প্রতিকার ও করণীয়

আত্মশুদ্ধি 102

উপসংহার... 122

রেফারেন্স.. 129

ভূমিকা

মহান আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে দুটি উপাদানে সৃষ্টি করেছেন।

(১) সাধারণ চোখে দৃশ্যমান এই প্রকাশ্য দেহ।

২) অভ্যন্তরীণ পদার্থ যথা : রূহ, নফস এবং অন্তর।

আর মানব সৃষ্টির সেই আভ্যন্তরীণ বস্তু বা পদার্থটিই 'আমি' বা আমার মূল উপাদান যাকে নফস/ দিল/আত্মা/রূহ বলে। আর বাকি সবকিছুই তার অধীনস্থ খেদমতগার ও আজ্ঞাবহ।

অন্যদিকে মানুষের বক্ষস্থলের বামে এক খন্ড মাংসপিণ্ড থাকে যা হৃদপিণ্ড বা দিল অথবা কলব নামে পরিচিত। হৃদপিণ্ড জীবিত-মৃত ও পশুদের মধ্যেও বিদ্যমান। বাহ্যিক হৃদপিণ্ড হলো একখন্ড মাংসপিণ্ড যা সেই দিল /আত্মা /নফসের বাহন বা হাতিয়ার মাত্র। হৃদপিন্ড বাহ্যিকভাবে দৃশ্যমান হলেও এর চালিকাশক্তি আত্মা/নফস দৃশ্যমান নয়। আত্মা মানব সৃষ্টির মৌলিক উপাদান অর্থাৎ আত্মাই মানুষের আসল বস্তু। মানবদেহ আত্মার রাজত্ব ও অস্ত্রধার।

এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"মানুষ আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন রূহ আমার প্রভুর নির্দেশ ।" পারা ১৫: সুরা বনী ইসরাইল: রুকু ১০) ।

আল্লাহ বলেন :

"আমি তোমাদেরকে বাহ্যিক জগতে এবং তাহাদের (অর্থাৎ মানুষের)দেহ ও আত্মার মধ্যে আমার (ক্ষমতার) নিদর্শন সমূহ দেখাইয়া থাকি, যার ফলে সত্যের গূঢ়তত্ত্ব তাদের নিকট প্রকাশিত হইবে। (পারা :২৫ সূরা হা-মীম সাজদাহ: রুকু ৬) ।

আল্লাহ তাআলা বনি আদম এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক অঙ্গকে এক বিশেষ কামালাত ও পরিপূর্ণতা দিয়েছেন। সমস্ত অঙ্গের বাদশা অন্তরকেও তিনি কামালত ও পূর্ণতা দিয়েছেন। আল্লাহতালা অন্তরকে সৃষ্টি করেছেন নিজ সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ, তার ভালোবাসা অর্জন এবং তাওহীদের স্বীকারোক্তি ও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। যেন তার সন্তুষ্টি ও ভালোবাসায় অন্তর সর্বদা আনন্দিত ও প্রফুল্ল থাকে। তারই উপর ভরসা রাখে। অন্তরকে জীবন্ত রাখার অর্থ হচ্ছে সবকিছু থেকে বেশি ভালোবাসা ও মহব্বত হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং সর্বপ্রকার আশা ভরসা

তারই কাছে থাকবে। বিপরীতে অন্তরের মৃত্যু হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে অন্তরের মাঝে স্থান দেওয়া। এমন অন্তরে কোন নেয়ামত, আনন্দ, খুশি, স্বাদ ও মজা নেই। অথচ এগুলাই জীবনের চালিকাশক্তি। এগুলা অন্তরের জন্য খাদ্য-পানীয় ও সুস্থতা।

সুতরাং যখন তার অন্তরে খাদ্য -পানীয় ও সুস্থতা এবং জীবন থাকবে না বরং হারিয়ে যাবে ,তখন দুঃখ- কষ্ট, ব্যথা-বেদনা এবং আফসোস চারদিক থেকেই অন্তরকে গ্রাস করে নেবে। এক পর্যায়ে তা শক্তিশালী বন্ধনীতে আটকে যাবে এবং স্থায়ীভাবে আবদ্ধ হয়ে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে নফসের কুপ্রবৃত্তি সমস্ত রোগের মূল ও গোড়া এবং এর বিরোধিতা সর্বোত্তম চিকিৎসা। নফসকে মূর্খ ও জুলুমকারী রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার এই স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের কারণে নিজ প্রকৃতির উপর চলার মধ্যে নিজের সুস্থতা মনে করে। অথচ নফসের অনুসরণই হল তার ধ্বংস এবং বরবাদির মূল কারণ। নিজের এই স্বভাবজাত অজ্ঞতার কারণে কল্যাণকামী চিকিৎসকের কথা শুনতে সে রাজি হয় না, বরং অসুস্থতাকেই আরোগ্য মনে করে তাতেই ভরসা করে থাকে। ঔষুধকে রোগ মনে করে তার থেকে দূরে থাকতে শুরু করে। তাই এই অবাস্তব ও কাল্পনিক রোগকে প্রাধান্য দেওয়া এবং ঔষধ থেকে বিরত থাকার কারণে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি সৃষ্টি হয়।

অন্তরের সবচেয়ে বড় রোগ হচ্ছে শিরক ও পাপাচার । আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত ও তার কাছে প্রিয় এমন বিষয়ে উদাসীনতা এবং বেপরোয়া থাকা । সকল বিষয়কে আল্লাহ তায়ালার সমীপে অর্পণ না করা। তার প্রতি বিশ্বাসের দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়া। তিনি ব্যতীত ভিন্ন কিছুর প্রতি ঝুঁকে যাওয়া। তাকদীরে ইলাহির প্রতি ক্ষোভ ও অনাস্থা থাকা । আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুত ও সতর্ক করা বিষয়াদির ক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণ করা। তাওহীদে ইলাহির দ্বারা বান্দার জন্য কল্যাণের মজা-স্বাদ, আনন্দ-খুশির দরজা খুলে যাবে এবং তওবার মাধ্যমে এ সমস্ত খারাপ মিশ্রণ ও খারাপ পদার্থ বের হয়ে যাবে ।এগুলোই ছিল অন্তরের রোগ ব্যাধি তৈরির অন্যতম কারণ । তাই এতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার দ্বারাই খারাবির সকল দরজা বন্ধ হতে পারে। এজন্যই এগুলোর চিকিৎসা তার বিপরীত ওষুধের মাধ্যমে হবে ।

কেননা রোগ তো বিপরীত ওষুধের মাধ্যমে দূর হয়। আর এই সকল ঔষুধের মাধ্যমেই স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্ভব হবে। অন্তরের সুস্থতা নববী পথ্য দ্বারাই সম্ভব । তাওহীদের দ্বারা

সৌভাগ্য ও কল্যাণের দরজা খুলে যায়। তওবা ও ইস্তেগফারের দ্বারা পাপাচারের সকল দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

কতিপয় চিকিৎসা শাস্ত্রের ও প্রাচীন গবেষকগণ বলেছেন ,

“যে ব্যক্তি শরীরের সুস্থতা ও নিরাপত্তা চায় , তার কম খাওয়া-দাওয়া করা উচিত । যে অন্তরের নিরাপত্তা ও হেফাজত চায় , তার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

হযরত সাবেত বিন কুররাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন-

"শরীরের প্রশান্তি কম খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে এবং অন্তরের প্রশান্তি গুনাহ কম করার মধ্যে। আর জবানের হেফাজত কম কথা বলার মধ্যে ।পাপাচার অন্তরের উপর বিষের ন্যায়। যদি একেবারে ধ্বংস নাও করে, কমপক্ষে দুর্বলতো অবশ্যই করে। এটি একটি স্বীকৃত কথা অন্তরের শক্তি যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন রোগব্যাধির প্রতিরোধ করা মুশকিল হয়ে পড়ে।”

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহঃ বলেছেন,

"গুনাহ অন্তরকে মেরে ফেলে আর গুনাহের উপর অবিচলতা লাঞ্ছনা ও অধঃপতন ডেকে দিয়ে আসে । গুনাহ বর্জন অন্তরের জন্য জীবন স্বরূপ এবং তোমার অন্তরের জন্য কল্যাণকর হচ্ছে নফসের নাফরমানি করা।"

আমাদের সকলেরই উচিত আত্মার রোগসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে জানা। তাই আমার আজকের বিষয় হচ্ছে আত্মর রোগ ও তার প্রতিকার নিয়ে। নিম্নে এই সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করাই আজকে আমার প্রতিপাদ্য বিষয়।

|| প্রথম অধ্যায় ||

পরিচিতি পর্ব

আত্মার রোগ সম্পর্কে জানার আগে প্রথমত জানা দরকার নফস,কলবও রূহের পরিচয় ও এর কাজ কি? কেননা নফস, কলব ও রুহই হলো আত্মার মুল উপাদান।

- **নফস** কেবল চাহিদা করবে, চাই, চাই আর চাই। ন্যায় হোক বা অন্যায়।
- **রূহ** ন্যায়সঙ্গত হলে সঠিক আর ন্যায়সঙ্গত না হলে বেঠিক রায় দিবে।
- **আর** ক্বলব হলো বিচার বিভাগ যা ,নফসের হুকুম বাস্তবায়ন করে।

নফস কলব ও রুহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রথম অধ্যায়ে করা হবে।

নফসের পরিচয় ও প্রকারভেদ

নফস হলো মুলত বস্তুসত্তা। নফস ন্যায়-অন্যায় বুঝে না। নফস কেবল চাহিদা করে। নফসের প্রকার ৭টি পাওয়া যায়:

১. নফসে আম্মারাহ-কবিরা গুনাহের উদ্বুদ্ধকারী

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَاۤ اُبَرِّئُ نَفۡسِیۡ ۚ اِنَّ النَّفۡسَ لَاَمَّارَۃٌۢ بِالسُّوۡٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّیۡ ؕ اِنَّ رَبِّیۡ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ

'আর আমি আমার নাফ্সকে পবিত্র মনে করি না, নিশ্চয় নাফ্স মন্দ কজের নির্দেশ দিয়ে থাকে, আমার রব যাকে দয়া করেন সে ছাড়া। নিশ্চয় আমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' ।(সুরা ইউসুফ: আয়াত:৫৩)।

২.নফসে লাওয়্যামাহ(অনুতপ্ত ও তিরস্কারকারী আত্মা)

এটি মুমিন ও কাফের উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَاۤ اُقۡسِمُ بِالنَّفۡسِ اللَّوَّامَۃِ ؕ

আমি আরো কসম করছি আত্ম-ভৎর্সনাকারী আত্মার!(সুরা কিয়ামাহ: আয়াত:২)।

৩.নফসে মুলহিমাহ/ভালো কাজেরই আদেশদাতা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَنَفۡسٍ وَّمَا سَوّٰىہَا ۪ۙ ؛ فَاَلۡہَمَہَا فُجُوۡرَہَا وَتَقۡوٰىہَا ۪ۙ ؛قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَکّٰىہَا ۪ۙ

কসম নাফ্সের এবং যিনি তা সুসম করেছেন। অতঃপর তিনি তাকে অবহিত করেছেন তার পাপসমূহ ও তার তাকওয়া সম্পর্কে।নিঃসন্দেহে সে সফলকাম হয়েছে, যে তাকে পরিশুদ্ধ করেছে।(সুরা আশ-শামস:-৭,৮,৯)

৪.নফসে মুত্বমায়িন্নাহ/প্রশান্ত আত্মা।বিদআত, শিরক ও কুফরমুক্ত আত্মা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

یٰۤاَیَّتُہَا النَّفۡسُ الۡمُطۡمَئِنَّۃُ ﴿٭ۖ﴾

হে প্রশান্ত আত্মা! (সুরা ফজর: আয়াত ২৭)।

৫.নফসে রদিয়্যাহ /সন্তোষজনক নফস

যে নফস আল্লাহ তায়ালার উপর সন্তুষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলেন,

ارۡجِعِیۡۤ اِلٰی رَبِّکِ رَاضِیَۃً مَّرۡضِیَّۃً ۚ

তুমি ফিরে এসো তোমার রবের প্রতি সন্তুষ্টচিত্তে, সন্তোষভাজন হয়ে।(সুরা ফজর: আয়াত -২৮)।

৬.নফসে মারদ্বিয়্যাহ/যে নফসের উপর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

رۡجِعِیۡۤ اِلٰی رَبِّکِ رَاضِیَۃً مَّرۡضِیَّۃً ۚ

তুমি ফিরে এসো তোমার রবের প্রতি সন্তুষ্টচিত্তে, সন্তোষভাজন হয়ে।(সুরা ফজর: আয়াত :২৮)।

৭.নফসুল কামিলাহ/যে নফস আল্লাহকে যথাযথভাবে চিনেছে

আগের সবগুলো অর্জন হলে এই ৭নং অর্জন হয়। এই অবস্থাকে বলে পীর/শায়েখ,পীরে কামেল/শায়খে কামেল।

ক্বলবের পরিচয় ও প্রকারভেদ

এবার ক্বলব সাথে পরিচিত হই। ক্বলব ,নফসের চাহিদা বাস্তবায়ন করে। এই ক্বলব সর্বদা পরিবর্তনশীল।এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায়। নবী সঃ পড়তেন: 'ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলুবি সাব্বিত ক্বলবি আ'লা দ্বীনিক।'

অর্থ: হে অন্তরের পরিবর্তনকারী ,আমার অন্তরকে দ্বীনের উপর অবিচল রাখো।

তাই বুঝা গেলো ক্বলব হলো পালকের মতো, তাতে বাতাস লাগলেই উলটপালট হয়ে যায়।

এই ক্বলব দুই প্রকার:-

1. **সাদা মসৃণ পাথরের মতো (শুভ্র)ক্বলব।**
2. **কালো ক্বলব।**

সাদা ক্বলব আট প্রকার:

(১) আল ক্বলবুল মুত্বমায়িন্নাহ/প্রশান্ত ক্বলব।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوۡبُہُمۡ بِذِکۡرِ اللّٰہِ ؕ اَلَا بِذِکۡرِ اللّٰہِ تَطۡمَئِنُّ الۡقُلُوۡبُ ؕ

যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়'। (সুরা রদ, আয়াত:২৮)।

(২) ক্বলবে সালিমাহ(সুস্থ ক্বলব)

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِلَّا مَنۡ اَتَی اللّٰہَ بِقَلۡبٍ سَلِیۡمٍ

তবে যে আল্লাহর কাছে আসবে সুস্থ অন্তরে'।(সুরা শুয়ারা, আয়াত:৮৯)

(৩) ক্বলবে মুনিব/বিনীত হৃদয়

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَنۡ خَشِیَ الرَّحۡمٰنَ بِالۡغَیۡبِ وَجَآءَ بِقَلۡبٍ مُّنِیۡبِۣ

যে না দেখেই রহমানকে ভয় করত এবং বিনীত হৃদয়ে উপস্থিত হত।(সুরা ক্বফ, আয়াত:৩৩)।

আল্লাহকে না দেখে যারা ভয় করেছে তারা কেয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হয়ে যায় তাদেরকে জান্নাতি বলা হবে।

(৪) আল ক্বুলবুল ওয়াজিলাহ/ভীত সন্ত্রস্ত হৃদয়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّمَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَ الَّذِیۡنَ اِذَا ذُکِرَ اللّٰہُ وَجِلَتۡ قُلُوۡبُہُمۡ وَاِذَا تُلِیَتۡ عَلَیۡہِمۡ اٰیٰتُہٗ زَادَتۡہُمۡ اِیۡمَانًا وَّعَلٰی رَبِّہِمۡ یَتَوَکَّلُوۡنَ ۚ

মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।(সুরা আনফাল, আয়াত:২)

(৫) আল ক্বুলবুল মারবুত্বহ/অবিচল হৃদয়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِذۡ یُغَشِّیۡکُمُ النُّعَاسَ اَمَنَۃً مِّنۡہُ وَیُنَزِّلُ عَلَیۡکُمۡ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّیُطَہِّرَکُمۡ بِہٖ وَیُذۡہِبَ عَنۡکُمۡ رِجۡزَ الشَّیۡطٰنِ وَلِیَرۡبِطَ عَلٰی قُلُوۡبِکُمۡ وَیُثَبِّتَ بِہِ الۡاَقۡدَامَ ؕ

স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন তাঁর পক্ষ থেকে নিরাপত্তাস্বরূপ এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আর যাতে এর

মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করেন, আর তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করেন, তোমাদের অন্তরসমূহ দৃঢ় রাখেন এবং এর মাধ্যমে তোমাদের পা-সমূহ স্থির রাখেন। (সুরা আনফাল, আয়াত:১১)।

(৬) ক্বলবে মুখবিত্ব/অনুগত হৃদয়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَّلِيَعۡلَمَ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ اَنَّہُ الۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّکَ فَيُؤۡمِنُوۡا بِہٖ فَتُخۡبِتَ لَہٗ قُلُوۡبُہُمۡ ؕ وَاِنَّ اللّٰہَ لَہَادِ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ

এটা এজন্যও যে, যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তারা যেন জানতে পারে যে, এটা অবশ্যই তোমার রবের পক্ষ থেকে সত্য। অতঃপর তারা যেন এর প্রতি ঈমান আনে এবং তাদের অন্তর যেন এর প্রতি অনুগত হয়। আর যারা ঈমান এনেছে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শনকারী। (সুরা হজ্ব, আয়াত:৫৪)।

(৭)ক্বলবুল খশিয়াহ/বিগলিত হৃদয়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا نُوۡحًا وَّاِبۡرٰہِيۡمَ وَجَعَلۡنَا فِیۡ ذُرِّيَّتِہِمَا النُّبُوَّۃَ وَالۡکِتٰبَ فَمِنۡہُمۡ مُّہۡتَدٍ ۚ وَکَثِيۡرٌ مِّنۡہُمۡ فٰسِقُوۡنَ

আর আমি তো নূহ ও ইবরাহীমকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব দিয়েছিলাম। তারপর তাদের মধ্যে কেউ কেউ সঠিক পথ অবলম্বনকারী ছিল, আর তাদের অধিকাংশই ছিল ফাসিক।(সুরা হাদীদ, আয়াত:২৬)।

(৮) ক্বলবুল লাইয়্যিন/নরম হৃদয়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَللّٰہُ نَزَّلَ اَحۡسَنَ الۡحَدِيۡثِ کِتٰبًا مُّتَشَابِہًا مَّثَانِیَ ٭ۖ تَقۡشَعِرُّ مِنۡہُ جُلُوۡدُ الَّذِيۡنَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّہُمۡ ۚ ثُمَّ تَلِيۡنُ جُلُوۡدُہُمۡ وَقُلُوۡبُہُمۡ اِلٰی ذِکۡرِ اللّٰہِ ؕ ذٰلِکَ ہُدَی اللّٰہِ يَہۡدِیۡ بِہٖ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَمَنۡ يُّضۡلِلِ اللّٰہُ فَمَا لَہٗ مِنۡ ہَادٍ

আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী, সাদৃশ্যপূর্ণ একটি কিতাব (আল কুরআন), যা বারবার আবৃত্তি করা হয়। যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের গা এতে শিহরিত হয়, তারপর তাদের দেহ ও মন আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়ে যায়। এটা আল্লাহর হিদায়াত, তিনি যাকে চান তাকে এর দ্বারা হিদায়াত করেন। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোন হিদায়াতকারী নেই।(সুরা যুমার, আয়াত:২৩)।

আবার কালো ক্বলব ৭প্রকার:

১.আল-ক্বুলবুল গলিজাহ/কঠিন হৃদয়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ۗ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ কর। অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন।(সুরা আল ইমরান, আয়াত:১৫৯)।

২.ক্বলবে যায়িজ/বক্র হৃদয়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ۗ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاۤءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاۤءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚصــ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ

তিনিই তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন, তার মধ্যে আছে মুহকাম আয়াতসমূহ। সেগুলো কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ্‌। ফলে যাদের অন্তরে রয়েছে সত্যবিমুখ প্রবণতা, তারা ফিতনার উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে মুতাশাবিহ্‌ আয়াতগুলোর পেছনে লেগে থাকে। অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ক, তারা বলে, আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম, সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে। আর বিবেক সম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে। (সুরা আল ইমরান, আয়াত:৭)।

৩.ক্বলবে গাফিল/ গাফিল হৃদয়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاصۡبِرۡ نَفۡسَکَ مَعَ الَّذِیۡنَ یَدۡعُوۡنَ رَبَّہُمۡ بِالۡغَدٰوۃِ وَالۡعَشِیِّ یُرِیۡدُوۡنَ وَجۡہَہٗ وَلَا تَعۡدُ عَیۡنٰکَ عَنۡہُمۡ ۚ تُرِیۡدُ زِیۡنَۃَ الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا ۚ وَلَا تُطِعۡ مَنۡ اَغۡفَلۡنَا قَلۡبَہٗ عَنۡ ذِکۡرِنَا وَاتَّبَعَ ہَوٰىہُ وَکَانَ اَمۡرُہٗ فُرُطًا

আর তুমি নিজকে ধৈর্যশীল রাখ তাদের সাথে, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশে, এবং দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তোমার দু'চোখ যেন তাদের থেকে ঘুরে না যায়। আর ওই ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমি আমার যিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে। (সুরা কাহফ, আয়াত:২৮)।

৪.ক্বলবে কাছির/শক্ত হৃদয়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

ثُمَّ قَسَتۡ قُلُوۡبُکُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ ذٰلِکَ فَہِیَ کَالۡحِجَارَۃِ اَوۡ اَشَدُّ قَسۡوَۃً ؕ وَاِنَّ مِنَ الۡحِجَارَۃِ لَمَا یَتَفَجَّرُ مِنۡہُ الۡاَنۡہٰرُ ؕ وَاِنَّ مِنۡہَا لَمَا یَشَّقَّقُ فَیَخۡرُجُ مِنۡہُ الۡمَآءُ ؕ وَاِنَّ مِنۡہَا لَمَا یَہۡبِطُ مِنۡ خَشۡیَۃِ اللّٰہِ ؕ وَ مَا اللّٰہُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُوۡنَ

অতঃপর তোমাদের অন্তরসমূহ এর পরে কঠিন হয়ে গেল যেন তা পাথরের মত কিংবা তার চেয়েও শক্ত। আর নিশ্চয় পাথরের মধ্যে কিছু আছে, যা থেকে নহর উৎসারিত হয়। আর নিশ্চয় তার মধ্যে কিছু আছে যা চূর্ণ হয়। ফলে তা থেকে পানি বের হয়। আর নিশ্চয় তার মধ্যে কিছু আছে যা আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে পড়ে। আর আল্লাহ তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে গাফেল নন। (সুরা বাক্বারাহ, আয়াত:৭৪)।

৫.ক্বলবে মুগাল্লাফ/মুগলাফ/পর্দাবৃত অন্তর।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَالُوۡا قُلُوۡبُنَا غُلۡفٌ ؕ بَلۡ لَّعَنَہُمُ اللّٰہُ بِکُفۡرِہِمۡ فَقَلِیۡلًا مَّا یُؤۡمِنُوۡنَ

আর তারা বলল, আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত; বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন। অতঃপর তারা খুব কমই ঈমান আনে।(সুরা বাক্বারাহ, আয়াত:৮৮)।

৬.ক্বলবে মাখতুমাহ/মোহরাবৃত অন্তর।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

خَتَمَ اللّٰہُ عَلٰی قُلُوۡبِہِمۡ وَعَلٰی سَمۡعِہِمۡ ؕ وَعَلٰۤی اَبۡصَارِہِمۡ غِشَاوَۃٌ ۫ وَّلَہُمۡ عَذَابٌ عَظِیۡمٌ ٪

আল্লাহ তাদের অন্তরে এবং তাদের কানে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের চোখসমূহে রয়েছে পর্দা। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব। (সুরা বাক্বারাহ, আয়াত:৭)।

৭.ক্বলবে মারিদ্ধ। অসুস্থ অন্তর।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيۡتُنَّ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِالۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ الَّذِىۡ فِىۡ قَلۡبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلۡنَ قَوۡلًا مَّعۡرُوۡفًا ۚ

হে নবী-পত্নিগণ, তোমরা অন্য কোন নারীর মত নও। যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে (পরপুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে। (সুরা আহযাব, আয়াত:৩২)।

ক্বলব রোগাক্রান্ত হয় প্রধানত ৫টি কারণে:

১.হক্ককে অস্বীকার করা।

২.হারাম উপার্জন করা

৩.গুনাহ বেশি হলে।

গুনাহ বেশি হওয়ার কারণে অন্তরে কালো দাগ পড়ে গেলে তখন রণ/মরিচিকা পড়ে যায়।

৪.দৃষ্টির অপব্যবহার/কুদৃষ্টি/হারামের দিকে বেশি তাকালে।

চোখের গুনাহ থেকে শুরু, মাধ্যম -স্মার্টফোন, বিভিন্ন ধরনের মিডিয়া। বিভিন্ন মাধ্যমে দৃষ্টির সাথে সাথে লজ্জাস্থানের গভীর সম্পর্ক থাকে।

قُلۡ لِّلۡمُؤۡمِنِيۡنَ يَغُضُّوۡا مِنۡ اَبۡصَارِهِمۡ وَيَحۡفَظُوۡا فُرُوۡجَهُمۡ ‌ؕ ذٰلِكَ اَزۡكٰى لَهُمۡ ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيۡرٌۢ بِمَا يَصۡنَعُوۡنَ

وَقُلۡ لِّلۡمُؤۡمِنٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ اَبۡصَارِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوۡجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِيۡنَ زِيۡنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوۡبِهِنَّ‌ ۖ وَلَا يُبۡدِيۡنَ زِيۡنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوۡلَتِهِنَّ اَوۡ اٰبَآئِهِنَّ اَوۡ اٰبَآءِ بُعُوۡلَتِهِنَّ اَوۡ اَبۡنَآئِهِنَّ اَوۡ اَبۡنَآءِ بُعُوۡلَتِهِنَّ اَوۡ اِخۡوَانِهِنَّ اَوۡ بَنِىۡۤ اِخۡوَانِهِنَّ اَوۡ بَنِىۡۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوۡ نِسَآئِهِنَّ اَوۡ مَا مَلَـكَتۡ اَيۡمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيۡنَ غَيۡرِ اُولِى الۡاِرۡبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفۡلِ الَّذِيۡنَ لَمۡ يَظۡهَرُوۡا عَلٰى عَوۡرٰتِ النِّسَآءِ‌ ۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِاَرۡجُلِهِنَّ لِيُـعۡلَمَ مَا يُخۡفِيۡنَ مِنۡ زِيۡنَتِهِنَّ‌ ؕ وَتُوۡبُوۡۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيۡعًا اَيُّهَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ

মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।

আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সুরা নূর-আয়াত:৩০,৩১)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرٍو اسْمُهُ هَرِمٌ .

২৭৭৬। জারীর ইবনু ’আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে (কারো প্রতি) হঠাৎ দৃষ্টি পড়া বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে আদেশ করলেন। (তিরমিজি:-২৭৭৬)

৫.হিংসা/হাসাদ।

রুহের পরিচয়

রুহ একটি আত্মা, প্রাণ যা শ্বাস-প্রশ্বাস নামে পরিচিত ।এটি গায়েবের বিভিন্ন বিষয়কেও নির্দেশ করে, যেমন ফেরেশতা, ওহী ,আসমানী অনুপ্রেরণা ইত্যাদি। এর মাধ্যমে মানব সত্তার আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি আর আত্মা বুঝানো হয় ।এটি দেহ ও মনে প্রাণ দানকারী মূল উপাদান ,অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালক । রূহ মানুষের আবেগ- অনুভূতি, চিন্তা ও ইচ্ছা -অনিচ্ছাকে তাড়িত করে। সত্তাগতভাবে এটি দেহ থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যের অনুসারী ।যখন রুহ চলে যায় তখন দেহের সকল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

অধিকাংশ মুসলিম আলিম ,নফস ও রূহ পরিভাষা দুটিকে পরস্পর বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করেন। আত্মা যখন দেহাভ্যন্তরে থাকে তখন তাকে 'নফস' আর দেহ থেকে আত্মা পৃথক হয়ে গেলে তখন তাকে 'রূহ' বলেছেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম বলেন," যখন 'রূহ' কবয করা হয় তখন তার চোখ তার অনুসরণ করে ।"(সহীহ মুসলিম)।

অন্যত্র বলেছেন, "তোমরা কি মানুষের দিকে লক্ষ্য করো না ? যখন সে মারা যায় তখন তার চোখ উপরের দিকে উল্টে থাকে। সাহাবীগণ বললেন, 'হ্যাঁ '।তিনি বললেন ,'এ হলো সেই মুহূর্ত যখন চোখ নফসের দিকে চেয়ে থাকে"।(মুসলিম)।

ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন,"আত্মা এমন এক সত্তা যা বস্তুজগত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়সত্ত্বা হতে ভিন্ন । এটি এক উচ্চতর আলোকময় সত্তা যা জীবন্ত ও গতিশীল। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আত্মা এমন ভাবে সঞ্চালিত হয় , যেভাবে পানি সঞ্চালিত হয় গোলাপের পাঁপড়িতে, তেল সঞ্চালিত হয় যায়তুনে , আগুন সঞ্চালিত হয় জ্বলন্ত কয়লাতে । প্রত্যেকেই যৌক্তিকভাবে নিজের দেহে আত্মার অস্তিত্ব ও প্রভাব অনুভব করতে পারে, এটি একটি অশারিরীক হলেও শারীরিক ছাঁচেই তার আকৃতি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

তারা আপনাকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, বলে দিন ,রূহ আমার পালনকর্তার আদেশ ঘটিত ,এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।

(সূরা ইসরা:১৭:৮৫)

বোঝা গেল রুহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে এবং এটি মানবদেহে ফুঁকে দেওয়া হয়।

আল্লাহ বলেন ,"অতঃপর যখন তাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রুহ থেকে ফুঁকে দেব তখন তোমরা তার সামনে সেজদায় পরে যেয়ো ।(সূরা হিজর ১৫-২৯)।

অন্যত্র বলেছেন -

" অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন তাতে রূহ সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ।তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।" (সূরা সাজদাহ:

ইবনু তাইমিয়া রহঃ বলেছেন ,

"যেভাবে প্রাণের সঞ্চালন পুরো দেহের বৈশিষ্ট্য বুঝায়, সেভাবে রূহ দেহের কোন নির্দিষ্ট অংশে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং সম্পূর্ণ অংশে বিস্তৃত থাকে। জীবন রুহের উপর নির্ভরশীল, যখন দেহে রূহ থাকে তখন তা জীবিত, আর রূহ চলে গেলে তা মৃত"।

|| দ্বিতীয় অধ্যায় ||

আত্মার ব্যাধিসমূহ

(ক) অন্তরের গুনাহ

আত্মার রেগসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো অন্তরের গুনাহ। অন্তরের গুনাহ সমূহই আত্মার রোগ সৃষ্টির মূল কারণ। অন্তর দ্বারা কৃত কতিপয় গুনাহ সমূহ নিয়ে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো।

হিংসা- হাসাদ

কারো ইহলৌকিক বা পারলৌকিক, বৈষয়িক বা নৈতিক -যে কোন ধরণের সম্পদের ধ্বংস বা ক্ষয়ক্ষতি কামনা করা এবং তার উন্নতি ও সুখ সমৃদ্ধিতে কষ্ট পাওয়ার নামই হলো হিংসা।

রসূল সঃ বলেছেন: "তোমরা হিংসা থেকে দূরে থাক। কেননা আগুন যেভাবে শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে দেয়, হিংসা ঠিক সেভাবে কৃত সৎকর্মকে ধ্বংস করে দেয়।"

হিংসা ইবাদত বরবাদ করে দেয়,পাপে উদ্বুদ্ধ করে, এই মহাব্যধি অজ্ঞ জনসাধারণকে গ্রাস করে নেয়, দুনিয়া ধ্বংস করে নিয়ে আখেরাতে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে ক্ষান্ত হয়। ওহাব ইবনে মুনাব্বেহ (রঃ) বলেছেন - "হিংসুকের তিনটি রুপ- সামনে এলে তোষমোদ করে, পেছনে গেলে কুৎসা গায় ও বিপদকে কু-লক্ষণ বলে।"

রসূল সঃ বলেছেন,"কয়েক ধরনের মানুষ কয়েকটি কারণে জাহান্নমে আশ্রয় নেবে।

১.আরবরা গোত্র প্রীতির জন্য।

২.আমীর-ওমরার দল অত্যাচারের জন্য।

৩.ব্যবসায়ীরা খেয়ানতের জন্য।

৪.পল্লীবাসীরা মূর্খতার জন্য। এবং

৫.পীর-আলেমগণ হিংসার জন্য।"

হিংসা পাঁচটি অবস্থা সৃষ্টি করে -

১.হিংসা নেক আমল বরবাদ করে দেয়।

২.হিংসা পাপ ও নাফরমানির জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

৩.অহেতুক চিন্তা ও হয়রানী সৃষ্টি করে।পরন্তু পাপ বাড়ায়।

ইবনে সিমাক বলেন-

"হিংসুকের চেয়ে দুর্ভাগা জালিম আমি আর দেখিনি,কারণ সে মূলতঃ মজলুম হয়ে চলে, আত্মা তার অস্বস্তিতে কাঁটায়, মস্তিষ্ক তার জটিলতায় জড়িয়ে থাকে এবং সবসময়ই দুর্ভাবনায় ও দুশ্চিন্তায় ডুবে থাকে।"

৪.হিংসার প্রভাবে আত্মা অন্ধ হয়ে যায়। এমনকি আল্লাহর কোনো বিধিবিধান উপলব্ধি করার ক্ষমতা রাখে না।

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন-

"অধিকাংশ সময়ে নির্বাক থাক ও পরহেজগারী অবলম্বন করো, দুনিয়াবি লোভ লালসা ছাড়ো ,নিরাপদে থাকবে। বকাবকি করো না, মানুষের বকাবকি থেকে বেঁচে থাকবে, হিংসুক হয়ো না, জ্ঞান ও অনুভূতি সতেজ ও সুতীক্ষ্ণ থাকবে।"

৫. হিংসা লাঞ্ছনা ও অপমান ডেকে আনে। কোনো উদ্দেশ্যই সফল হয় না। শত্রুর উপর জয় আসেনা।

হাতেম আসেম বলেন-

"হিংসা- বিদ্বেষ যার রয়েছে সে দ্বীনদার হতে পারে না,সমালোচক ইবাদত করতে পারে না, চোগলখোর নিরাপদ থাকতে পারে না, এবং হিংসুক সাহায্যলাভ করে না। আমি বলছি, হিংসুক কি করে তার উদ্দেশ্যে সাহায্যলাভ করবে-তার উদ্দেশ্যই হলো খোদার নিয়ামত থেকে বান্দাকে বঞ্চিত রাখা, হিংসুক কি করে সাহায্য পাবে?-খোদার মু'মিন বান্দাদের তো সে দুশমন হয় রয়েছে।"

হিংসা বিষয়ক কোরআনের আয়াত:

وَاِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلٰٓئِکَۃِ اسۡجُدُوۡا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوۡۤا اِلَّاۤ اِبۡلِیۡسَ ؕ قَالَ ءَاَسۡجُدُ لِمَنۡ خَلَقۡتَ طِیۡنًا

قَالَ اَرَءَیۡتَکَ ہٰذَا الَّذِیۡ کَرَّمۡتَ عَلَیَّ ۫ لَئِنۡ اَخَّرۡتَنِ اِلٰی یَوۡمِ الۡقِیٰمَۃِ لَاَحۡتَنِکَنَّ ذُرِّیَّتَہٗۤ اِلَّا قَلِیۡلًا

আর স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, ‘আদমকে সিজদা কর’, তখন ইবলীস ছাড়া সকলে সিজদা করল। সে বলল, ‘আমি কি এমন ব্যক্তিকে সিজদা করব যাকে আপনি কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন’? সে বলল, ‘দেখুন, এ ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার উপর সম্মান দিয়েছেন, যদি আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেন, তবে অতি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব।

(সুরা বনী ইসরাইল: আয়াত:৬১.৬২)

قَالَ فَاِنَّہَا مُحَرَّمَۃٌ عَلَیۡہِمۡ اَرۡبَعِیۡنَ سَنَۃً ۚ یَتِیۡہُوۡنَ فِی الۡاَرۡضِ ؕ فَلَا تَاۡسَ عَلَی الۡقَوۡمِ الۡفٰسِقِیۡنَ ٪

আর তুমি তাদের নিকট আদমের দুই পুত্রের সংবাদ যথাযথভাবে বর্ণনা কর, যখন তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করল। অতঃপর তাদের একজন থেকে গ্রহণ করা হল, আর অপরজন থেকে গ্রহণ করা হল না। সে বলল, ‘অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব’। অন্যজন বলল, ‘আল্লাহ কেবল মুত্তাকীদের থেকে গ্রহণ করেন’।**(সুরা মায়িদাহ: আয়াত -২৭)।**

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَہْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚۖ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِہِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَہُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

আহলে কিতাবের অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর কাফির অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারত! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর তাদের পক্ষ থেকে হিংসাবশত (তারা এরূপ করে থাকে)। সুতরাং তোমরা ক্ষমা কর এবং এড়িয়ে চল, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর নির্দেশ দেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।**(সুরা বাক্বারাহ: আয়াত -১০৯)**

হিংসার স্তর ৪টি। তা হলো:-

১.আমার হোক বা না হোক তার সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাক।

২.তার সব নেয়ামত ধ্বংস হয়ে তা আমার কাছে আসুক।

৩.তার যে নেয়ামত সেই নেয়ামত যেন আল্লাহ আমাকেও দান করেন, যদি আল্লাহ আমাকেও না দেন, তবে তার সব নেয়ামত ধ্বংস হোক।

৪.হাসাদে মাজাজ/রূপক অর্থে ঈর্ষা/হিংসা। এটি জায়েয আছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ

আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বাহ, ’আমর আন নাকিদ ও যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ..... আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দুটি ব্যাপার ছাড়া ঈর্ষা পোষণ করা যায় না। একটি হ’ল- এমন ব্যক্তি যাকে মহান আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন। সে তদনুযায়ী রাত-দিন আমল করে। আরেক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা’আলা অর্থ-সম্পদ দান করেছেন। সে রাত-দিন তা (আল্লাহর পথে) খরচে করে। (এ দু’ ব্যক্তির সাথে ঈর্ষা পোষণ করা যায়। অর্থাৎ এদের সাথে আমল ও দানের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অনুকূল ইলম ও মালের

আকাঙ্ক্ষা করা যায়। তবে ঐ ব্যক্তির ইলম বিলুপ্ত হয়ে যাক কিংবা ঐ মালদারের মাল ধ্বংস হয়ে যাক- এরূপ কামনা করা যাবে না)*।(মুসলিম শরীফ-১৭৭৯)।
উক্ত হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, দুই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঈর্ষা করা জায়েয আছে।

১. যাকে আল্লাহ তায়ালা কোরআনের জ্ঞান দান করেছেন, সকাল সন্ধ্যায় তার উপর আমল করে,নিজে শিখেও অন্যকে শিখায় -অন্য এক বান্দা তা দেখে মনে মনে বলে -'আল্লাহ তাকে যেই পরিমান কোরআনের জ্ঞান দান করেছেন, আমাকেও যদি সেই পরিমাণ দান করতেন, ঐ ব্যক্তির মতো আমিও সকাল সন্ধ্যায় কোরআনের খাদেম হয়ে যাইতাম।'- এই রকম ঈর্ষা করা জায়েয আছে।

২. যাকে আল্লাহ তায়ালা সম্পদ দান করেছেন সে সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ খরচ করে -আপনি ভাবলেন,'আল্লাহ তাকে যেই পরিমান সম্পদ দান করেছেন ,আমাকেও যদি যদি দান করতেন - তাহলে আমি ও ঐ ব্যক্তির মতো সকাল -সন্ধ্যায় তোমার রাস্তায় খরচ করতাম।'-এই ধরনের ঈর্ষা করা জায়েয আছে।

আর ইয়াহুদীরা মুসলমানদের দুটি বিষয়ে ঈর্ষা করে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَىْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلاَمِ وَالتَّأْمِينِ

৬/৮৫৬। আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ইয়াহূদীরা তোমাদের কোন ব্যাপারে এত বেশি ঈর্ষান্বিত নয় যতটা তারা তোমাদের সালাম ও আমীনের ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত। **(ইবনে মাজাহ: হাদীস নং-৮৫৬)।**

অহংকার বা কিবর

আত্ম- অহমিকা বলা হয় নিজের গুনে নিজেই মুগ্ধ হয়ে বড় মনে করা। আর অহংকার বলা হয় নিজের গুনে নিজেই মুগ্ধ হওয়ার পাশাপাশি অন্যকে তুচ্ছ মনে করা। অর্থাৎ নিজেকে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা ,অন্যদেরকে নিজের তুলনায় ক্ষুদ্র ও অধম মনের করা ,তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা ,আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে তার প্রতি অবাধ্য হওয়া ও অমান্য করা । সুতরাং আত্ম- অহমিকা ,দাম্ভিকতা ও অহংকার নফসের এক নিকৃষ্ট ব্যাধি।
অহংকার তিন প্রকার:

১.আল্লাহর সাথে অহংকার।

২.নবীদের সাথে অহংকার।

৩.মানুষের সাথে অহংকার।

এই সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

ফিরআউন বলেঃ আর বলল, 'আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব'। فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الۡاَعۡلٰی

(সুরা নাজিয়াহ: আয়াত -২৪)।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

اَلَمۡ تَرَ اِلَی الَّذِیۡ حَآجَّ اِبۡرٰہٖمَ فِیۡ رَبِّہٖۤ اَنۡ اٰتٰىہُ اللّٰہُ الۡمُلۡکَ ۘ اِذۡ قَالَ اِبۡرٰہٖمُ رَبِّیَ الَّذِیۡ یُحۡیٖ وَیُمِیۡتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحۡیٖ وَاُمِیۡتُ ؕ قَالَ اِبۡرٰہٖمُ فَاِنَّ اللّٰہَ یَاۡتِیۡ بِالشَّمۡسِ مِنَ الۡمَشۡرِقِ فَاۡتِ بِہَا مِنَ الۡمَغۡرِبِ فَبُہِتَ الَّذِیۡ کَفَرَ ؕ وَاللّٰہُ لَا یَہۡدِی الۡقَوۡمَ الظّٰلِمِیۡنَ

তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখনি, যে ইবরাহীমের সাথে তার রবের ব্যাপারে বিতর্ক করেছে যে, আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছেন? যখন ইবরাহীম বলল, 'আমার রব তিনিই' যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিই জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই। ইবরাহীম বলল, নিশ্চয় আল্লাহ পূর্বদিক থেকে সূর্য আনেন। অতএব তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে আন। ফলে কাফির ব্যক্তি হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।**(সুরা বাক্বারাহ: আয়াত -২৫৮)।**

وَاِذَا قِیۡلَ لَہُمُ اسۡجُدُوۡا لِلرَّحۡمٰنِ قَالُوۡا وَمَا الرَّحۡمٰنُ * اَنَسۡجُدُ لِمَا تَاۡمُرُنَا وَزَادَہُمۡ نُفُوۡرًا ٪

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা 'রহমান' কে সিজদা কর, তখন তারা বলে, রহমান কী আবার? তুমি আমাদেরকে আদেশ করলেই কি আমরা সিজদা করব? আর এটা তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি করে।[সাজদাহ] **(সুরা ফুরকান: আয়াত-৬০)।**

নবীদের সাথে অহংকার এর নমুনা:

فَقَالُوۡۤا اَنُؤۡمِنُ لِبَشَرَیۡنِ مِثۡلِنَا وَقَوۡمُہُمَا لَنَا عٰبِدُوۡنَ

অতঃপর তারা বলল, আমরা কি আমাদের মতই দু'জন মানুষের প্রতি ঈমান আনব অথচ তাদের কওম আমাদের সেবাদাস।

মানুষের সাথে অহংকার এর উদাহরণ:

وَلَقَدۡ خَلَقۡنٰکُمۡ ثُمَّ صَوَّرۡنٰکُمۡ ثُمَّ قُلۡنَا لِلۡمَلٰٓئِکَۃِ اسۡجُدُوۡا لِاٰدَمَ ٭ فَسَجَدُوۡۤا اِلَّاۤ اِبۡلِیۡسَ ؕ لَمۡ یَکُنۡ مِّنَ السّٰجِدِیۡنَ

قَالَ مَا مَنَعَکَ اَلَّا تَسۡجُدَ اِذۡ اَمَرۡتُکَ ؕ قَالَ اَنَا خَیۡرٌ مِّنۡہُ ۚ خَلَقۡتَنِیۡ مِنۡ نَّارٍ وَّخَلَقۡتَہٗ مِنۡ طِیۡنٍ

আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদের আকৃতি দিয়েছি। তারপর ফেরেশতাদেরকে বলেছি, ‘তোমরা আদমকে সিজদা কর’। অতঃপর তারা সিজদা করেছে, ইবলীস ছাড়া। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।তিনি বললেন, ‘কিসে তোমাকে বাধা দিয়েছে যে, সিজদা করছ না, যখন আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছি’? সে বলল, ‘আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে’। **(সুরা আরাফ: আয়াত-১১,১২)**।

وَقَالَ فِرۡعَوۡنُ یٰۤاَیُّہَا الۡمَلَاُ مَا عَلِمۡتُ لَکُمۡ مِّنۡ اِلٰہٍ غَیۡرِیۡ ۚ فَاَوۡقِدۡ لِیۡ یٰہَامٰنُ عَلَی الطِّیۡنِ
فَاجۡعَلۡ لِّیۡ صَرۡحًا لَّعَلِّیۡۤ اَطَّلِعُ اِلٰۤی اِلٰہِ مُوۡسٰی ۙ وَاِنِّیۡ لَاَظُنُّہٗ مِنَ الۡکٰذِبِیۡنَ

আর ফির‘আউন বলল, ‘হে পারিষদবর্গ, আমি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ আছে বলে আমি জানি না। অতএব হে হামান, আমার জন্য তুমি ইট পোড়াও, তারপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ তৈরী কর। যাতে আমি মূসার ইলাহকে দেখতে পাই। আর নিশ্চয় আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত’।

وَاسۡتَکۡبَرَ ہُوَ وَجُنُوۡدُہٗ فِی الۡاَرۡضِ بِغَیۡرِ الۡحَقِّ وَظَنُّوۡۤا اَنَّہُمۡ اِلَیۡنَا لَا یُرۡجَعُوۡنَ

আর ফির‘আউন ও তার সেনাবাহিনী অন্যায়ভাবে যমীনে অহঙ্কার করেছিল এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না।

فَاَخَذۡنٰہُ وَجُنُوۡدَہٗ فَنَبَذۡنٰہُمۡ فِی الۡیَمِّ ۚ فَانۡظُرۡ کَیۡفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الظّٰلِمِیۡنَ

অতঃপর আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করলাম, তারপর তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। অতএব, দেখ যালিমদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল?**(সুরা কাসাস: ৩৮,৩৯,৪০)**।

وَیۡلٌ لِّکُلِّ اَفَّاکٍ اَثِیۡمٍ • یَّسۡمَعُ اٰیٰتِ اللّٰہِ تُتۡلٰی عَلَیۡہِ ثُمَّ یُصِرُّ مُسۡتَکۡبِرًا کَاَنۡ لَّمۡ یَسۡمَعۡہَا ۚ فَبَشِّرۡہُ
بِعَذَابٍ اَلِیۡمٍ

দুর্ভোগ প্রত্যেক চরম মিথ্যুক পাপাচারীর জন্য!সে শোনে আল্লাহর আয়াতসমূহ যা তার সামনে তিলাওয়াত করা হচ্ছে, তারপর সে ঔদ্ধত্যের সাথে অবিচল থাকে, যেন সে তা শুনতে পায়নি। অতএব তুমি তাকে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।**(সুরা জাসিয়া: আয়াত-৭,৮)**।

وَقَارُوۡنَ وَفِرۡعَوۡنَ وَہَامٰنَ ۟ وَلَقَدۡ جَآءَہُمۡ مُّوۡسٰی بِالۡبَیِّنٰتِ فَاسۡتَکۡبَرُوۡا فِی الۡاَرۡضِ وَمَا کَانُوۡا
سٰبِقِیۡنَ ۚۖ

আর কারূন, ফির‘আউন ও হামানকে (আমি ধ্বংস করেছি) এবং অবশ্যই তাদের কাছে মূসা গিয়েছিল প্রমানাদিসহ। অতঃপর তারা যমীনে অহংকার করেছিল; এতদসত্ত্বেও তারা (আমার আযাব) এড়াতে পারেনি। **(সুরা আনকাবুত: আয়াত-৩৯)**।

سَاَصۡرِفُ عَنۡ اٰیٰتِیَ الَّذِیۡنَ یَتَکَبَّرُوۡنَ فِی الۡاَرۡضِ بِغَیۡرِ الۡحَقِّ ؕ وَاِنۡ یَّرَوۡا کُلَّ اٰیَۃٍ لَّا یُؤۡمِنُوۡا بِہَا ۚ وَاِنۡ یَّرَوۡا سَبِیۡلَ الرُّشۡدِ لَا یَتَّخِذُوۡہُ سَبِیۡلًا ۚ وَاِنۡ یَّرَوۡا سَبِیۡلَ الۡغَیِّ یَتَّخِذُوۡہُ سَبِیۡلًا ؕ ذٰلِکَ بِاَنَّہُمۡ کَذَّبُوۡا بِاٰیٰتِنَا وَکَانُوۡا عَنۡہَا غٰفِلِیۡنَ

পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে গর্ব করে বেড়ায়, তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী হতে ফিরিয়ে দেব; তারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও ওতে বিশ্বাস করবে না।[১] তারা সৎপথ দেখলেও ওকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, কিন্তু তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে, তাকেই পথ হিসাবে গ্রহণ করবে।[২] এটি এ কারণে যে, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা উদাসীন ছিল।[৩]**(সুরা আরাফ: আয়াত-১৪৬)**।

ۚوَیَوۡمَ یُعۡرَضُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا عَلَی النَّارِ ؕ اَذۡہَبۡتُمۡ طَیِّبٰتِکُمۡ فِیۡ حَیَاتِکُمُ الدُّنۡیَا وَاسۡتَمۡتَعۡتُمۡ بِہَا ۚ فَالۡیَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ عَذَابَ الۡہُوۡنِ بِمَا کُنۡتُمۡ تَسۡتَکۡبِرُوۡنَ فِی الۡاَرۡضِ بِغَیۡرِ الۡحَقِّ وَبِمَا کُنۡتُمۡ تَفۡسُقُوۡنَ

আর যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে (তাদেরকে বলা হবে) ‘তোমরা তোমাদের দুনিয়ার জীবনে তোমাদের সুখ সামগ্রীগুলো নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ। তোমরা যেহেতু অন্যায়ভাবে যমীনে অহঙ্কার করতে এবং তোমরা যেহেতু নাফরমানী করতে, সেহেতু তার প্রতিফলস্বরূপ আজ তোমাদেরকে অপমানজনক আযাব প্রদান করা হবে’।**(সুরা আহকাফ: আয়াত-২০)**।

٪ وَقَالَ رَبُّکُمُ ادۡعُوۡنِیۡۤ اَسۡتَجِبۡ لَکُمۡ ؕ اِنَّ الَّذِیۡنَ یَسۡتَکۡبِرُوۡنَ عَنۡ عِبَادَتِیۡ سَیَدۡخُلُوۡنَ جَہَنَّمَ دٰخِرِیۡنَ

আর তোমাদের রব বলেছেন, ‘তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহঙ্কার বশতঃ আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে। **(সুরা গাফির: আয়াত-৬০)**।

হাদীস থেকে এ সম্পর্কে আমরা আরো বিস্তারিত জানতে পারি।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ " .

মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার (রহঃ) ..... 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিঃ) বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। **(সহীহ মুসলিম- ১৬৮)**।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ، كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ ".

হারিসাহ্ ইবনু ওহাব খুযায়ী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি কি তোমাদের জান্নাতীদের সম্পর্কে জ্ঞাত করবো না? (তারা হলেন) ঐ সকল লোক যারা অসহায় এবং যাদের তুচ্ছ মনে করা হয়। তারা যদি আল্লাহর নামে শপথ করে, তাহলে তা তিনি নিশ্চয়ই পুরা করে দেন। আমি কি তোমাদের জাহান্নামীদের সম্পর্কে জ্ঞাত করবো না? তারা হলোঃ কর্কশ স্বভাব, শক্ত হৃদয় ও অহংকারী। **(সহীহ বুখারী:-৬০৭১)**

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ الْجَنَّةُ يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ . وَقَالَتِ النَّارُ يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ . فَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَابِي أَنْتَقِمُ بِكِ مِمَّنْ شِئْتُ . وَقَالَ لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ شِئْتُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে তর্ক-বির্তক হলো। জান্নাত বললো, গারীব-মিসকীন ও দুর্বল ব্যক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। জাহান্নাম বললো, যতো স্বৈরাচারী যালিম ও অহংকারীরা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে বলেনঃ তুই আমার আযাব, আমি তোর দ্বারা যার থেকে ইচ্ছা প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। তিনি জান্নাতকে বলেনঃ তুমি আমার রহমত, আমি তোমার দ্বারা যাকে ইচ্ছা উপকৃত করবো। **(সুনান আত তিরমিজী-২৫৬১)**

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، - وَاللَّفْظُ مُتَقَارِبٌ - أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ

فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَىَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا . ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ . أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَقْتُلْهُ " . قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ " .

কুতায়বা ইবনু সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইবনু রুমহ (রহঃ) ... মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এ ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন, যদি আমি কোন কাফিরের সম্মুখীন হই এবং সে আমার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যায়, তার তলোয়ার দ্বারা আমার একটি হাত উড়িয়ে দেয়, এরপর কোন গাছের আড়ালে গিয়ে বলে আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম তা হলে ইয়া রাসুলাল্লাহ! এ কথা বলার পরও আমি কি তাকে কতল করতে পারি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাকে হত্যা করো না। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! সে আমার একটি হাত কেটে ফেলে এ কথা বলেছে, তবুও কি আমি তাকে হত্যা করব না? তিনি বললেনঃ না, হত্যা করতে পারবে না। যদি তুমি তাকে হত্যা কর (তবে) এ হত্যার পুর্বে তোমার যে অবস্থান ছিল সে ব্যাক্তি সে স্থানে পৌছবে এবং কালিমা পড়ার আগে সে ব্যাক্তি যে অবস্থানে ছিল তুমি সে স্থানে পৌছবে। **(সহীহ মুসলিম-১৭৬)**

،حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، - يَعْنِي الْحِزَامِيَّ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ يَمْشِي فِي بُرْدَيْهِ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "

কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জনৈক লোক তার দুটি চাদর পরিধান করে অহংকারের সাথে চলাফেরা করছিল। আপন ব্যক্তিত্বকে সে ভাল মনে করছিল। অকস্মাৎ আল্লাহ তাকে জমিনে ধসে দিলেন। কিয়ামত অবধি সে মাটির জমিনে ধসতে থাকবে। (সহীহ মুসলিম-৫৩৬০)।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرْدَيْنِ " . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ .

মুহাম্মাদ ইবনু রাফি (রহঃ) ..... হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ্‌ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হাদীসগুলো আবূ হুরাইরাহ্‌ (রাযিঃ) আমাদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি কতিপয় হাদীস বর্ণনা করলেন। (তার মধ্যে একটি অন্যতম হলো), রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জনৈক লোক তার দু' চাদর পরিধান করে দাম্ভিকতার সাথে রাস্তায় চলছিল। অতঃপর হাম্মাম (রহঃ) উল্লেখিত হাদীসের অবিকল বর্ণনা করেন।(সহীহ মুসলিম-৫৩৬১)।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو عُمَرَ الْيَمَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ، أَوِ اخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.
ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি নিজেকে বড়ো মনে করে অথবা তার চালচলনে অহংকার প্রকাশ করে, সে এমন অবস্থায় মহামহিম আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন (আবু দাউদ, হাকিম) (আল-আদাবুল মুফরাদ -৫৫১) ।

লোভ-লালসা করা

একজন লোভী মানুষ কখনো সুখী হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা যে সকল নেয়ামত তাকে দান করেছেন তার শুকরিয়া তো কখনো সে আদায় করেই না, উল্টো আল্লাহ তায়ালা তাকে যা দান করেছেন, তার চেয়ে বেশি কিছু আকাঙ্ক্ষা করে। এমনকি যদিও সেটা পূর্ণ হয়ে যায়, তখন সে আবার নতুন করে কিছু চাইতে থাকে। লোভ নামক ব্যাধি পরিপূর্ণভাবে সুখের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে দেয়, তার জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নেয়। লোভ করতে করতে এক পর্যায়ে তার আকাঙ্ক্ষা তার সাধ্যের বাইরে চলে যায় ।তার আকাঙ্ক্ষা আকাশচুম্বী ;কিন্তু তার সামর্থ্য শেকলবন্দি। লোভ যখন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যায় ,তখন এই লোভের চক্র থেকে বের হয়ে আসা তার পক্ষে দুষ্কর হয়ে যায়। তখন অর্থের জন্য হারাম পথ বেছে নেয়। যা তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টাই ধ্বংস করে।

এই সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

مَنۡ كَانَ يُرِيۡدُ الۡحَيٰوةَ الدُّنۡيَا وَزِيۡنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيۡهِمۡ اَعۡمَالَهُمۡ فِيۡهَا وَهُمۡ فِيۡهَا لَا يُبۡخَسُوۡنَ

যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার জৌলুস কামনা করে, আমি সেখানে তাদেরকে তাদের আমলের ফল পুরোপুরি দিয়ে দেই এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না। (সুরা হুদ : আয়াত- ১৫)।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

এরাই তারা, আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই এবং তারা সেখানে যা করে তা বরবাদ হয়ে যাবে আর তারা যা করত, তা সম্পূর্ণ বাতিল।

(সুরা হুদ : আয়াত-১৬)।

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ

আর শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। ফলে আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করেন তারা ছাড়া আসমানসমূহে যারা আছে এবং পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই বেহুঁশ হয়ে পড়বে। তারপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে। (সুরা যুমার: আয়াত-৬৮)।

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ

তারা তো কেবল এক বিকট আওয়াজের অপেক্ষা করছে যা তাদেরকে বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত অবস্থায় পাকড়াও করবে।

٪ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ

সুতরাং না পারবে তারা ওসিয়াত করতে এবং না পারবে তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যেতে।

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ

আর শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা কবর থেকে তাদের রবের দিকে ছুটে আসবে। (সুরা ইয়াসিন: আয়াত-৪৯,৫০,৫১)।

এই সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস:

আনাস ইবনু মালিক রাযী.থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ,

"যদি বনি আদমের স্বর্ণ ভরা একটা উপত্যকা থাকে ,তথাপি সে তার জন্য দুটি উপত্যকা কামনা করবে। তার মুখ মাটি ব্যতীত অন্য কিছুতেই ভরবে না। তবে যে ব্যক্তি তওবাহ করবে ,আল্লাহ তার তওবাহ কবুল করবেন।"(সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৬৪৩৯)।

ইমাম সাদিক রহি. বলেছেন :

"(লোভী দু'টি উৎকৃষ্ট গুণ হতে বঞ্চিত, ফলশ্রুতিতে সে দুটি দোষের অধিকারী ,সে পরিতৃপ্ত হাওয়া থেকে বঞ্চিত, ফলে প্রশান্তিকে হাতছাড়া করেছে ,আর সন্তুষ্টি হতে বঞ্চিত ,ফলে বিশ্বাসকে খুইয়েছে"।

ইমাম আলী রহি: বলেছেন ,

'সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা ধনী যে লোভের বন্দি নয়'।

ইমাম সাদিক রহি.বলেছেন :

'আমিরুল মুমিনিন বলতেন যে , হে আদমের সন্তানেরা ! যদি তুমি দুনিয়া হতে পরিমাণ মতো চাও , তাহলে সেটাই তোমার জন্য যথেষ্ট । কিন্তু যদি পরিমাণ এর চেয়ে বেশি চাও , সমস্ত দুনিয়াও তোমার জন্য যথেষ্ট নয়।'

কৃপণতা/বুখল

সম্পদ উপার্জনে শরীয়তের বিধান মেনে চলা উচিত। এবং তা ব্যয়েও শরীয়তের বিধান অনুসরণ করা উচিত। প্রয়োজনীয় ও শরীয়ত নির্দেশিত ক্ষেত্রে ব্যয় না করা বা কম করা হলো কৃপণতা, আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করা কে বলে অপব্যয়, বিলাসিতা বা অর্থ নষ্ট করা। এ সবই অবৈধ ও বিশৃংখল ব্যয়ের আওতাভুক্ত কবিরাহ গুনাহ।

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ

এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোটখাট সাহায্য দানে বিরত থাকে। (সুরা মা'উন: আয়াত-৭)।

[১] مَعن সামান্য বা ছোটখাট কিছুকে বোঝায়। কোন কোন উলামাগণ مَاعُون এর অর্থ যাকাত নিয়েছেন। কেননা, যাকাত আসল মালের তুলনায় খুবই সামান্য পরিমাণ (শতকরা আড়াই শতাংশ মাত্র) তাই। আর কেউ কেউ এ থেকে সাংসারিক ছোটখাট আসবাব-পত্র অর্থ করেছেন, যা প্রতিবেশীরা সাধারণতঃ একে অপরের কাছে ধার হিসাবে চেয়ে থাকে। তার মানে হল যে, গৃহস্থালী ব্যবহার্য জিনিসপত্র অপরকে ধার দেওয়া এবং তাতে কোন প্রকার কুণ্ঠাবোধ না করা একটি সদগুণ। আর এর বিপরীত কৃপণতা ও কুণ্ঠা প্রকাশ করা হল পরকালকে অবিশ্বাসকারীদেরই অভ্যাস।রাসুল (সঃ)

বলেন : "কৃপণ কখনো জান্নাতে যাবে না।" আল্লাহ বলেন ," যারা আল্লাহর দেওয়া সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করে, তারা যেন মনে না করে যে ,এই কার্পণ্য তাদের জন্য ভালো । বরং ওটা তাদের জন্য খারাপ । যে জিনিস নিয়ে তারা কার্পণ্য করে তাকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।"

আত্মতুষ্টি

পুণ্য কাজ করে আত্মপ্রসাদ /আত্মতুষ্টি লাভকেই বলে উজব /খোদাপছন্দী / আত্মতুষ্টি বা আত্মম্ভরিতা।

এ প্রসঙ্গে কারামিয়া বুজুর্গ মোঃ ইবনে সাবের ও অন্যান্য আলেমগণ বলেন:

"উজব, পুণ্য কাজকে ধ্বংস করার জন্য ওৎ পেতে বসে থাকে , যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা করে উজব বর্জন করে, তার পূণ্য কাজগুলো বেঁচে যায় , অন্যথায় তার সব পূণ্য বরবাদ হয়ে যায়।"

উজব বা আত্মম্ভরিতা তিন ধরনের হয়ে থাকে:

১. সর্বাবস্থায় বান্দার আত্মম্ভরিতায় ডুবে থাকে। যেমন : কাদরিয়া ও মোতাজালা সম্প্রদায়। তারা নিজেদের কাজের জন্য খোদার কাছে সকৃতজ্ঞ থাকা প্রয়োজন ভাবে না। তারা বান্দার কাছে খোদার অনুগ্রহ ও তৌফিক দরকার বলে মনে করে না। তারা যা বলে থাকে তাতে এটাই প্রমাণিত হয়।

- ২. সর্ব অবস্থায় বান্দা খোদার ঋণ ও তৌফিক স্বীকার করে চলে। এ দল সঠিক সত্যানুসারী। তাদের থেকে কখনো আত্মম্ভ রিতা দেখা দেয় না। খোদা তাদের উপর যে অনুগ্রহ নাযিল করেন তার ফলেই তারা এ সত্যদৃষ্টি লাভ করে থাকে। তাদের উপরে খোদার এই হচ্ছে বিশেষ দান।

৩. সাধারণ স্তরের সাধক দল, সমস্ত আহলে সুন্নাত ইহার অন্তর্ভুক্ত, যতক্ষণ সচেতন ততক্ষণ তারা আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তৌফিককে স্মরণ করে আত্মম্ভরিতা এড়িয়ে চলে এবং অসতর্ক হলেই তাতে জড়িয়ে পড়ে।

সুতরাং আমাদের সকলেরই জানা উচিত, আমাদের নিজ নিজ কাজের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে সর্বদা এটা খেয়াল রাখা যে, এতে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট রয়েছেন কিনা? যদি আল্লাহর সন্তোষকে উপেক্ষা করে কিছু করা হয়, তাহলে আমাদের আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়া হাসিল হবে আর পরকালীন পূণ্য বরবাদ হয়ে যাবে। তাই পার্থিব ও

ক্ষণিকের প্রাপ্তির মোহে অন্তর অপবিত্র না করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে গ্রহণযোগ্য ও কবুলযোগ্য হতে পারি, তার জন্য যত্নবান হতে হবে।

সম্পদ ও দুনিয়ার আনন্দদায়ক বস্তু অর্জনে কাজ করায় কোন পাপ নেই। তবে সেটা হতে হবে অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, ব্যক্তি জীবনের উন্নয়নের জন্য প্রধান উদ্দেশ্যে পরিণত যেন না হয়। তা হতে হবে বৈধ ও হালাল পথে, তবেই তা আল্লাহর পুরস্কার লাভের আশা ও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর আল্লাহর নিষিদ্ধ প্রদ্ধতিতে করলে সেটা হবে অভিশাপ।

এই সম্পর্কে আল্লাহ সুরা তওবার ২৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন -

قُلۡ اِنۡ كَانَ اٰبَآؤُكُمۡ وَاَبۡنَآؤُكُمۡ وَاِخۡوَانُكُمۡ وَاَزۡوَاجُكُمۡ وَعَشِيۡرَتُكُمۡ وَاَمۡوَالُ ۨاقۡتَرَفۡتُمُوۡهَا وَتِجَارَةٌ تَخۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرۡضَوۡنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيۡكُمۡ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ وَجِهَادٍ فِىۡ سَبِيۡلِهٖ فَتَرَبَّصُوۡا حَتّٰى يَاۡتِىَ اللّٰهُ بِاَمۡرِهٖ‌ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهۡدِى الۡقَوۡمَ الۡفٰسِقِيۡنَ ٪

বল, 'তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত'। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

অন্যত্র বলেছেন -সুরা তওবার(৩৪-৩৫) নং আয়াতে বলা হয়েছে যে:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّ كَثِيۡرًا مِّنَ الۡاَحۡبَارِ وَالرُّهۡبَانِ لَيَاۡكُلُوۡنَ اَمۡوَالَ النَّاسِ بِالۡبَاطِلِ وَيَصُدُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ‌ ؕ وَالَّذِيۡنَ يَكۡنِزُوۡنَ الذَّهَبَ وَالۡفِضَّةَ وَلَا يُنۡفِقُوۡنَهَا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرۡهُمۡ بِعَذَابٍ اَلِيۡمٍ ۙ

يَّوۡمَ يُحۡمٰى عَلَيۡهَا فِىۡ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوٰى بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوۡبُهُمۡ وَظُهُوۡرُهُمۡ‌ ؕ هٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِاَنۡفُسِكُمۡ فَذُوۡقُوۡا مَا كُنۡتُمۡ تَكۡنِزُوۡنَ

-"হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় পন্ডিত ও সংসার বিরাগীদের অনেকেই মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, আর তারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।

যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেয়া হবে। (আর বলা হবে) ‘এটা তা-ই যা তোমরা নিজদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর’।"

অন্যত্র বলেছেন, সুরা ফজর আয়াত (১৫-২০) নং এ আল্লাহ বলেন -

فَاَمَّا الۡاِنۡسَانُ اِذَا مَا ابۡتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكۡرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوۡلُ رَبِّىۡۤ اَكۡرَمَنِ ؕ
وَاَمَّاۤ اِذَا مَا ابۡتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيۡهِ رِزۡقَهٗ ۙ فَيَقُوۡلُ رَبِّىۡۤ اَهَانَنِ ۚ
كَلَّا بَلۡ لَّا تُكۡرِمُوۡنَ الۡيَتِيۡمَ ۙ
وَلَا تَحٰٓضُّوۡنَ عَلٰى طَعَامِ الۡمِسۡكِيۡنِ ۙ
وَتَاۡكُلُوۡنَ التُّرَاثَ اَكۡلًا لَّمًّا ۙ
وَّتُحِبُّوۡنَ الۡمَالَ حُبًّا جَمًّا ؕ

আর মানুষ তো এমন যে, যখন তার রব তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর তাকে সম্মান দান করেন এবং অনুগ্রহ প্রদান করেন, তখন সে বলে, ‘আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন।
আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার উপর তার রিযককে সঙ্কুচিত করে দেন, তখন সে বলে, ‘আমার রব আমাকে অপমানিত করেছেন’।
কখনো নয়, বরং তোমরা ইয়াতীমদের দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন কর না।
আর তোমরা মিসকীনদের খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না।
আর তোমরা উত্তরাধিকারের সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ কর।আর তোমরা ধন-সম্পদকে অতিশয় ভালবাস।"

একারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ,
প্রায়শই এই দোয়া করতেন, ইয়া আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার আশ্রয় চাই সম্পদের ফিতনা থেকে, আমি আরো আশ্রয় চাই ,দারিদ্রের অভিশাপ থেকে ।"(বুখারী ও মুসলিম)।

নিফাক/মুনাফেকী

নিফাকের বিপরীত হলো ইখলাস আমল।মুনাফিকেরা মানুষের সামনে খুব ভাব নিয়ে চলে।মুনাফিকরা নামাযে দাঁড়ায় অলসতার সাথে, ইবাদত করে লোক দেখানো/অন্তরের মাঝে রিয়া নিয়ে।মুনাফিকরা সর্বদা অন্যের অকল্যাণ কামনা করে। সমাজে অশান্তির কারণ হয়।

চিহ্নিত মোনাফেকের ছয়টি আলামত নিম্নরূপ:

১. তারা কথা বললে মিথ্যা কথা বলে।

২. ওয়াদা করলে তা খেলাফ করে।

৩. আমানত রাখলে তা খেয়ানত করে।

৪. আল্লাহর সাথে করা ওয়াদা ভঙ্গ করে।

৫. আল্লাহ যা জোড়া লাগাতে বলে তা ছিন্ন করে।

৬. দুনিয়ার মাঝে অশান্তির সৃষ্টি করে।

আরো এক দল আছে যারা চুপচাপ মুনাফিক/যাদেরকে চিহ্নিত করা যায় না।

তাদের আলামত উপরের প্রথম তিনটিতেই সীমাবদ্ধ। (ইবনে মাজাহ:১২)।

اِذَا جَآءَکَ الۡمُنٰفِقُوۡنَ قَالُوۡا نَشۡہَدُ اِنَّکَ لَرَسُوۡلُ اللّٰہِ ۘ وَاللّٰہُ یَعۡلَمُ اِنَّکَ لَرَسُوۡلُہٗ ؕ وَاللّٰہُ یَشۡہَدُ اِنَّ الۡمُنٰفِقِیۡنَ لَکٰذِبُوۡنَ ۚ

যখন তোমার কাছে মুনাফিকরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই তুমি তাঁর রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী। (সুরা মুনাফিকুন: আয়াত-১)

اِتَّخَذُوۡۤا اَیۡمَانَہُمۡ جُنَّۃً فَصَدُّوۡا عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ ؕ اِنَّہُمۡ سَآءَ مَا کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ۔

তারা নিজদের শপথকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে। তারা যা করছে, নিশ্চিয় তা কতইনা মন্দ!

ذٰلِکَ بِاَنَّہُمۡ اٰمَنُوۡا ثُمَّ کَفَرُوۡا فَطُبِعَ عَلٰی قُلُوۡبِہِمۡ فَہُمۡ لَا یَفۡقَہُوۡنَ

এটা এ জন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করেছে,[১] ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তারা বুঝবে না।(সুরা মুনাফিকুন:২ ও ৩)।

শাহওয়াত/কামনা -বাসনা

যারা নফসের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, নফসের গোলামী করে অনৈতিক যৌন লালসা অন্তরে পোষন করে রাখে। তার মানসিক ও চারিত্রিক অবক্ষয় ঘটায়, নিজেকে ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। সমাজ ও সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বারবার তারা নফস ধোঁকা দিয়ে বলে এটাই ফার্স্ট এটাই লাস্ট। এই আসক্তি মূলত তার নফসের এক মারাত্মক ব্যাধি। তাদের সামাজিক ও পারস্পরিক সম্মান নষ্ট করে।

আল্লাহ বলেন:

" অবশ্যই আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শন সমূহের দৌলতে । কিন্তু সে যে অধঃপতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল।(সূরা আরাফ: আয়াত - ১৭৬)।

অন্যত্র বলেছেন,

"পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হাওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল- খুশি থেকে নিজেকে নিবৃত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।(সূরা নাযিয়াত: আয়াত-৪০,৪১)।

রসূল সাঃ বলেছেন,

"জাহান্নামকে লোভনীয় বস্তু ও কামনা- বাসনা দ্বারা ঘিরে রাখা হয়েছে, আর জান্নাতকে ঘিরে রাখা হয়েছে সব ধরনের অপছন্দনীয় ও কষ্টকর বিষয় দ্বারা। (সহীহ বুখারী)।

আল্লাহ আরো বলেন ,

"আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল -খুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে ? আল্লাহ জেনেশুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন , তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা । অতএব আল্লাহর পর কে তাকে পথপ্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা করো না?"(সুরা জাসিয়া: আয়াত-২৩)।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। (সুরা নুর: আয়াত-৩০)।

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ٭ۖ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْۤ اٰتٰىكُمْ ؕ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

আর যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে। আর তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায় তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর, যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে বলে জানতে পার এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দাও। তোমাদের দাসীরা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে তোমরা দুনিয়ার জীবনের সম্পদের কামনায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। আর যারা তাদেরকে বাধ্য করবে, নিশ্চয় তাদেরকে বাধ্য করার পর আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

(সুরা নুর: আয়াত-৩৩)

مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمْ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ.

জাবির ইব্‌নু ‘আবদুল্লাহ্ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

যে, আসলাম গোত্রের এক লোক রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর কাছে এল। এসে বলল, সে যিনা করেছে এবং নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য দিল। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ব্যাপারে আদেশ দিলেন, তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হলো। সে ছিল বিবাহিত। **[১০৪](আধুনিক প্রকাশনী- ৬৩৪৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৩৫৮) (সহীহ বুখারী:৬৮১৪)।**

[১০৪] এ যিনাকারীরা ছিলেন পূর্ণ ঈমানদার। অপরাধ করে তারা ক্ষমা পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে যেতেন। তাঁরা চাইতেন যত শাস্তি দুনিয়াতেই হয়ে যাক। আখিরাতের আদালতে যেন লজ্জিত, ঘৃণিত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হতে না হয়।

مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَا جَمِيعًا فَقَالَ لَهُمْ مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ قَالُوا إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيهَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ

سَلاَمٍ ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ بِالتَّوْرَاةِ فَأُتِيَ بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلاَمٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلاَطِ فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ أَجْنَأَ عَلَيْهَا.

ইব্‌নু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর কাছে এক ইয়াহূদী পুরুষ ও এক ইয়াহূদী নারীকে আনা হল। তারা দু’জনেই যিনা করেছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ সম্পর্কে তোমরা তোমাদের কিতাবে কী পাচ্ছ? তারা বলল, আমাদের পাদ্রীরা চেহারা কালো করার ও দু’জনকে গাধার পিঠে উল্টো বসিয়ে প্রদক্ষিণ করার নিয়ম চালু করেছেন। ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নু সালাম (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে তাওরাত নিয়ে আসতে বলুন। এরপর তা নিয়ে আসা হল। তাদেরকে একজন রজমের আয়াতের উপর নিজের হাত রেখে দিল এবং এর আগে-পিছে পড়তে লাগল। তখন ইব্‌নু সালাম (রাঃ) তাকে বললেন, তোমার হাত ওঠাও। দেখা গেল তার হাতের নিচে রয়েছে রজমের আয়াত। তারপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের দু’জনের ব্যাপারে আদেশ দিলেন, উভয়কে পাথর মেরে হত্যা করা হল। ইব্‌নু ‘উমার বলেন, তাদের উভয়কে সমতল স্থানে রজম করা হয়েছে। তখন ইয়াহূদী পুরুষটাকে দেখেছি ইয়াহূদী স্ত্রীলোকটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। **[১৩২৯; মুসলিম ৬/৬, হাঃ ১৬৯৯, আহমাদ ৪৪৯৮] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৩৪৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)**

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ زَاذَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، دَعَا بِغُلاَمٍ لَهُ فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا فَقَالَ لَهُ أَوْجَعْتُكَ قَالَ لاَ . قَالَ فَأَنْتَ عَتِيقٌ . قَالَ ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ فَقَالَ مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ ضَرَبَ غُلاَمًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ " .

যযান (রহঃ) হতে বর্ণিতঃ ইবনু 'উমার (রাঃ) তাঁর এক গোলামকে ডাকলেন। এরপর তার পিঠে (প্রহারের) দাগ দেখতে পেলেন। তিনি তাকে বললেন, তুমি কি এতে যন্ত্রণা অনুভব করছ? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, তুমি মুক্ত। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি মাটি থেক কোন বস্তু নিয়ে বললেন, তাকে আযাদ করার মধ্যে এতটুকু পুণ্যও মেলেনি। আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- কে বলতে শুনেছি,

যে ব্যক্তি আপন গোলামকে বিনা অপরাধে প্রহার করল কিংবা চপেটাঘাত করল, এর কাফ্ফারাহ্ হল তাকে মুক্ত করে দেয়া। (ই.ফা. ৪১৫৩, ই.সে. ৪১৫২) **(সহীহ মুসলিম:৪১৯১)**।

মালিণ্যতা/অসহিষ্ণুতা/অধৈর্য/সংকীর্ণতা/কার্পণ্যতা/হীনমন্যতা/নীচতা

সত্যিকার মুমিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অন্যান্য মানুষ থেকে পৃথক। এ গুলোর মধ্যে দয়া ,নম্রতা ,সত্যবাদিতা, বিনয় , ন্যায়-বিচার অন্যতম। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও উদারতা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিশেষ দু'টি গুণ। এর বিপরীত হলো ধৈর্যহীনতা, অসহিষ্ণুতা ও সংকীর্ণতা, কার্পণ্য, হীনতা, নীচতা, অভব্যতা। এসব আল্লাহ তাআলার অপছন্দের। যাদের অন্তর ,বদগুণ থেকে মুক্ত হয়েছে, তারাই সফল।
আল্লাহ তাআলা বলেন,

‘يَوۡمَ لَا يَنۡفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوۡنَ ‘ اِلَّا مَنۡ اَتَى اللّٰهَ بِقَلۡبٍ سَلِيۡمٍ

সেদিন সম্পদ ও সন্তান (শক্তি) কোনো কাজে আসবে না, বরং যারা আল্লাহর সমীপে উপনীত হবে গরলহীন অন্তরে’ **(সুরা আশ শুয়ারা: ৮৮-৮৯)**।

কারও সঙ্গে দ্বিমত, ভিন্নমত বা মতপার্থক্য হলে তা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে।
আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَسۡتَوِی الۡحَسَنَۃُ وَلَا السَّیِّئَۃُ ؕ اِدۡفَعۡ بِالَّتِیۡ ہِیَ اَحۡسَنُ فَاِذَا الَّذِیۡ بَیۡنَکَ وَبَیۡنَہٗ عَدَاوَۃٌ کَاَنَّہٗ وَلِیٌّ حَمِیۡمٌ

‘ভালো ও মন্দ সমান নয়, তুমি প্রতিহত করো মন্দকে তা দিয়ে যা উত্তম; ফলে তোমার ও যার মধ্যে চরম শত্রুতা, সে তোমার পরম বন্ধুতে পরিণত হবে’ (সুরা ফুসিলাত/হা-মীম সিজদাহ: ৩৪)।

রসূল সাঃ বলেছেন , "
মুমিনদের মধ্যে ঈমানের সর্বোত্তম ব্যক্তি সে ,যার চরিত্র সর্বোত্তম ।"-**আবু দাউদ**

অন্যত্র বলেছেন ,
"কিয়ামতের দিন মু'মিন বান্দার আমলনামায় সৎ চরিত্রের চাইতে অধিকতর ভারী আর কোন আমলই হবে না ।"-**বুখারী**।

রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ (সাঃ) ,উত্তম চরিত্রের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত । ব্যক্তিত্ব ,উন্নয়ন ও আত্ম-উপলব্ধির জন্য তিনি আমাদের রোল মডেল । আল্লাহ তায়ালা তার চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করে বলেছেন ,

وَاِنَّکَ لَعَلٰی خُلُقٍ عَظِیۡمٍ

"আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী"।(সুরা ক্বলম: আয়াত -৪)।

দয়া ও নম্রতা এমন দু'টি মৌলিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ,যার অনুপস্থিতিতে কোন ব্যক্তি নানা ধরনের মন্দ বিষয়ের দিকে পরিচালিত হয়।

রাসূল (সাঃ) বলেন,

" নম্রতা যেকোন বিষয়কে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে, আর কোন বিষয় থেকে নম্রতা বিদূরিত হলে তাকে কলুষিত করে ।" **(সহিহ মুসলিম।)**

রাসূল (সঃ) বলেন ,

" হে আয়েশা ! আল্লাহ তায়ালা নম্র ব্যবহারকারী । তিনি নম্রতা পছন্দ করেন । তিনি নম্রতার মাধ্যমে এমন কিছু দান করেন, যা কঠোরতার মাধ্যমে দান করেন না ।আর অন্য কোন মাধ্যমেও দান
করেন না।"**(সহীহ মুসলিম।)**

রসূল সাঃ বলেছেন,

"যে নম্রতা থেকে বঞ্চিত ,সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।" "(সহীহ মুসলিম)।

আল্লাহ বিনয়ী বান্দাদের প্রশংসা করে বলেছেন,

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مَنۡ یَّرۡتَدَّ مِنۡکُمۡ عَنۡ دِیۡنِهٖ فَسَوۡفَ یَاۡتِی اللّٰهُ بِقَوۡمٍ یُّحِبُّهُمۡ وَیُحِبُّوۡنَهٗۤ ۙ اَذِلَّۃٍ عَلَی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اَعِزَّۃٍ عَلَی الۡکٰفِرِیۡنَ ۫ یُجَاهِدُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ وَلَا یَخَافُوۡنَ لَوۡمَۃَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِکَ فَضۡلُ اللّٰهِ یُؤۡتِیۡهِ مَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیۡمٌ

"হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে ফিরে যাবে ,তাহলে অচিরেই আল্লাহ এমন কওমকে আনবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুমিনদের উপর বিনম্র এবং কাফিরদের উপর কঠোর হবে। আল্লাহর রাস্তায় তারা জিহাদ করবে এবং কোন কটাক্ষকারীর কটাক্ষকে ভয় করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।**(সুরা মায়িদাহ: আয়াত -৫৪)**।

রসূল (সাঃ) বলেছেন, "

আল্লাহ আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে ,তোমরা পরস্পরের সাথে বিনয় ও নম্র আচরণ করো, এমনকি কেউ কারো উপর গৌরব করবেনা এবং একজন আরেকজনের উপর বাড়াবাড়ি করবে না ।" **(সহীহ মুসলিম)।**

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَاَيُّہَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُوۡنُوۡا قَوّٰمِيۡنَ لِلّٰهِ شُہَدَآءَ بِالۡقِسۡطِ ۫ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَاٰنُ قَوۡمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعۡدِلُوۡا ؕ اِعۡدِلُوۡا ۟ ہُوَ اَقۡرَبُ لِلتَّقۡوٰى ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষদানকারী হিসেবে সদা দন্ডায়মান হও। কোন কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ কর, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। **(সুরা মায়িদাহ: আয়াত -৮)।**

দাইউস/ আত্মমর্যাদাহীনতা/গাইরতহীনতা

দাইউস এর শাব্দিক অর্থ, বেহায়া,অসতী,বেশরম, নির্লজ্জ, বিবেকহীন, অশ্লীলতা, দায়িত্ববোধহীন, আত্মমর্যাদাহীন, আত্মসম্মানহীন,যিনা-ব্যভিচার, গর্হিত -ঘৃণিত বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা ইত্যাদি বুঝানো হয়।

যে ব্যক্তি তার পরিবার পরিজনের অশ্লীল কর্মকাণ্ড ও যিনা-ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেয় বা ভ্রূক্ষেপ করে না, চুপচাপ থাকে, সেই দাইউস বা আত্মমর্যাদাহীন।

সুরা নুর ১৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন:

اِنَّ الَّذِيۡنَ يُحِبُّوۡنَ اَنۡ تَشِيۡعَ الۡفَاحِشَةُ فِى الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَہُمۡ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ۙ فِى الدُّنۡيَا وَالۡاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ

يَعۡلَمُ وَاَنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ

নিশ্চয় যারা এটা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

সুরা আল ইমরান ২৬ নং আয়াতে -

قُلِ اللّٰہُمَّ مٰلِكَ الۡمُلۡكِ تُؤۡتِى الۡمُلۡكَ مَنۡ تَشَآءُ وَتَنۡزِعُ الۡمُلۡكَ مِمَّنۡ تَشَآءُ ۫ وَتُعِزُّ مَنۡ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنۡ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الۡخَيۡرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ

বল, ‘হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন এবং আপনি যাকে চান সম্মান দান করেন। আর যাকে চান অপমানিত করেন, আপনার হাতেই কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান’।

সুরা আন নিসা ১৩৯ নং আয়াতে

الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَہُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ؕ

যারা মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান চায়? অথচ যাবতীয় সম্মান আল্লাহর।

সুরা ফাতির আয়াত নং ১০-এ আল্লাহ তায়ালা বলেন:

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ؕ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ؕ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَہُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ ہُوَ يَبُوْرُ

কেউ যদি সম্মান চায় (তবে তা যেন আল্লাহর কাছেই চায়) কেননা সকল সম্মান আল্লাহরই। তাঁরই পানে উত্থিত হয় ভাল কথা* আর নেক আমল তা উন্নীত করে। আর যারা মন্দকাজের চক্রান্ত করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব আর ওদের ষড়যন্ত্র তো নস্যাৎ হবে।

অন্যত্র সুরা মুনাফিকুন আয়াত নং ৮ নং এ আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَاۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْہَا الْاَذَلَّ ؕ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِہٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ٪

তারা বলে, যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই তাহলে অবশ্যই সেখান থেকে প্রবল দুর্বলকে বহিষ্কার করবে। কিন্তু সকল মর্যাদা তো আল্লাহর, তাঁর রাসূলের ও মুমিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।

বুখারী শরীফ_৫১৮৮ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ,, وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ,, وَهُوَ مَسْئُولٌ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

.

পরিচ্ছেদঃ ৬৭/৮২. আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, ‘‘তোমরা নিজেকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।’’ সূরাহ্ আত-তাহরীমঃ ৬)

৫১৮৮. ’আবদুল্লাহ্ ইবনু ’উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে। একজন শাসক সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের রক্ষক, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের রক্ষক, সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন গোলাম তার মনিবের সম্পদের রক্ষক, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব সাবধান, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে। [৮৯৩] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮০৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৮০৯)

বুখারী ৫২২৩ নং:

وَعَنْ يَحْيَى، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ

৫২২৩. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা’আলার আত্মমর্যাদাবোধ আছে এবং আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ এই যে, যেন কোন মু’মিন বান্দা হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে না পড়ে। [মুসলিম ৪৯/৬, হাঃ ২৭৬২, আহমাদ ৯০৩৮] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮৪০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৮৪৩)

বুখারী ৫২২৫ নং হাদিসে-

عَلِيٌّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِه,, فَأَرْسَلَتْ إِحْدٰى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ الَّتِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتْ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُوْلُ غَارَتْ أُمُّكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتّٰى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلٰى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَ

৫২২৫. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার একজন স্ত্রীর কাছে ছিলেন। ঐ সময় উম্মুহাতুল মু'মিনীনের আর একজন একটি পাত্রে কিছু খাদ্য পাঠালেন। যে স্ত্রীর ঘরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করছিলেন সে স্ত্রী খাদিমের হাতে আঘাত করলেন। ফলে খাদ্যের পাত্রটি পড়ে ভেঙ্গে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের ভাঙ্গা টুকরোগুলো কুড়িয়ে একত্রিত করলেন, তারপর খাদ্যগুলো কুড়িয়ে তাতে রাখলেন এবং বললেন, তোমাদের আম্মাজীর আত্মর্যাদাবোধে আঘাত লেগেছে। তারপর তিনি খাদিমকে অপেক্ষা করতে বললেন এবং যে স্ত্রীর কাছে ছিলেন তাঁর নিকট হতে একটি পাত্র নিয়ে যার পাত্র ভেঙ্গেছিল, তার কাছে পাঠালেন এবং ভাঙ্গা পাত্রটি যে ভেঙ্গেছিল তার ঘরেই রাখলেন। [২৪৮১](আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮৪২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৮৪৫)

বুখারী ৫২২৬ নং হাদীসে -

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أَتَيْتُ الْجَنَّةَ فَأَبْصَرْتُ قَصْرًا فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا قَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَه "فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلاَّ عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا نَبِيَّ اللهِ أَوَعَلَيْكَ أَغَارُ

৫২২৬. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি জান্নাতে প্রবেশ করে একটি প্রাসাদ দেখতে পেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, এটি কার প্রাসাদ? তাঁরা (ফেরেশতাগণ) বললেন, এ প্রাসাদটি 'উমার ইব্নু খাত্তাব (রাঃ)-এর। আমি তার মধ্যে প্রবেশ করতে চাইলাম; কিন্তু [তিনি সেখানে উপস্থিত 'উমার (রাঃ)-এর উদ্দেশে বললেন] তোমার আত্মমর্যাদাবোধ আমাকে সেখানে প্রবেশে বাধা দিল। এ কথা শুনে 'উমার (রাঃ) বললেন, হেআল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনার কাছেও আমি ('উমার) আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করব? [৩৬৭৯](আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮৪৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৮৪৬)

বুখারী ৬৮৪৬ নং হাদীসে এসেছে-

مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي

পরিচ্ছেদঃ ৮৬/৪১. যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে পরপুরুষকে দেখে এবং তাকে হত্যা করে ফেলে।

৬৮৪৬. মুগীরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রাঃ) বলেছেন, যদি আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কোন পরপুরুষকে দেখি তবে আমি তাকে তরবারীর ধারালো দিক দিয়ে আঘাত করব। তার এ উক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছল। তখন তিনি বললেনঃ তোমরা কি সা'দ এর আত্মমর্যাদাবোধে আশ্চর্য হচ্ছ? আমি ওর থেকে অধিক আত্মসম্মানী। আর আল্লাহ্ আমার থেকেও অধিক আত্মসম্মানের অধিকারী। [৭৪১৬] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৩৬৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৩৮২)

অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।**(সুরা মায়িদাহ: আয়াত -৫৪)**।

রসূল (সাঃ) বলেছেন,

"আল্লাহ আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে ,তোমরা পরস্পরের সাথে বিনয় ও নম্র আচরণ করো, এমনকি কেউ কারো উপর গৌরব করবেনা এবং একজন আরেকজনের উপর বাড়াবাড়ি করবে না ।" (সহীহ মুসলিম)।

শিরক ,কুফর ও বিদআত

শিরক ও কুফর নিয়ে আলোচনা করার আগে বিশ্বাস ও কর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন পরিভাষার শাব্দিক অর্থ জানা জরুরী। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো:-

১. **মুহসিন** হলো পূর্ণতা ও উৎকর্ষতা অর্জনকারী।

২. **মুমিন** হল বিশ্বাসী।

৩. **মুসলিম** মানে আল্লাহর নিকটে আত্মসমর্পণকারী।

৪. **ফাসিক** হল অধার্মিক ,লঘু পাপী ও দুশ্চরিত্র।

৫. **ফাজিল** হলো পাপাচারী ,অনিষ্টকারী।

৬. **মুনাফিক** তথা কপট ধর্মের ধ্বজাধারী

৭. **কাফির** তথা গোপনকারী, অস্বীকারকারী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

৮. **মুশরিক** মানে পৌত্তলিক ,বহু ঈশ্বরবাদী, আল্লাহর সাথে শরিককারী।

৯. **যিন্দিক** হলো ধর্মদ্রোহী।

১০. **মুরতাদ** তথা ধর্মত্যাগী।

১১. **মূলহিদ** মানে নাস্তিক অবিশ্বাসী।

এবার পরিচিত হই শিরকের সাথে-

শিরক কি?

বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর সঙ্গে তার কাজে , নামে ও গুণাবলীতে এবং বান্দার ইবাদতে অন্য কাউকে শরিক করে তার মর্যাদাকে ছোট করে দেওয়ার নাম হচ্ছে শিরক।

আর যার দ্বারা উপরোক্ত কাজগুলো হবে সে **মুশরিক।** নফসের গোলামী করা বা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করা এক ধরনের শিরক। শরীয়তের বিধি বিধান পালন করা আবশ্যক। নফস যখন তার বিপরীত হুকুম প্রদান করে শরীয়তের হুকুমগুলো পালনে বাধা প্রদান করতে থাকে এবং 'আমি' নফসের গোলামী করে শরিয়তের বিপরীত হুকুম মানতে বাধ্য হই, তখনই তা ছোট শিরক হবে। নফস প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশিত হুকুমের বিরোধিতা করছে।

শিরক দুই প্রকারের:

১. আকিদাগত শিরক। এটি শিরকের আকবর।

২. রিয়া বা লোক দেখানো এবাদত। এটি শিরকে আসগর বা ছোট শিরক।

এ সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা কোরআনে বলেছেন:

وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

আর তারা আল্লাহকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি। অথচ কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তাঁর মুষ্টিতে এবং আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে। তিনি পবিত্র, তারা যাদেরকে শরীক করে তিনি তাদের ঊর্ধ্বে।**(সুরা যুমার: আয়াত -৬৭)**।

অন্যত্র বলেছেন -

اِنَّ اللهَ لَا يَغۡفِرُ اَنۡ يُّشۡرَكَ بِهٖ وَيَغۡفِرُ مَا دُوۡنَ ذٰلِكَ لِمَنۡ يَّشَآءُ ۚ وَمَنۡ يُّشۡرِكۡ بِاللّٰهِ فَقَدِ افۡتَرٰٓى اِثۡمًا عَظِيۡمًا

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এ ছাড়া অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি চান। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে। **(সুরা নিসা: আয়াত -৪৮)**।

অন্যত্র বলেছেন-

اَفَرَءَيۡتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰـهَهٗ هَوٰٮهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلۡمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمۡعِهٖ وَقَلۡبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنۡ يَّهۡدِيۡهِ مِنۡۢ بَعۡدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوۡنَ

তবে তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে আপন ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? তার কাছে জ্ঞান আসার পর আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তিনি তার কান ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তার চোখের উপর স্থাপন করেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে হিদায়াত করবে? তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? **(সূরা জাসিয়া :আয়াত-২৩)**।

কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন -

وَمَنۡ اَظۡلَمُ مِمَّنِ افۡتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوۡ كَذَّبَ بِالۡحَـقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ؕ اَلَيۡسَ فِىۡ جَهَنَّمَ مَثۡوًى لِّلۡكٰفِرِيۡنَ

আর সে ব্যক্তির চেয়ে যালিম আর কে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তার নিকট সত্য আসার পর তা অস্বীকার করে? জাহান্নামের মধ্যেই কি কাফিরদের আবাস নয়?**(সুরা আনকাবুত: আয়াত -৬৮)**।

সুরা মোহাম্মদ : আয়াত নং -৮ এ আল্লাহ আরো বলেন:

وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا فَتَعۡسًا لَّهُمۡ وَاَضَلَّ اَعۡمَالَهُمۡ

আর যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

`কুফর কি?

মহান আল্লাহ তায়ালাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করাকে কুফর বলে আর ওই ব্যক্তিকে বলে অহংকারী কাফের। তাই কুফরী শিরকের চেয়েও বেশি মারাত্মক। দু'টোই ক্ষমার অযোগ্য। এটা বড় কুফরী, যা তাকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়।

ইবনু ফারিস (রাঃ) বর্ণিত-

ঈমান ও বিশ্বাসের বিপরীত অবিশ্বাসকে কুফর বলা হয় । অবিশ্বাস মানে সত্যকে আবৃত করা। মিথ্যারোপ করা হলো কুফরী।

আল্লাহ ও তার প্রেরিত রাসূলের উপর এবং ঈমানের রুকন গুলোতে বিশ্বাস না থাকাতেই ইসলামী পরিভাষায় কুফর বলে।

বোঝা গেল ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অপছন্দ করা, বিরক্তি বা ঘৃনা প্রকাশ করা কুফরের অন্তর্ভুক্ত।

সুরা মায়েদাহ ৭২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَقَالَ-

الْمَسِيْحُ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ

অবশ্যই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন মারইয়াম পুত্র মাসীহ'। আর মাসীহ বলেছে, 'হে বনী ইসরাঈল, তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদাত কর'। নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার উপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

সুরা আনআম: আয়াত নং ৬৮-তে আল্লাহ বলেন :

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ؕ وَاِمَّا-

আর যখন তুমি তাদেরকে দেখ, যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে উপহাসমূলক সমালোচনায় রত আছে, তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, যতক্ষণ না তারা অন্য

কথাবার্তায় লিপ্ত হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণের পর যালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসো না।

اِنَّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لَنۡ تُغۡنِىَ عَنۡهُمۡ اَمۡوَالُهُمۡ وَلَاۤ اَوۡلَادُهُمۡ مِّنَ اللّٰهِ شَيۡـًٔا‌ ؕ وَاُولٰٓـئِكَ هُمۡ وَقُوۡدُ النَّارِۙ
-"নিশ্চয় যারা কুফরী করে, তাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর আযাব থেকে কখনও কোন কাজে আসবে না এবং তারাই আগুনের জ্বালানি।"(সুরা আল ইমরান আয়াত নং ১০).

বিদআত

ইসলামের মাধ্যমে পূর্বে নাযিলকৃত বিষয়ের সত্যায়ন করা হয়েছে ,ও পূর্ববর্তী বিধানসমূহ রহিত হয়ে গেছে । এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদানকৃত চূড়ান্ত মনোনীত দ্বীন। অন্য কোন সিস্টেম বা জীবন বিধান ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামকে পরিবর্তন করা যাবে না। এই দাবির দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সকল নব আবিষ্কৃত বিষয় বা বিদআত প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায় ।

মানুষ দ্বীনের মধ্যে যত নতুন বিষয়ে প্রচলনের চেষ্টা করবে সব বাতিল। যেমন মৃতের পক্ষ থেকে কুলখানী,মিলাদ পড়ানো, চারদিন ও চল্লিশা পালন করা, জন্মদিন ও মৃত্যু দিন পালন করা, বিবাহ বার্ষিকী, ঈদে মিলাদুন্নবী,ও সামান্য ব্যাপারেই বিভিন্ন অজুহাতে অপব্যয় ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ইত্যাদি।

এই সম্পর্কে কোরআন ও হাদিস থেকে জানা যায়:

সুরা আল ইমরান ১৯ ও ৩২ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الدِّيۡنَ عِنۡدَ اللّٰهِ الۡاِسۡلَامُ‌ ۚ وَمَا اخۡتَلَفَ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ الۡعِلۡمُ بَغۡيًا ۢ بَيۡنَهُمۡ‌ ؕ وَمَنۡ يَّكۡفُرۡ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيۡعُ الۡحِسَابِ
নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দীন হচ্ছে ইসলাম। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরই তারা মতানৈক্য করেছে, পরস্পর বিদ্বেষবশত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করে, নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।

قُلۡ اَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوۡلَ‌ ۚ فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الۡكٰفِرِيۡنَ

বল, ‘তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর’। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না।

সুরা মায়িদাহ ৩ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۟ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ؕ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ؕ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ؕ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

“তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত ও শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ভিন্ন কারো নামে যবেহ করা হয়েছে; গলা চিপে মারা জন্তু, প্রহারে মরা জন্তু, উঁচু থেকে পড়ে মরা জন্তু অন্য প্রাণীর শিঙের আঘাতে মরা জন্তু এবং যে জন্তুকে হিংস্র প্রাণী খেয়েছে- তবে যা তোমরা যবেহ করে নিয়েছ তা ছাড়া, আর যা মূর্তি পূঁজার বেদিতে বলি দেয়া হয়েছে এবং জুয়ার তীর দ্বারা বণ্টন করা হয়, এগুলো গুনাহ। যারা কুফরী করেছে, আজ তারা তোমাদের দীনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে। তবে যে তীব্র ক্ষুধায় বাধ্য হবে, কোন পাপের প্রতি ঝুঁকে নয় (তাকে ক্ষমা করা হবে), নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”

সুরা আনআম ৩৮ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ؕ مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ

আর যমীনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণী এবং দু’ডানা দিয়ে উড়ে এমন প্রতিটি পাখি, তোমাদের মত এক একটি উম্মত। আমি কিতাবে কোন ত্রুটি করিনি। অতঃপর তাদেরকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে।

সুরা নিসা ৫৯ ও ৮০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ٪

"হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ

যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে বিমুখ হল, তবে আমি তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে প্রেরণ করিনি।"

সুরা নাহল ৮৮ ও ৮৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন:

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ

"যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় বাধা দিয়েছে, আমি তাদেরকে আযাবের উপর আযাব বাড়িয়ে দেব। কারণ তারা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করত।"

৮৯ নং আয়াতে:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَاۤءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ٪

"আর স্মরণ কর, যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের কাছে, তাদের থেকেই তাদের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী উত্থিত করব এবং তোমাকে তাদের উপর সাক্ষীরূপে হাযির করব। আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ।"

সুরা নাজম ৩ ও ৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ؕ

"আর সে মনগড়া কথা বলে না।"

اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۙ

"তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়।"

আবার সুরা হাশরের ৭ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ * وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে ফায় হিসেবে যা দিয়েছেন তা আল্লাহর, রাসূলের, আত্মীয়-স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীন ও মুসাফিরদের এটি এ জন্য যে, যাতে ধন-সম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের মাঝেই কেবল আবর্তিত না থাকে। রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।"

সহীহ বুখারী ৬৫৮৩ ও ৬৫৮৪ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ

৬৫৮৩. সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদের আগে হাউযের নিকট পৌঁছব। যে আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, সে হাউযের পানি পান করবে। আর যে পান করবে সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। নিঃসন্দেহে কিছু সম্প্রদায় আমার সামনে (হাউযে) উপস্থিত হবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব আর তারাও আমাকে চিনতে পারবে। এরপর আমার এবং তাদের মাঝে আড়াল করে দেয়া হবে। [৭০৫০] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬১২৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬১৩৪)।

قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَسَمِعَنِي النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتَ مِنْ سَهْلٍ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَزِيدُ فِيهَا فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سُحْقًا بُعْدًا يُقَالُ سَحِيقٌ بَعِيدٌ سَحَقَهُ وَأَسْحَقَهُ أَبْعَدَهُ

৬৫৮৪. রাবী আবূ হাযিম বলেন, নু'মান ইবনু আবূ আইয়্যাশ আমার নিকট হতে হাদীস শুনে বললেন, তুমিও কি সাহল থেকে এমন শুনেছ? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি আবূ সা'ঈদ খুদরীর (রাঃ) ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তার নিকট হতে এতটুকু বেশি শুনেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি তখন বলব যে এরা তো আমারই উম্মাত। তখন বলা হবে, তুমি তো জান না তোমার পরে এরা কি সব নতুন নতুন কথা ও কাজ সৃষ্টি করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন তখন আমি বলব, আমার পরে যারা দ্বীনের ভিতর পরিবর্তন এনেছে তারা আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকুক। ইবনু ’আব্বাস (রাঃ) বলেন, سُحْقًا অর্থ দূরত্ব سَحِيقٌ অর্থ দূর, سَحَقَهُ وَأَسْحَقَهُ অর্থ তাকে দূর করে দিয়েছে। [৭০৫১; মুসলিম ৪৩/৯, হাঃ ২২৯০, ২২৯১, আহমাদ ২২৮৮৫] (আধুনিক প্রকাশনী- নাই, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬১৩৪)

আবার সহীহ বুখারী ৩১৭২ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ تَعَالَى وَمَا فِيْ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ فَقَالَ فِيْهَا الْجِرَاحَاتُ وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ وَالْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا أَوْ آوَى فِيْهَا مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ

৩১৭২. ইব্রাহীম তাইমী (রহ.)-এর পিতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আলী (রাঃ) আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব ও এই সহীফায় যা আছে, এছাড়া অন্য কোন কিতাব নেই, যা আমরা পাঠ করে থাকি। তিনি বলেন, এ সাহীফায় রয়েছে, যখমের দন্ড বিধান, উটের বয়সের বিবরণ এবং আইর পর্বত থেকে সওর পর্যন্ত মদিনা্ হারাম হবার বিধান। যে ব্যক্তি এর মধ্যে বিদ্‘আত উদ্ভাবণ করে কিংবা বিদ্‌আতীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিসম্পাত। আল্লাহ তার কোন নফল ও ফরজ ‘ইবাদাত কবূল করেন না। আর যে নিজ মাওলা ব্যতীত অন্যকে মাওলা হিসেবে গ্রহণ করে, তার উপর একই রকম লা‘নত। আর নিরাপত্তা দানের ক্ষেত্রে সর্বস্তরের মুসলিমগণ একইভাবে দায়িত্বশীল এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের চুক্তি ভঙ্গ করে তার উপরও তেমনি অভিসম্পাত। (১১১) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৯৩৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৯৪৫)

সহীহ মুসলিম শরীফ ১০৭৫ নং হাদীসে এসেছে:

১০৭৫-(২৩/৫৩২) আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বাহ ও ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহঃ) [শব্দাবলী আবূ বকর এর] ... জুনদুব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে তাকে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের মধ্যে থেকে আমার কোন খলীল বা একান্ত বন্ধু থাকার ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে মুক্ত। কারণ মহান আল্লাহ ইবরাহীমকে যেমন খলীল বা একান্ত বন্ধু

হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সে রকমভাবে আমাকেও খলীল বা একান্ত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আমি আমার উম্মাতের মধ্য থেকে কাউকে খলীল বা একান্ত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলে আবূ বকরকেই তা করতাম। সাবধান থেকো তোমাদের পূর্বের যুগের লোকেরা তাদের নবী ও নেককার লোকদের কবরসমূহকে মাসজিদ (সাজদার স্থান) হিসেবে গ্রহণ করত। সাবধান তোমরা কবরসমূহকে সাজদার স্থান বানাবে না। আমি এরূপ করতে তোমাদেরকে নিষেধ করে যাচ্ছি। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১০৬৯, ইসলামীক সেন্টার ১০৭৭)।

ইবনে মাজাহ ২৮৬৫ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا " فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ كَيْفَ أَفْعَلُ قَالَ " تَسْأَلُنِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ لاَ طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ " .

৩/২৮৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ অচিরেই আমার পরে এমন সব লোক তোমাদের নেতা হবে, যারা সুন্নাতকে বিলুপ্ত করবে, বিদআতের অনুসরণ করবে এবং নামায নির্দিষ্ট ওয়াক্ত থেকে বিলম্বে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি তাদের (যুগ) পাই, তবে কী করবো? তিনি বলেনঃ হে উম্মু আবদ-এর পুত্র! তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো যে, তুমি কী করবে? যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করে, তার আনুগত্য করা যাবে না।

আবু দাউদ ৪৬০৭ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ :حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ، وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ :أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ)وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ] (التوبة :٩٢ [فَسَلَّمْنَا، وَقُلْنَا :أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ، فَقَالَ الْعِرْبَاضُ :صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ :يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ صحيح

৪৬০৭। আব্দুর রাহমান ইবনু আমর আস-সুলামী ও হুজর ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, একদা আমরা আল-ইরবাদ ইবনু সারিয়াহ (রাঃ)-এর নিকট আসলাম। যাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্তঃ ’’তাদেরও কোনো অপরাধ নেই যারা তোমার নিকট বাহনের জন্য এলে তুমি বলেছিলেঃ আমি তোমাদের জন্য কোনো বাহনের ব্যবস্থা করতে পারছি না।’’ (সূরা আত-তওবাঃ ৯২)।

আমরা সালাম দিয়ে বললাম, আমরা আপনাকে দেখতে, আপনার অসুস্থতার খবর নিতে এবং আপনার কাছ থেকে কিছু অর্জন করতে এসেছি। আল-ইরবাদ (রাঃ) বললেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সালাত আদায় করলেন, অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে আমাদের উদ্দেশ্য জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন, তাতে চোখগুলো অশ্রুসিক্ত হলো এবং অন্তরগুলো বিগলিত হলো।

তখন এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ যেন কারো বিদায়ী ভাষণ! অতএব আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বলেনঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতির, শ্রবণ ও আনুগত্যের উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (আমীর) একজন হাবশী গোলাম হয়। কারণ তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে তারা অচিরেই প্রচুর মতবিরোধ দেখবে। তখন তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত এবং আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাহগণের সুন্নাত অনুসরণ করবে, তা দাঁত দিয়ে কামড়ে আঁকড়ে থাকবে। সাবধান! (ধর্মে) প্রতিটি নব আবিষ্কার সম্পর্কে! কারণ প্রতিটি নব আবিষ্কার হলো বিদ’আত এবং প্রতিটি বিদ’আত হলো ভ্রষ্টতা।[1]

সহীহ।

[1]. তিরমিযী, আহমাদ।

রাগ,গোস্বা বা ক্রোধ করা।

রাগ হচ্ছে নফসের একটি নেতিবাচক প্রবৃত্তি। এটি মানবজীবনকে সহজেই বিষাক্ত করে তুলতে পারে, যা ব্যক্তি,সমাজ তথা গোটা বিশ্বের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ। রাগের সময় বিবেক-বুদ্ধি, হুঁশ -জ্ঞান লোপ পায় ,যেখান থেকে ঘটে যেতে পারে

অবাঞ্ছিত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলী, যা একজনকে নিমজ্জিত করে অধঃপতনের অতল গহ্বরে।

তাই রসূল (সঃ) বলেছেন:

"রাগ মানুষের জ্ঞানকে খেয়ে ফেলে।"

অন্যত্র বলেছেন:

"এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু সালামের কাছে এসে বললেন:

রাসুল আল্লাহ আমাকে অল্প কথায় কিছু নসিহত করুন। তখন রসূল (সাঃ)বললেন, "রাগ বর্জন কর।" সাহাবী কয়েকবার বললেন ,আরও নসিহত করুন ,কিন্তু প্রত্যেকবারই রসুল (সঃ) বললেন ,"রাগ বর্জন কর ।" **(সহিহ বুখারী ৬১১৬)**।

তবে আল্লাহর খাতিরে রাগের বৈধতা রয়েছে।

রসূল (সাঃ) কেবলমাত্র তখনই রেগে যেতেন, যদি দেখতেন আল্লাহর হক নষ্ট করা হচ্ছে। যেমন ,এক ইমামের দীর্ঘ সালাত আদায় করার ফলে লোকেদের কষ্ট হচ্ছিল ,তার কারণে তিনি রাগ করেছিলেন। আরেকবার রাগ করেছিলেন যখন আম্মাজান আয়েশার ঘরে প্রাণীর ছবি যুক্ত পর্দা দেখতে পেলেন তখন।

আল্লাহ তায়ালা **সুরা আল ইমরান ১৩৪ নং আয়াতে** বলেছেন

الَّذِيۡنَ يُنۡفِقُوۡنَ فِى السَّرَّآءِ -

وَالضَّرَّآءِ وَالۡكٰظِمِيۡنَ الۡغَيۡظَ وَالۡعَافِيۡنَ عَنِ النَّاسِ‌ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الۡمُحۡسِنِيۡنَ‌ۚ

“যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।”

অন্যত্র বলেছেন:

وَالَّذِيۡنَ يَجۡتَنِبُوۡنَ كَبٰٓئِرَ الۡاِثۡمِ وَالۡفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوۡا هُمۡ يَغۡفِرُوۡنَ‌ۚ

“আর যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়।-” **(সুরা আশ শুরা-৩৭ নং আয়াতে)**

হাদিসে এসেছে ক্রোধ চার ধরনের:

“যাদের প্রথম ও দ্বিতীয়জন না প্রশংসনীয় না নিন্দনীয় ।কেননা তাদের রাগ আসা ও যাওয়া উভয়টির ধরন এক ।অর্থাৎ প্রথমজন হল এমন যে , তার রাগ আসে তাড়াতাড়ি

আবার তাড়াতাড়ি চলে যায়। আর দ্বিতীয়জন হল এমন যে ,তার রাগ আসা ও যাওয়া উভয়টিই হয় বিলম্বে। তবে হ্যাঁ এই চার ব্যক্তির মধ্যে যারা রাগ আসে দেরিতে কিন্তু যায় তাড়াতাড়ি সেই সর্বাধিক উত্তম। পক্ষান্তরে যারা রাগ আসে তাড়াতাড়ি কিন্তু যায় দেরিতে; সে সর্বাধিক নিকৃষ্ট।”-(আহমাদ৮/৪৬-১১৫২৫)।

তাই রাগ হলে বেশি বেশি "আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম "পড়তে হবে ।রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে উত্তম নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তা হল -যদি হঠাৎ করে রাগ উঠে যায়, তাহলে বসে পড়ো। এরপরেও যদি রাগ প্রশমিত না হয় ,তাহলে শুয়ে পড়ো। এরপরেও যদি রাগ কন্ট্রোল করতে তুমি ব্যর্থ হও ,তখন অজু করে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় কর ।ইনশাআল্লাহ রাগ এমনিতেই কমে যাবে। রসূল সাঃ বলেছেন-
“সে প্রকৃত বীর নয়, যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং সেই প্রকৃত বীর, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।**("সহীহ বুখারী ৬১১৪)**।

অন্যত্র বলেছেন-
" নিশ্চয় রাগ শয়তানের পক্ষ থেকে। আর শয়তান আগুনের তৈরি। নিশ্চয় পানির দ্বারা আগুন নির্বাপিত হয়।"**(সুনানে আবু দাউদ -৪৭৮৪)**।

সুতরাং তোমাদের কেউ যখন রাগান্বিত হয় সে যেন ওযু করে । রাগ নিয়ন্ত্রণে রসুল (সঃ) কত সুন্দর সমাধান দিয়েছেন।

অলসতা

নফস আরাম প্রিয়। নফস সবসময় আরাম চায়। অলসতা সকল প্রকার সফলতার প্রতিবন্ধকতা। এর দরুণ কোনো কিছুই হয়ে উঠে না। সম্ভাব্য কাজটুকু পূর্ণতা পায় না। অলসতাকে ব্যবহার করে ব্যক্তির ইহকাল ও পরকালীন পাথেয় অর্জন সম্ভব হয় না। অলসতা নামক ঘৃণিত ও নিন্দনীয় প্রবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে শয়তান আমাদেরকে বেশী বেশী ধোঁকায় ফেলে।সে কখনো সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে না। অলসতাকে প্রশ্রয় দিয়ে আল্লাহর ইবাদত থেকেও দূরে থেকে জান্নাতের চিরস্থায়ী সুখ থেকে দূরে সরে

যাচ্ছে। দুনিয়ার সাময়িক সুখের জন্য পরকালীন চিরস্থায়ী শাস্তির কুটির নির্মাণ করছে।সে না পারে নিজের জন্য কিছু করতে, আর না পারে অন্যদের জন্য কিছু করতে।

ইমাম রাগেব(রহঃ) বলেন:"

“যে ব্যক্তি অলসতা করেছে,সে ধ্বংস হয়েছে।অলস ব্যক্তি তো মানুষ নয়, বরং জীবজন্তুর কাতারেও পড়ে না।সে হলো মৃতদের মতো।, যে ব্যক্তি অলসতাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করে এবং অত্যধিক আরাম -আয়েশের দিকে ঝুঁকে পড়ে ,সে নিজের শান্তি হারিয়ে ফেলে । বলা হয়ে থাকে, যদি তুমি চাও ,কখনো ক্লান্ত হবে না, তাহলে (পরিশ্রম করে)ক্লান্ত হও । যাতে সামনে তোমাকে ক্লান্তি ছুঁতে না পারে।"

আল্লাহ তায়ালা সুরা তওবার ৫৩ ও ৫৪ নং আয়াতে বলেছেন-

قُلۡ اَنۡفِقُوۡا طَوۡعًا اَوۡ كَرۡهًا لَّنۡ يُّتَقَبَّلَ مِنۡكُمۡ‌ؕ اِنَّكُمۡ كُنۡتُمۡ قَوۡمًا فٰسِقِيۡنَ

وَمَا مَنَعَهُمۡ اَنۡ تُقۡبَلَ مِنۡهُمۡ نَفَقٰتُهُمۡ اِلَّاۤ اَنَّهُمۡ كَفَرُوۡا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوۡلِهٖ وَلَا يَاۡتُوۡنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمۡ كُسَالٰى وَلَا يُنۡفِقُوۡنَ اِلَّا وَهُمۡ كٰرِهُوۡنَ

“অর্থাৎ-বল, ‘তোমরা খুশি হয়ে দান কর অথবা বাধ্য হয়ে, তোমাদের থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না। নিশ্চয় তোমরা হচ্ছ ফাসিক কওম।”

“আর তাদের দান কবূল থেকে একমাত্র বাধা এই ছিল যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে, আর তারা সালাতে আসে না, তবে অলস অবস্থায় এবং তারা দান করে না, তবে অপছন্দকারী অবস্থায়।”

সুরা আস-সিজদাহ-১৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন -

تَتَجَافٰى جُنُوۡبُهُمۡ عَنِ الۡمَضَاجِعِ يَدۡعُوۡنَ رَبَّهُمۡ خَوۡفًا وَّطَمَعًا ۚ وَّمِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ يُنۡفِقُوۡنَ

“তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা হয়। তারা ভয় ও আশা নিয়ে তাদের রবকে ডাকে। আর আমি তাদেরকে যে রিযক দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে।”

সহীহ বুখারী ১১৪২ নং হাদীস থেকে পাই-

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ ".

১১৪২. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাদংশে তিনটি গিঠ দেয়। প্রতি গিঠে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি শুয়ে থাক। অতঃপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে একটি গিঠ খুলে যায়, পরে উযূ করলে আর একটি গিঠ খুলে যায়, অতঃপর সালাত আদায় করলে আর একটি গিঠ খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয়, উৎফুল্ল মনে ও অনাবিল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে উঠে কলূষ কালিমা ও আলস্য সহকারে। (৩২৬৯; মুসলিম ৬/২৮, হাঃ ৭৭৬, আহমাদ ৭৩১২) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১০৭১. , ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১০৭৬)।

তিরমিজি ৬৮০ নং হাদীসে এসেছে -

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَمَسْعُودِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ وَثَوْبَانَ وَزِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ وَأَنَسٍ وَحُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ وَقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ وَسَمُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ

৬৮০। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ তোমাদের মাঝে কোন লোক সকালে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে তা পিঠে করে বহন করে এনে তা হতে প্রাপ্ত উপার্জন হতে সে দান-খায়রাত করল এবং লোকদের নিকটে হাত পাতা হতে বিরত থাকল। তার জন্য এটা অনেক উত্তম অন্যের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা হতে। আর অন্য লোকের নিকটে চাইলে সে তাকে দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে। কেননা, নিচের হাত হতে উপরের হাত (দান গ্রহণকারীর চেয়ে প্রদানকারী) উত্তম। নিজের প্রতিপাল্যদের নিকট হতে (অর্থ ব্যয় ও দান-খয়রাত) শুরু কর। — সহীহ, ইরওয়া (৮৩৪), মুসলিম।

আবু দাউদ শরীফ -১৫৫৫ নং হাদীসে এসেছে :

-১৫৫৫. আহ্‌মাদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রহঃ) ...... আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে আবু উমামা (রাঃ) নামক জনৈক আনসার সাহাবীকে দেখতে পান। তিনি তাঁকে (আনসারীকে) জিজ্ঞাসা করেনঃ হে আবু উমামা! আমি তোমাকে নামাযের সময় ব্যতীত মসজিদে উপবিষ্ট কেন দেখেছি? তিনি বলেন, সীমাহীন দুশ্চিন্তা ও ঋণভার জর্জরিত হাওয়ার কারণে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (আমি এই অসময়ে মসজিদে উপনীত হয়ে তা থেকে আল্লাহর নিকট মুক্তি কামনা করছি)। তিনি বলেনঃ আমি কি তোমাকে এমন বাক্য শিক্ষা দিব না তুমি তা উচ্চারণ করলে আল্লাহ তোমার দুশ্চিন্তা দূরীভূত করবেন এবং তোমার কর্জ পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন। এতদ্‌শ্রবণে আমি বলিঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। তিনি বলেনঃ তুমি সকাল ও সন্ধ্যায় এরূপে বলবেঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল্ হাম্মে ওয়াল্ হুয্‌নে, ওয়া আ'উযু বিকা মিন্ গালাবাতিদ্‌-দায়নে ওয়া কাহ্‌রির রিজাল।" (অর্থাৎ, ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি তোমার নিকট দুর্বলতা ও অলসতা হতে আশ্রয় কামনা করছি, তোমার নিকট কাপুরুষতা ও কৃপণতা হতে নাজাত কামানা করছি এবং আমি তোমার নিকট ঋণভার ও মানুষের দুষ্ট প্রভাব হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি।"

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, অতঃপর ঐরূপ আমল করি, যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তাআলা আমার চিন্তা-ভাবনা বিদূরিত করেন এবং ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন।

আসক্তি

আসক্তি বা কামনা বা চাহিদা কয়েক প্রকার হতে পারে।

প্রথমতঃ আসক্তি মানুষের দৈহিক একটি স্বভাব। যার উপর ভিত্তি করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার স্বীয় বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন । আসক্তির আরেকটি অর্থ করা যায় তা হল, "আসক্তি" নারী ও পুরুষের সংসার করার আগ্রহ ,আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানব সৃষ্টি করার সাথে সাথে তার মধ্যে এমন একটি মানবিক চাহিদা দান করেন ,যা দ্বারা আমরা দুনিয়ার জীবনে যাতে সামগ্রিকভাবে কল্যাণ অর্জন করতে পারি, সেজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আসক্তির সৃষ্টি করেছেন। খাদ্যের প্রতি আসক্তি আছে বিধায় আপনি খাওয়ার জন্য রুজি -রোজগারের জন্য দৌড়াতে থাকেন । অন্যথায় আপনি

আমি তো খাদ্যের অভাবে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়তাম। নারীদের প্রতি আসক্তি আছে বিধায় প্রতিটি পুরুষ সংসার করার আগ্রহ দেখায়। যদি না থাকতো ওর সংসার করার আগ্রহ ,ছেলে সন্তান চাওয়ার আগ্রহ থাকত না ।সুতরাং বিবাহের প্রতি আসক্তি , বংশ পরিক্রমার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

সুতরাং কামনা-বাসনা বা আসক্তি মূলত খারাপ কোন কিছু নয় ।তবে তার ব্যবহারের কারণে তা ভালো ও খারাপে পরিণত হয় । কামনা-বাসনা ও আসক্তি যদি বৈধ , ভালো এবং কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা হয়, তখন তা অবশ্যই ভালো এবং প্রশংসনীয়। আর যদি খারাপ ও মন্দ কাজে ব্যবহার করা হয় , তখন তা অবশ্যই খারাপ বলে বিবেচিত হয় । সুতরাং এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে,একজন মানুষ তার কামনা বাসনা ও আসক্তির পরিচালক।

সে তার কামনা বাসনা ও আসক্তি যেভাবে চালাবে, সে সেভাবেই চলবে । আমরা অনেক সময় ধারণা করে থাকি , যদি আমাদের মধ্যে খারাপ জিনিসের প্রতি আসক্তিই না থাকতো তাহলে কতই না ভালো হতো । সত্যিকার অর্থে যদি আসক্তি না থাকতো তাহলে সৃষ্টির জীবন রহস্য স্তব্ধ হয়ে যেত । যদি মানুষের মধ্যে কামনা- বাসনা ও আসক্তি না থাকতো, তাহলে সে কখনোই বিবাহ করত না, সন্তান লাভের প্রতি তার কোন আকর্ষণ থাকতো না এবং সন্তানের চাহিদাও থাকতো না । ফলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টির যে মহান উদ্দেশ্য তা হাসিল হতো না এবং তার প্রতিফলনও ঘটতো না ।

এই কারণেই আমাদের সৃষ্টির বিশেষ হেকমত ও বুদ্ধিমত্তা হলো,

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে এমন এক আসক্তি বা কামনা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন , যার মধ্যে রয়েছে আমাদের অস্তিত্ব এবং স্থায়িত্ব। অন্যথায় আমরা তো টিকে থাকতে পারতাম না । দুনিয়ার স্বাভাবিক এই গতি রুদ্ধ হয়ে যেত । কামনা বাসনা এবং আসক্তি থেকে সম্পূর্ণ বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই । তাহলে তো মানব জীবনের অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে যাবে । কিন্তু এটাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের চিরন্তন পদ্ধতি হল ,

তিনি বিভিন্ন হেকমত ও মহান উদ্দেশ্য কে সামনে রেখে সবকিছু সৃষ্টি করেন। যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম বিনিময়।

দ্বিতীয়তঃ কোনো কিছুর প্রতি অনৈতিক আগ্রহ।

তৃতীয়তঃ যেকোনো বস্তর প্রতি অন্তরের দুর্বার চাহিদা।

মালেক ইবনু দিনার (রহঃ) বলেন ,

"দুনিয়ার জীবনের চাহিদা যার নিকট প্রাধান্য পায় , শয়তান তাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আলামীনের আশ্রয় থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।"

সুরা আল ইমরান ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন -

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالۡبَنِيۡنَ وَالۡقَنَاطِيۡرِ الۡمُقَنۡطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالۡفِضَّةِ وَالۡخَيۡلِ الۡمُسَوَّمَةِ وَالۡاَنۡعَامِ وَالۡحَرۡثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنۡدَهٗ حُسۡنُ الۡمَاٰبِ

-"মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির ভালবাসা- নারী, সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত। এগুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগসামগ্রী। আর আল্লাহ, তাঁর নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।"

কোন গুনাহে আপনি আসক্ত তা খুঁজে বের করুন ,সুদ ,ঘুষ ,মিথ্যাচারে গীবত , চোগলখোরীতে, কুদৃষ্টিতে ,পর্ণ আসক্তিতে, নাকি স্মার্টফোন বা সিরিয়াল দেখাতে, নাকি মাদকাসক্ত ?-এইসব গুনাহের আধিক্যের কারণে নামাজে মনোযোগ নেই, ভালো লাগেনা ,যা আমার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ।

সুরা মায়িদাহ আয়াত নং ৯১ তে বর্ণিতঃ

اِنَّمَا يُرِيۡدُ الشَّيۡطٰنُ اَنۡ يُّوۡقِعَ بَيۡنَكُمُ الۡعَدَاوَةَ وَالۡبَغۡضَآءَ فِى الۡخَمۡرِ وَالۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَنۡ ذِكۡرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلۡ اَنۡتُمۡ مُّنۡتَهُوۡنَ

-"শয়তান শুধু মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়। আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না?”

ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, রসূল সঃ বলেন:

" এমন দু'টি নেয়ামত আছে ,যে দু'টিতে বেশিরভাগ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত ।তা হচ্ছে, সুস্থতা ও অবসর । (বুখারী ৬৪১২)।

এই সম্পর্কে **সুরা মারইয়াম ৫৯ ও ৬০ নং আয়াতে** আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَخَلَفَ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ۙ

اِلَّا مَنۡ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدۡخُلُوۡنَ الۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُوۡنَ شَيۡـًٔا ۙ

"-তাদের পরে আসল এমন এক অসৎ বংশধর ,যারা সালাত বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ কর।"
"তবে তারা নয় যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে; তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোন যুলম করা হবে না।"

বুখারী শরীফ ৫০৯৬ ও মুসলিম শরীফ ২৭৪০ নং হাদীসে এসেছে -

آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

৫০৯৬. উসামাহ ইবনু যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পুরুষের জন্য স্ত্রীজাতি অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর কোন ফিতনা আমি রেখে গেলাম না। [মুসলিম ২৬/হাঃ ২৭৪০, আহমাদ ২১৮০৫] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৭২৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৭২৫)।

সহীহ মুসলিম শরীফ ২৭৪৯ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَعْفَرٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ "

(রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে সত্তার হাতে আমার জীবন, আমি তার কসম করে বলছি, তোমরা যদি পাপ না করতে তবে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে এমন সম্প্রদায় বানাতেন যারা পাপ করে ক্ষমা চাইতো এবং তিনি তাদের মাফ করে দিতেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৭১২, ইসলামিক সেন্টার ৬৭৬৮)।

আবার **ইবনে মাজাহ ৪১৯৭ নং হাদীসে** বর্ণিত হয়েছে যে:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الزُّرَقِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ثُمَّ تُصِيبُ شَيْئًا مِنْ حُرِّ وَجْهِهِ - إِلاَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ " .

৮/৪১৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে মুমিন বান্দার দু'চোখ থেকে আল্লাহর ভয়ে পানি বের হয়, যদিও তা মাছির মাথার পরিমাণ হয়, এবং তা কপাল বেয়ে পড়ে, তাতে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন

।

সুতরাং বোঝা গেলো, ঈমানের দূর্বলতা ও অসৎ সঙ্গের কারণে বেশির ভাগ মানুষই নিষিদ্ধ ব্যাপারগুলোতে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ে, শয়তানের পাতানো ফাঁদে আটকে যায়।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত ,রসূল (সাঃ)বলেছেন

-"তোমরা দুনিয়া বিষয়ে সতর্ক থাকো ,এবং তোমরা নারীদের বিষয়ে সতর্ক থাকো, কারণ বনি ইসরাঈলদের সর্বপ্রথম ফিতনা ছিল নারীদের বিষয়ে।"

সুরা নূর ৩০ ও ৩৯ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন -

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

"মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।"

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

"আর যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরিচিকার মত, পিপাসিত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে। অবশেষে যখন সে তার কাছে আসবে, তখন সে দেখবে সেটা কিছুই নয়। আর সে সেখানে আল্লাহকে দেখতে পাবে। অতঃপর তিনি তাকে তার হিসাব পরিপূর্ণ করে দেবেন। আর আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।"

ঝগড়া বিবাদ

আত্মীয়তার বন্ধনে ,বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে, দাম্পত্য জীবনে ,মা-বাবা ও সন্তানদের মধ্যে কখনো কখনো অপ্রত্যাশিত ভাবে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটায়, ফলস্রুতিতে কখনো কখনো তা সহিংসতায় রূপ নিতে পারে।

ঝগড়ার সূচনা মূলত শয়তানের হাত ধরেই। যেসকল বিষয় গুলো থেকে শয়তান মনোমালিন্য সৃষ্টি করে থাকে, সেগুলো শয়তান ভালো করেই আয়ত্বে নিয়ে নিয়েছে। ঝগড়া কখনো সুফল বয়ে আনতে পারে না ও কল্যাণকর নয়।

সুরা আনফাল ৪৬ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوۡا فَتَفۡشَلُوۡا وَتَذۡهَبَ رِيۡحُكُمۡ وَاصۡبِرُوۡا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيۡنَ-

“আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।”

আবার **সুরা ইউসুফ ১০০ নং আয়াতে** ইরশাদ হয়েছে -

وَرَفَعَ اَبَوَيۡهِ عَلَى الۡعَرۡشِ وَخَرُّوۡا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاۡوِيۡلُ رُءۡيَاىَ مِنۡ قَبۡلُ ۚ قَدۡ جَعَلَهَا رَبِّىۡ حَقًّا ؕ وَقَدۡ اَحۡسَنَ بِىۡۤ اِذۡ اَخۡرَجَنِىۡ مِنَ السِّجۡنِ وَجَآءَ بِكُمۡ مِّنَ الۡبَدۡوِ مِنۡۢ بَعۡدِ اَنۡ نَّزَغَ الشَّيۡطٰنُ بَيۡنِىۡ وَبَيۡنَ اِخۡوَتِىۡ ؕ اِنَّ رَبِّىۡ لَطِيۡفٌ لِّمَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡعَلِيۡمُ الۡحَكِيۡمُ

“আর সে তার পিতামাতাকে রাজাসনে উঠাল এবং তারা সকলে তার সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং সে বলল, ‘হে আমার পিতা, এই হল আমার ইতঃপূর্বের স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আমার রব তা বাস্তবে পরিণত করেছেন আর তিনি আমার উপর এহসান করেছেন, যখন আমাকে জেলখানা থেকে বের করেছেন এবং তোমাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন, শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করার পর। নিশ্চয় আমার রব যা ইচ্ছা করেন, তা বাস্তবায়নে তিনি সূক্ষ্মদর্শী। নিশ্চয় তিনি সম্যক জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়’।”

তাই কোরআনের আদেশ হলো ,**সূরা হুজুরাত ৯ নং আয়াতে** আল্লাহ বলেন-

وَاِنۡ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ اقۡتَتَلُوۡا فَاَصۡلِحُوۡا بَيۡنَهُمَا ۚ فَاِنۡۢ بَغَتۡ اِحۡدٰىهُمَا عَلَى الۡاُخۡرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىۡ تَبۡغِىۡ حَتّٰى تَفِىۡٓءَ اِلٰٓى اَمۡرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنۡ فَآءَتۡ فَاَصۡلِحُوۡا بَيۡنَهُمَا بِالۡعَدۡلِ وَاَقۡسِطُوۡا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الۡمُقۡسِطِيۡنَ

“আর যদি মুমিনদের দু’দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে

ইনসাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন।”

আল্লাহ আরো এরশাদ করেন ,**সূরা নিসা ১২৮ নং আয়াতে-**

وَاِنِ امۡرَاَةٌ خَافَتۡ مِنۡۢ بَعۡلِهَا نُشُوۡزًا اَوۡ اِعۡرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۤ اَنۡ يُّصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحًا ؕ وَالصُّلۡحُ خَيۡرٌ ؕ وَاُحۡضِرَتِ الۡاَنۡفُسُ الشُّحَّ ؕ وَاِنۡ تُحۡسِنُوۡا وَتَتَّقُوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرًا

“যদি কোন নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে কোন দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তাহলে তারা উভয়ে কোন মীমাংসা করলে তাদের কোন অপরাধ নেই। আর মীমাংসা কল্যাণকর এবং মানুষের মধ্যে কৃপণতা বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি তোমরা সৎকর্ম কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে আল্লাহ তোমরা যা কর সে বিষয়ে সম্যক অবগত।”

এই সম্পর্কে **সহীহ তিরমিজি শরীফ ১৯৯৩ নং হাদীস** থেকে পাই-

১৯৯৩। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বাতিল ও জঘন্য মিথ্যা বলা ছেড়ে দিল, তার জন্য জান্নাতের মধ্যে এক পাশে প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। যে ব্যক্তি ন্যায়ানুগ হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ ছেড়ে দিল, তার জন্য জান্নাতের মাঝখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। যে ব্যক্তি নিজের চরিত্র উন্নত করে তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ জায়গাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়।

এই সম্পর্কে **সহীহ বুখারী ৬১১৫ নং হাদীসে** বর্ণিত হয়েছে -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ، قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ". فَقَالُوا لِلرَّجُلِ أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونٍ.

৬১১৫. সুলাইমান ইবনু সুরদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মুখেই দু’ব্যক্তি গালাগালি করছিল। আমরাও তাঁর কাছেই উপবিষ্ট ছিলাম, তাদের একজন অপর জনকে এত রেগে গিয়ে গালি দিচ্ছিল যে, তার চেহারা

রক্তিম হয়ে গিয়েছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমি একটি কালিমা জানি, যদি এ লোকটি তা পড়তো, তবে তার রাগ দূর হয়ে যেত। অর্থাৎ যদি লোকটি 'আউযু বিল্লাহি মিনাশশাইত্বনির রাজীম' পড়তো। তখন লোকেরা সে ব্যক্তিকে বলল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন, তা কি তুমি শুনছো না? সে বললঃ আমি নিশ্চয়ই পাগল নই। [৩২৮২] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৬৭৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৫৭২)।

সহীহ বুখারী ৪৯ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ " إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمُ الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ ".

৪৯. 'উবাদাহ ইবনু সামিত (রাযি.) বর্ণনা

করেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লায়লাতুল কদর সম্পর্কে জানানোর জন্য বের হলেন। তখন দু'জন মুসলিম বিবাদ করছিল। তিনি বললেনঃ আমি তোমাদের লাইলাতুল ক্বাদর সম্পর্কে জানানোর জন্য বেরিয়েছিলাম; কিন্তু তখন অমুক অমুক বিবাদে লিপ্ত থাকায় তা (লাইলাতুল ক্বদরের নির্দিষ্ট তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান) উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আর হয়তো বা এটাই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। তোমরা তা অনুসন্ধান কর (রমাযানের) ২৭, ২৯ ও ২৫ তম রাতে। (২০২৩, ৬০৪৯) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৪৭)।

সহীহ বুখারী ৩৫৫৯ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُوْلُ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

৩৫৫৯. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্লীল ভাষী ও অসদাচরণের অধিকারী ছিলেন না। তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে নৈতিকতায় সর্বোত্তম। (৩৭৫৯, ৬০২৯, ৬০৩৫, মুসলিম ৪৩/১৬ হাঃ ২৩২১, আহমাদ ৬৫১৪) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩২৯৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩৩০৪)।

সহীহ মুসলিম শরীফ ২৫৬৫ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে -حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَ

৬৪৩৮-(৩৫/২৫৬৫) কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। এরপর এমন সব বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, যারা আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে না। তবে সে ব্যক্তিকে নয়, যার ভাই ও তার মধ্যে শত্রুতা বিদ্যমান। এরপর বলা হবে, এ দু'জনকে আপোষ মীমাংসা করার জন্য অবকাশ দাও, এ দু'জনকে আপোষ মীমাংসা করার জন্য সুযোগ দাও, এ দু'জনকে আপোষ মীমাংসা করার জন্য সুযোগ দাও। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৩১২. ইসলামিক সেন্টার ৬৩৬১)।

সহীহ **তিরমিজি শরীফ ১৯৯৩ নং হাদীসে** বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلاَهَا " . وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثٌ حَسَنٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

১৯৯৩। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বাতিল ও জঘন্য মিথ্যা বলা ছেড়ে দিল, তার জন্য জান্নাতের মধ্যে এক পাশে প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। যে ব্যক্তি ন্যায়ানুগ হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ ছেড়ে দিল, তার জন্য জান্নাতের মাঝখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। যে ব্যক্তি নিজের চরিত্র উন্নত করে তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ জায়গাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়।

হতাশা/বিষণ্নতা /মানসিক/অসুস্থতা/নেতিবাচক মনোভাব/নৈরাশ্যবাদী/বিষাদগ্রস্থতা

শয়তান মানুষকে নফসের দুর্বলতার মাধ্যমে আক্রমণ করার জন্য ওৎ পেতে বসে থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে আমরা বিশেষ কিছু সময়ে ঈমান হারিয়ে ফেলি। কেননা কোন মুসলমানই হতাশায় ভুগতে পারেন না । হতাশ হওয়া একটা কুফরী। এগুলোর মধ্যে রয়েছে গর্ব, অহংকার, ক্রোধ, লোভ, কৃপণতা, সম্পদের প্রতি আসক্তি, সন্দেহ-সংশয়, হতাশা,ভয় ,বিষাদ-বিষন্নতা ইত্যাদি।

বিষাদ বা হতাশা নফসের একটি সুখ ও আনন্দের বিপরীত অনুভূতি, আনন্দদায়ক কাজে অনাগ্রহ, নিজেকে অযোগ্য মনে করা, অপরাধবোধ, মনোযোগের অভাব, ক্ষুধামন্দা, ওজনের হ্রাস-বৃদ্ধি, অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন ও সর্বোপরি তার আত্মহত্যার ভাবনা কাজ করা ইত্যাদি।

যে ব্যক্তি বিষন্ন বা অবসাদগ্রস্ত, তিনি সবকিছুতেই সংকীর্ণতা ও আবদ্ধতা অনুভব করেন। অতীতে কি হয়েছিল, আর ভবিষ্যতে কি হবে?-এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে এসে বর্তমান নিয়ে ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা হচ্ছে -এই মুহূর্তে আল্লাহ পাক আপনাকে যা দিয়েছেন, তা নিয়ে চিন্তা করুন ,তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন, তাতেই মঙ্গল।

এই সম্পর্কে আল্লাহর দ্বীন নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করার ফলে আল্লাহ তায়ালা **সুরা হিজর ৯৭ নং আয়াতে** ইরশাদ করেন -

وَلَقَدۡ نَعۡلَمُ اَنَّکَ یَضِیۡقُ صَدۡرُکَ بِمَا یَقُوۡلُوۡنَ ۙ

"আর অবশ্যই আমি জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়।"

অন্যত্র বলেছেন -**সুরা আনআম ১২৫ নং আয়াতে -**

فَمَنۡ یُّرِدِ اللّٰهُ اَنۡ یَّهۡدِیَهٗ یَشۡرَحۡ صَدۡرَهٗ لِلۡاِسۡلَامِ ۚ وَمَنۡ یُّرِدۡ اَنۡ یُّضِلَّهٗ یَجۡعَلۡ صَدۡرَهٗ ضَیِّقًا
حَرَجًا کَاَنَّمَا یَصَّعَّدُ فِی السَّمَآءِ ؕ کَذٰلِکَ یَجۡعَلُ اللّٰهُ
الرِّجۡسَ عَلَی الَّذِیۡنَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ

-"সুতরাং যাকে আল্লাহ হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্য তার বুক উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে ভ্রষ্ট করতে চান, তার বুক সঙ্কীর্ণ-সঙ্কুচিত করে দেন, যেন সে

আসমানে আরোহণ করছে। এমনিভাবে আল্লাহ অকল্যাণ দেন তাদের উপর, যারা ঈমান আনে ।"

-আবার **সুরা আনকাবুত ৩৩ নং ও ২৩ নং আয়াতে** ইরশাদ করেছেন :

وَلَمَّآ اَنۡ جَآءَتۡ رُسُلُنَا لُوۡطًا سِیۡٓءَ بِہِمۡ وَضَاقَ بِہِمۡ ذَرۡعًا وَّقَالُوۡا لَا تَخَفۡ وَلَا تَحۡزَنۡ ۟ اِنَّا مُنَجُّوۡکَ وَاَہۡلَکَ اِلَّا امۡرَاَتَکَ کَانَتۡ مِنَ الۡغٰبِرِیۡنَ

-"আর যখন আমার ফেরেশতারা লূতের কাছে আসল তখন তাদের জন্য সে চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং তাদের রক্ষায় নিজেকে অক্ষম মনে করল; আর তারা বলল, 'ভয় পাবেন না এবং চিন্তিত হবেন না; আপনাকে ও আপনার পরিবারকে আমরা রক্ষা করব; তবে আপনার স্ত্রীকে নয়, সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের একজন হবে'।

আর ২৩ নং আয়াতে -

وَالَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا بِاٰیٰتِ اللّٰہِ وَلِقَآئِہٖۤ اُولٰٓئِکَ یَئِسُوۡا مِنۡ رَّحۡمَتِیۡ وَاُولٰٓئِکَ لَہُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ

"আর যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ ও তাঁর সাক্ষাত অস্বীকার করে তারা আমার রহমত থেকে হতাশ হবে এবং তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।"-

সুতরাং এই আয়াত থেকে বোঝা গেল, হতাশ বা নিরাশ হওয়া আল্লাহর প্রতি ঈমান এর বিপরীত।

অন্যত্র **সুরা ইউসুফ এর ৮৭ নং আয়াতে** আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেন -

یٰبَنِیَّ اذۡہَبُوۡا فَتَحَسَّسُوۡا مِنۡ یُّوۡسُفَ وَاَخِیۡہِ وَلَا تَایۡـَٔسُوۡا مِنۡ رَّوۡحِ اللّٰہِ ؕ اِنَّہٗ لَا یَایۡـَٔسُ مِنۡ رَّوۡحِ اللّٰہِ اِلَّا الۡقَوۡمُ الۡکٰفِرُوۡنَ

'হে আমার ছেলেরা, তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ খবর নাও। আর তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, কেননা কাফির কওম ছাড়া কেউই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।'

আবার **সুরা যুমার ৫৩ নং আয়াতে** ইরশাদ হয়েছে- قُلۡ یٰعِبَادِیَ الَّذِیۡنَ اَسۡرَفُوۡا عَلٰۤی اَنۡفُسِہِمۡ لَا تَقۡنَطُوۡا مِنۡ رَّحۡمَۃِ اللّٰہِ ؕ اِنَّ اللّٰہَ یَغۡفِرُ الذُّنُوۡبَ جَمِیۡعًا ؕ اِنَّہٗ ہُوَ الۡغَفُوۡرُ الرَّحِیۡمُ

"বল, 'হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।"

অন্যত্র **সুরা হাদীদ ২৩ নং আয়াতে** ইরশাদ করেছেন -لِّكَيۡلَا تَاۡسَوۡا عَلٰى مَا فَاتَكُمۡ وَلَا تَفۡرَحُوۡا بِمَاۤ اٰتٰىكُمۡ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٍ فَخُوۡرِ

-"যাতে তোমরা আফসোস না কর তার উপর যা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে এবং তোমরা উৎফুল্ল না হও তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার কারণে। আর আল্লাহ কোন উদ্ধত ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।"

তিরমিজি শরীফ এর ১৩৯৫ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে -

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

১৩৯৫।" আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহর নিকট পৃথিবী ধ্বংস হওয়াটা অধিকতর সহজ ব্যাপার একজন মুসলিম খুন হওয়ার পরিবর্তে।

সুরা নিসা আয়াত নং ২৯ এ বর্ণিত হয়েছে -

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنۡ تَكُوۡنَ تِجَارَةً عَنۡ تَرَاضٍ مِّنۡكُمۡ وَلَا تَقۡتُلُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيۡمًا

"-হে মুমিনগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু।"

সুরা মায়িদাহ ৩২ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে -

مِنۡ اَجۡلِ ذٰلِكَ ۛۚ كَتَبۡنَا عَلٰى بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ اَنَّهٗ مَنۡ قَتَلَ نَفۡسًۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ اَوۡ فَسَادٍ فِى الۡاَرۡضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيۡعًا ؕ وَمَنۡ اَحۡيَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحۡيَا النَّاسَ جَمِيۡعًا ؕ وَلَقَدۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُنَا بِالۡبَيِّنٰتِ ۚ ثُمَّ اِنَّ كَثِيۡرًا مِّنۡهُمۡ بَعۡدَ ذٰلِكَ فِى الۡاَرۡضِ لَمُسۡرِفُوۡنَ

-"এ কারণেই, আমি বনী ইসরাঈলের উপর এই হুকুম দিলাম যে, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল। আর অবশ্যই তাদের নিকট আমার রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও এরপর যমীনে তাদের অনেকে অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী।"

অন্যত্র বলেছেন -**সুরা ফুসসিলাত ৪৯ নং আয়াতে**- لَا يَسْـَٔمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ
وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَـُٔوسٌ قَنُوطٌ

-"কল্যাণ প্রার্থনায় মানুষ বিরক্ত হয় না; আর যদি অকল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তাহলে সে নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়ে।"

রিয়া বা লোক দেখানো

শয়তান আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে মন্দ কাজের অনুপ্রেরণা প্রদান করতে সক্ষম।মন্দ বিষয়েগুলোকে অন্তরে সুশোভিত করে আকর্ষণীয় হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে,যেগুলো আল্লাহর কাছে সন্তোষজনক নয়। শয়তান যদি আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে স্থান দখল করে নেয়, তখন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অনিবার্য। তার ঈমান সমৃদ্ধ হয় না, অন্তরে একনিষ্ঠ তাকওয়া অর্জন করতে পারে না।, মিলে না আল্লাহর নির্দেশিত হুকুমের পথে আনুগত্য। শয়তান অন্তরে প্রবেশ করে কতৃত্ব চালায়। আমাদের চিন্তা ভাবনায় ভিন্নতা এসে কাজেকর্মে আল্লাহর আনুগত্যের বৈপরীত্য আসে।সে সৎপথ থেকে গুমরাহের দিকে চলে যায়।

আলোচ্য বিষয় রিয়া মানে দেখানো বা শুনানোর উদ্দেশ্যে আমল করা যেন অপরের মনোযোগ ও স্বীকৃতি লাভ করা যায়। এই আমলে ভূল নিয়তের কারণে আল্লাহ তার কোনো আমল কবুল করেন না, বরং তা মুনাফেকী বা ছোট শিরকের/শিরকে আসগরের অন্তর্ভুক্ত।

রিয়ার দুটি নিদর্শন রয়েছে:

১. অপরের স্বীকৃতি বা প্রশংসা পেতে আনুগত্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় আর সমালোচনা বা নিন্দনীয় বিষয় হলে তা একেবারেই হয় বর্জন করে নতুবা কমিয়ে ফেলে।

২. অন্যের মুখোমুখি হলে ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত দেখানো অন্যথায় একাকী ও নির্জনে থাকাবস্থায় চরম অলসতা ও উদাসীনতায় কালক্ষেপণ করে।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) লিখেছেন :

-"শয়তান মানুষের দেহে এমনভাবে চলাচল করে যেভাবে রক্ত চলাচল করে। এক পর্যায়ে সে মানুষের আত্মার কাছে পৌঁছে মিশে যায়। তখন শয়তান প্রশ্ন করে জেনে নেয়, নফস কি ভালোবাসে ও কিসে প্রভাবিত হয়? এরপর সেগুলো ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে

ব্যবহার করতে থাকে। এগুলোর মাধ্যমেই শয়তান তাকে বশে আনে। তারপর এই সংবাদ মানুষের মধ্যে যারা, শয়তানের বন্ধু ও অনুসারী ,তাদেরকে জানিয়ে দেয় শয়তান। তখন তারা পরস্পরের মন্দ বিষয়গুলো পছন্দ করে তাকেও কাছে টেনে নেয়। অন্তরে অনুপ্রবেশের জন্য যে নফসের দরজা বেছে নেয় সে কখনো নিষ্ফল হয় না। যদি অন্য কোন মাধ্যমে কেউ তার অন্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করে তাহলে দরজা বন্ধ পায়, কেননা এই দরজা টাই সবচেয়ে সহজ।"

সুরা নিসা ১৪২ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন - اِنَّ الۡمُنٰفِقِيۡنَ يُخٰدِعُوۡنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمۡ‌ ۚ وَاِذَا قَامُوۡۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوۡا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوۡنَ النَّاسَ وَلَا يَذۡكُرُوۡنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيۡلًا
"-নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়। আর তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেন। আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাঁড়ায়, তারা লোকদেরকে দেখায় এবং তারা আল্লাহকে কমই স্মরণ করে।"

সুরা কাহফ ১১০ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন -

قُلۡ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثۡلُكُمۡ يُوۡحٰۤى اِلَىَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمۡ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنۡ كَانَ يَرۡجُوۡا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا ٪

বল, 'আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহই এক ইলাহ। সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে'।

সুরা মাউন (৪-৭) নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّيۡنَ ۙ
الَّذِيۡنَ هُمۡ عَنۡ صَلَاتِهِمۡ سَاهُوۡنَ
الَّذِيۡنَ هُمۡ يُرَآءُوۡنَ
وَيَمۡنَعُوۡنَ الۡمَاعُوۡنَ ٪

-"অতএব সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ,যারা নিজদের সালাতে অমনোযোগী,যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে,এবং ছোট-খাট গৃহসামগ্রী* দানে নিষেধ করে। "

সুরা হুদ (১৫-১৬) আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

مَنۡ كَانَ يُرِيۡدُ الۡحَيٰوةَ الدُّنۡيَا وَزِيۡنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيۡهِمۡ اَعۡمَالَهُمۡ فِيۡهَا وَهُمۡ فِيۡهَا لَا يُبۡخَسُوۡنَ
اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِى الۡاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوۡا فِيۡهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ

-"যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার জৌলুস কামনা করে, আমি সেখানে তাদেরকে তাদের আমলের ফল পুরোপুরি দিয়ে দেই এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না। এরাই তারা, আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই এবং তারা সেখানে যা করে তা বরবাদ হয়ে যাবে আর তারা যা করত, তা সম্পূর্ণ বাতিল।"

সুরা তওবা ৫৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন-

وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ يَّلۡمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ‌ۚ فَاِنۡ اُعۡطُوۡا مِنۡهَا رَضُوۡا وَاِنۡ لَّمۡ يُعۡطَوۡا مِنۡهَاۤ اِذَا هُمۡ يَسۡخَطُوۡنَ

-"আর তাদের মধ্যে কেউ আছে, যে সদাকা বিষয়ে তোমাকে দোষারোপ করে। তবে যদি তাদেরকে তা থেকে দেয়া হয়, তারা সন্তুষ্ট থাকে, আর যদি তা থেকে দেয়া না হয়, তখন তারা অসন্তুষ্ট হয়।"।

সুরা বনী ইসরাইল ১৮ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

مَنۡ كَانَ يُرِيۡدُ الۡعَاجِلَةَ عَجَّلۡنَا لَهٗ فِيۡهَا مَا نَشَآءُ لِمَنۡ نُّرِيۡدُ ثُمَّ جَعَلۡنَا لَهٗ جَهَنَّمَ‌ۚ يَصۡلٰٮهَا مَذۡمُوۡمًا مَّدۡحُوۡرًا

-"যে দুনিয়া চায় আমি সেখানে তাকে দ্রুত দিয়ে দেই, যা আমি চাই, যার জন্য চাই। তারপর তার জন্য নির্ধারণ করি জাহান্নাম, সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত, বিতাড়িত অবস্থায়।"

এই সম্পর্কে **সহীহ বুখারী ৬৪৯৯ নং হাদীসে** বর্ণিত হয়েছে

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ

৬৪৯৯. সালামাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুনদুবকে বলতে শুনেছি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন। তিনি ছাড়া আমি অন্য কাউকে 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন' এমন বলতে শুনিনি। আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং তাঁকে বলতে শুনলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি লোক শোনানো 'ইবাদাত করে আল্লাহ্ এর বিনিময়ে তার 'লোক-শোনানোর উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেবেন'। আর যে ব্যক্তি লোক-দেখানো 'ইবাদাত করবে আল্লাহর এর বিনিময়ে তার

'লোক দেখানোর উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেবেন'। [1] [৭১৫২; মুসলিম ৫৩/৫, হাঃ ২৯৮৬] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬০৪৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬০৫৫)।

بَاب الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ
مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ
مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سلمة بن كهيل ح و حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم اسمع احدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به

[1] কিয়ামতের দিন আল্লাহ কারো লোককে শোনানোর ও লোককে দেখানোর উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দিবেন।

* এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১। কোনো মুসলিম ব্যক্তির একনিষ্ঠতা বর্জন করে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যটিকে ত্যাগ করে মানব সমাজের সন্তুষ্টি ও প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে কোনো সৎ কর্ম সম্পাদন করাকে রিয়া বা প্রদর্শনী বলা হয়, অর্থাৎ মানব সমাজকে দেখানো।

কোনো মুসলিম ব্যক্তির একনিষ্ঠতার সহিত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যটিকে সামনে রেখে কোনো সৎ কর্ম সম্পাদন করার পর, আবার মানব সমাজের সম্মান ও প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে লোকের সামনে তার কোনো সৎ কর্ম সম্পাদন করার বিষয়টিকে প্রকাশ করার নাম হলো সুময়া, অর্থাৎ মানব সমাজকে শুনানো।

২। এই হাদীসটি মানব সমাজকে দেখানো ও শুনানোর উদ্দেশ্যে কোনো সৎ কর্ম সম্পাদন করা হতে সতর্ক করে। তাই মুসলিম ব্যক্তির জন্য সৎ কর্ম একনিষ্ঠতার সহিত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে সম্পাদন করা অপরিহার্য। সুতরাং কোনো মুসলিম ব্যক্তি যেন সৎ কর্ম সম্পাদন করার দ্বারা মানব সমাজের সন্তুষ্টি ও প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যটিকে তার অন্তরে স্থাপন না করে।

৩। মানব সমাজকে দেখানো অথবা মানব সমাজকে শুনানোর বিষয়টির দ্বারা মহান আল্লাহর কাছে সমস্ত প্রকারের সৎ কর্ম নিষ্ফল ও নষ্ট হয়ে যায়।

আর সব চেয়ে বেশি ঘৃণিত রিয়া বা প্রদর্শনীর বিষয় হলো আসল ঈমানের ক্ষেত্রে, যেমন মোনাফেকদের অবস্থা। এই রিয়া বা প্রদর্শনীর বিষয়টির পরের স্থান হলো সৎ কর্ম সম্পাদন করার বিষয়ে রিয়া বা প্রদর্শনীর বিষয় যেমন, ফরজ ইবাদত উপাসনার বিষয়ে রিয়া বা প্রদর্শনী। যেমন কতকগুলি এমন লোক আছে যে, তারা নিরিবিলিতে কিংবা নির্জনে সৎ কর্ম সম্পাদন করার বিষয়টিকে অথবা ফরজ ইবাদত উপাসনার বিষয়টিকে পরিত্যাগ করবে এবং মানুষের সামনে সৎ কর্ম সম্পাদন করার বিষয়টিকে অথবা ফরজ ইবাদত উপাসনার বিষয়টিকে পালন করবে এবং মেনে চলবে, যাতে মানুষের সামনে তাদের বদনাম ও দুর্নাম না হয়।

সহীহ বুখারী ২৮৮৭ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ

(৩৮২৮) আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ধ্বংস হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম ও উত্তম পোশাকের গোলাম (দুনিয়াদার)! যদি তাকে দেওয়া হয়, তাহলে সে সন্তুষ্ট হয়। আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। সে ধ্বংস হোক, লাঞ্ছিত হোক! তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে তা বের করতে না পারুক। ঐ বান্দার জন্য সুসংবাদ যে আল্লাহর পথে নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত আছে। যার মাথার কেশ আলুথালু, যার পদযুগল ধূলিমলিন। তাকে পাহারার কাজে নিযুক্ত করলে, পাহারার কাজে নিযুক্ত থাকে। আর তাকে সৈন্যদলের পশ্চাতে (দেখাশোনার কাজে) নিয়োজিত করলে, সৈন্যদলের পশ্চাতে থাকে। যদি সে কারো সাক্ষাতের অনুমতি চায়, তাহলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং কারো জন্য সুপারিশ করলে, তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না।

(বুখারী ২৮৮৭, মিশকাত ৫১৬১)।

খ) জবানের বা জিহ্বার দ্বারা গুনাহ

ইসলামী বিধান হলো কারো প্রশংসা করতে হলে তার পশ্চাতে বা আসাক্ষাতে বলা আর সমালোচনা করতে হলে তার সম্মুখে বা সাক্ষাতে বলা। এর ব্যতিক্রম হলেই তা

শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এটি নফসে আম্মারাহ এর দ্বারা প্ররোচিত এক অন্যতম কবিরাহ গুনাহ।

মিথ্যা কথা বলা

জবানের গুনাহের মধ্যে অন্যতম হলো মিথ্যা কথা বলা।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা **সুরা হজ্জ ৩০ নং আয়াতে** ইরশাদ করেছেন:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

-"সুতরাং মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে বিরত থাক এবং মিথ্যা কথা পরিহার কর।"

মিথ্যা বলা প্রসঙ্গে **তিরমিজি শরীফ ১৯৭২ নং হাদীসে** বর্ণিত হয়েছে:

১৯৭২। ইবনু উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন বান্দা যখন মিথ্যা কথা বলে তখন তার মিথ্যা কথনের দুর্গন্ধের কারণে ফেরেশতা এক মাইল (বা দৃষ্টি সীমার বাইরে) দূরে সরে যায়।

মিথ্যা বলে মানুষকে হাসানো অথবা উপহাস করে মিথ্যা বলাও জবানের গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন—

"আমি রসিকতা করি ঠিক, তবে সত্য ব্যতীত কখনো মিথ্যা বলি না।"

(সহিহ আল-জামে, হাদিস : ২৪৯৪; তাবরানি ফিল মুজামুল কাবির, খণ্ড: ১২, পৃষ্ঠা: ৩৯১)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একবার সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'হে আল্লাহ রাসুল, আপনি তো আমাদের সঙ্গে রসিকতা করেন। তিনি বললেন, 'আমি সত্য ছাড়া ভিন্ন কিছু বলি না। ' **(তিরমিজি, হাদিস নং: ১৯৯০)।**

মিথ্যা অপবাদ দেওয়া

কারো বিরুদ্ধে বানোয়াট,মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও সাক্ষ্যপ্রমাণ বিহীন কোন কথা রটানো হচ্ছে নিছক অপবাদ। একে বুহতান বা কাযাফ বলে।

নিম্নে এই সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন -

সুরা নুর ৪ নং ও ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে:

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

"আর যারা সচ্চরিত্র নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে আসে না, তবে তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং তোমরা কখনই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর এরাই হলো ফাসিক।"

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۪ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

"যারা সচ্চরিত্রা সরলমনা মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব।
যেদিন তাদের জিহবাগুলো, তাদের হাতগুলো ও তাদের পাগুলো তারা যা করত, সে ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।"

চোগলখোরী

নামীমা বা চোগলখোরী -অভিযুক্ত ব্যক্তির অভিযোগ সত্য হলেও তাকে আত্মশুদ্ধির সুযোগ না দিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রচার করে তার মর্যাদাকে ছোট করা ও পারস্পরিক সুসম্পর্ক নস্যাৎ করা।

চোগলখুরীর নিন্দায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

(وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ ۝ هَمَّازٖ مَّشَّآءِۭ بِنَمِيمٖ﴾ [القلم

“যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, যে পশ্চাতে নিন্দা করে, একের কথা অন্যের নিকটে লাগায় আপনি তার আনুগত্য করবেন না”। [সূরা আল-ক্বালাম, আয়াত: ১০-১১]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ»

“চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না”।[1]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন,

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা মদীনার একটি খেজুর বাগান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তথায় তিনি দু’জন লোকের আহাজারী শুনতে পেলেন। তখন তাদেরকে কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ» فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ«

“এ দু’জনকে ‘আযাব দেওয়া হচ্ছে। তবে বড় কোনো কারণে নয়। অবশ্য এগুলো কবীরা গুনাহ। তাদের একজন পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করত না। অন্যজন চোগলখুরী করে বেড়াত” ।[2]চোগলখুরীর একটি নিকৃষ্ট প্রক্রিয়া হলো, স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে এবং স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামীকে ক্ষেপিয়ে তুলে তাদের সম্পর্কে ফাটল ধরানো। অনুরূপভাবে অনেক কর্মজীবি অফিসের বস কিংবা দায়িত্বশীলের নিকট অন্য কোনো কর্মজীবির কথা তুলে ধরে। এতে তার উদ্দেশ্য উক্ত কর্মজীবির ক্ষতি সাধন করা এবং নিজেকে উক্ত দায়িত্বশীলের শুভার্থী বা খয়েরখাঁ হিসাবে তুলে ধরা। এসব কাজ চোগলখুরী হিসাবে গণ্য এবং তা হারাম।

[1] সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৪৮২৩।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৫৫; সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৬০৭৫।

গীবত

গীবত-এটিও নফসে আম্মারাহ দ্বারা প্ররোচিত কবিরাহ গুনাহ , যা কোনো ব্যক্তির অসাক্ষাতে সর্ব সাধারণের কাছে তার দোষ ত্রুটি ও দুর্বলতা বলে বেড়ানো হয়।

সুরা কালাম ৮,১০ ও **১১** নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সতর্ক করছেন -

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ
وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ
وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ۙ
هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيْمٍ ۙ

"অতএব তুমি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করো না।
আর তুমি আনুগত্য করো না প্রত্যেক এমন ব্যক্তির যে অধিক কসমকারী, লাঞ্ছিত।
পিছনে নিন্দাকারী ও যে চোগলখুরী করে বেড়ায়,
মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করো না।"

পরনিন্দা বা গীবত করা সম্পর্কে **সহীহ মুসলিম শরীফ ৬৪৮৭ নং হাদীসে** বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ " . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ " . قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ " إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ " .

৬৪৮৭-(৭০/২৫৮৯) ইয়াহইয়া ইবনু আইয়্যুব, কুতাইবাহ ও ইবনু হুজর (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা কি জান, গীবত কী জিনিস? তারা বললেন, আল্লাহ ও তার রসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, (গীবাত হলো) তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে এমন কিছু আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাই এর মধ্যে বাস্তবিকই থেকে থাকে তবে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, তুমি তার সম্পর্কে যা বলছ তা যদি তার মধ্যে প্রকৃতই থেকে থাকে তাহলেই তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তাহলে তো তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৩৫৭, ইসলামিক সেন্টার ৬৪০৭।

অন্যত্র আছে:সুনানে আবু দাউদ শরীফ এর ৪৮৭৫ নং হাদীসে বর্ণিত:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ، عَنْ :عَائِشَةَ، قَالَتْ :قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ ،تَعْنِي قَصِيرَةً، فَقَالَ :لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ قَالَتْ :وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا فَقَالَ :مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا

৪৮৭৫। আয়িশাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললাম, সাফিয়্যাহ (রাঃ)-এর ব্যাপারে আপনার জন্য এতটুকুই যে, সে এরূপ অর্থাৎ তিনি খাটো। তিনি বললেনঃ তুমি এমন একটি কথা বলেছ, যা সমুদ্রে মিশিয়ে দিলে তাতে সমুদ্রের পানি রং পাল্টে যাবে। আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নকল করলাম। তিনি বললেনঃ আমাকে এতো এতো সম্পদ দেয়া হলেও আমি কারো অনুকরণ পছন্দ করবো না।[1]

প্রকাশ্যে মানুষকে গালিগালাজ ,অপমান ও ঝগড়া করা

গালিগালাজ করা/সাক্ষাতে মানুষকে অপমান করা/ঝগড়া করাও অন্যতম জবানের গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এটি সমাজের মানুষের নিকটও অত্যন্ত গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ।

এই সম্পর্কে সুরা হুমাজাহ ১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:
وَيۡلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ
-"দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে সামনে নিন্দাকারী ও পেছনে গীবতকারী।"

সহীহ তিরমিজি শরীফ ২৫০৪ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:
،حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ قَالَ " مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করা হলোঃ সবচেয়ে ভাল মুসলিম কে? তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তির জিহ্বা (কথাবার্তা) ও হাত (কাজ) হতে মুসলিমগণ নির্বিঘ্ন থাকে।
সহীহঃ বুখারী, মুসলিম।

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং প্রমাণ ছাড়া কাউকে অভিযুক্ত করা সম্পর্কে **বুখারী ৬৪৭৭ নং হাদীসে** এসেছে:
إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ
৬৪৭৭. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, নিশ্চয় বান্দা পরিণাম চিন্তা ব্যতিরেকেই এমন কথা বলে যে কথার কারণে সে ঢুকে যাবে জাহান্নামের এমন গভীরে যার দূরত্ব পূর্ব (পশ্চিম) এর দূরত্বের চেয়েও বেশি।[1] [৬৪৭৮; মুসলিম ৫৩/৬, হাঃ ২৯৮৮] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬০২৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬০৩৩).
[1] নেক আমল করা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি কুফরি কথাবার্তা বললে তা তাকে জাহান্নামের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছে দিবে।

আল্লাহ তায়ালা সুরা হুজুরাত ১২ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

-"হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবূলকারী, অসীম দয়ালু।"

গুজব ছড়ানো

গুজব ছড়ানো অথবা ভালো মন্দ কথা বিচার না করেই কোনো কথা শোনা এবং সেই কথা বলে বেড়ানো অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এ সমস্ত কারণে সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾]الاسراء :٣٦[

“অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। “(সূরা ইসরা ৩৬ আয়াত)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾]ق :١٨[

“অর্থাৎ মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করুক না কেন, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।” [ক্বাফ ১৮ আয়াত)

[এ মর্মে মহান আল্লাহর এ বাণীও অনেকে উল্লেখ করে থাকেন, ’’হে ঈমানদারগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ; যাতে অজ্ঞতাবশত: তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।’’ - সূরা হুজুরাত ৬ আয়াত)

১/১৫৫৫। আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শোনে [বিনা বিচারে] তা-ই বর্ণনা করে। (মুসলিম)।

এই সম্পর্কে বুখারী শরীফ এর ৬৪৭৪ নং হাদিসের আলোকে পাই:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ "

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيَصْمُتْ« .وَقَوْلِهِ تَعَالَى) :مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ).

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীঃ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে। আল্লাহর বাণীঃ যে কথাই মানুষ উচ্চারণ করে (তা সংরক্ষণের জন্য) তার নিকটে একজন সদা তৎপর প্রহরী আছে। (সূরাহ ক্বাফ ৫০/১৮)

৬৪৭৪. সাহল ইবনু সা’দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার দু’চোয়ালের মাঝের বস্তু (জিহ্বা) এবং দু’রানের মাঝখানের বস্তু (লজ্জাস্থান) এর জামানত আমাকে দিবে, আমি তার জান্নাতের যিম্মাদার।[1] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬০২৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬০৩০).."

[1] দুনিয়াতে যত ফিতনা ফাসাদ ও অপকর্ম সংঘটিত হয় তার অধিকাংশই হয়ে থাকে জিহবা ও লজ্জা স্থানের দ্বারা। এ দুটোকে যে সংযত করবে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

কথার দ্বারা অন্যকে কষ্ট দেওয়া

সহীহ বুখারী ৬৪৭৮ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ.

৬৪৭৮. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চয় বান্দা কখনও আল্লাহর সন্তুষ্টির কোন কথা বলে অথচ সে কথা সম্পর্কে তার চেতনা নেই। কিন্তু এ কথার দ্বারা আল্লাহ্ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আবার বান্দা কখনও আল্লাহর অসন্তুষ্টির কথা বলে ফেলে যার পরিণতি সম্পর্কে তার ধারণা নেই, অথচ সে কথার কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। [৬৪৭৭; মুসলিম ৫৩/৬, হাঃ ২৯৮৮] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬০২৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬০৩৪)

মানুষকে মন্দ নামে ডাকা বা নাম বিকৃত করে ডাকার দ্বারা মানুষ অন্তরে কষ্ট পায়। এটিতে ইসলামে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (
এই সম্পর্কে সুরা হুজুরাত ১১ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।)

এছাড়াও কারো হৃদয় ভাঙ্গাও অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

সহীহ তিরমিজি শরীফ ২৪০৬ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:
পরিচ্ছেদঃ ৬০. রসনা সংযত রাখা বা সংযতবাক হওয়া
২৪০৬। উকবা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মুক্তির উপায় কি? তিনি বললেনঃ তুমি তোমার রসনা সংযত রাখ, তোমার বাসস্থান যেন তোমার জন্য প্রশস্ত হয় (অর্থাৎ তুমি তোমার বাড়ীতে অবস্থান কর) এবং তোমার গুনাহের জন্য ক্রন্দন কর।
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا ،ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا النَّجَاةُ قَالَ " أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .
কাউকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করাও অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ।

এই সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা **সুরা হুজুরাত ১১ নং আয়াতে** বলেছেন-
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

-"হে ঈমানদারগণ, কোন সম্প্রদায় যেন অপর কোন সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোন নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম কতইনা নিকৃষ্ট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো যালিম।"

দ্বিমুখী হওয়া/মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া

সুনানে আবু দাউদ শরীফ এর ৪৯৯১ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ مَوَالِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ :دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا، فَقَالَتْ :هَا تَعَالَ أُعْطِيكَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وَمَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيهِ؟ قَالَتْ :أُعْطِيهِ تَمْرًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ

৪৯৯১। আব্দুল্লাহ ইবনু আমির (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে বসা অবস্থায় আমার মা আমাকে ডেকে বললেন, এই যে, এসো! তোমাকে দিবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রশ্ন করলেনঃ তাকে কি দেয়ার ইচ্ছা করছে? তিনি বললেন, খেজুর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে তাহলে এ কারণে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যার পাপ লিপিবদ্ধ হতো।[1]

অন্যকে লানত করা

সহীহ জামে আত তিরমিজি শরীফ ১৯৭৬ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:
،حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَلاَعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلاَ بِغَضَبِهِ وَلاَ بِالنَّارِ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

১৯৭৬। সামুরা ইবনু জুনদাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা পরস্পর পরস্পরকে আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত, তার গযব ও জাহান্নামের বদ-দুআ করো না।

অত্যধিক খাওয়া ও অপচয় করা

অপচয় করা সম্পর্কে **সুরা বনী ইসরাইল আয়াত নং ২৭-এ** এসেছে

اِنَّ الۡمُبَذِّرِيۡنَ كَانُوۡۤا اِخۡوَانَ الشَّيٰطِيۡنِ‌ ؕ وَكَانَ الشَّيۡطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوۡرًا

-"নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।"

এছাড়াও হারাম খাবার খাওয়ার ব্যাপারে সুরা নিসা আয়াত নং ২৯ এ বর্ণিত হয়েছে:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَـكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنۡ تَكُوۡنَ تِجَارَةً عَنۡ تَرَاضٍ مِّنۡكُمۡ‌ وَلَا تَقۡتُلُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ‌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيۡمًا

-"হে মুমিনগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু।"

অহেতুক কথাবার্তা বলা

সহীহ তিরমিজি শরীফ ২৫০১ নং হাদীসে এসেছে:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو الْمُعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَمَتَ نَجَا " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ . وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ.

২৫০১। 'আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক নীরব থাকলো, সে নাজাত (মুক্তি) পেলো।

সহীহ বুখারী শরীফ ৬০৯৪ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ،

وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

৬০৯৪. 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সত্য নেকীর দিকে পরিচালিত করে আর নেকী জান্নাতে পৌঁছায়। আর মানুষ সত্যের উপর কায়িম থেকে অবশেষে সিদ্দীক-এর দরজা লাভ করে। আর মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়, পাপ তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা কথা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহর কাছে মহামিথ্যাচারী প্রতিপন্ন হয়ে যায়। (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৬৫৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৫৫১)।

নজরের গুনাহ

মানব সমাজকে মিশ্র প্রজন্ম থেকে হেফাজতের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির জন্য এক বিশেষ জীবন ব্যবস্থার বিধান দিয়েছেন।

তাই অবাধ ব্যভিচার প্রতিরোধে ইসলামী শরীয়ত পর্দার বিধানসহ নানান বিধিনিষেধ দিয়েছে। অন্যদিকে মানবদেহ কতগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমষ্টি যাদের পরিচালক হচ্ছে নফস বা আত্মা। অর্থাৎ নফসের হাতিয়ার হলো শরীর আর তার খাবার হচ্ছে শাহওয়াতে নফসানিয়্যাহ (মনের কুপ্রবৃত্তি) মানে খারাপ কাজ করা। অন্যদিকে রূহের খাবার হলো নেক কাজ করে আখেরাতের পাথেয় অর্জন।

আমাদের শরীরের নানান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে নফস তার হীন উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন করতে চায়।আর তার জন্য প্রথম অস্ত্র হলো দৃষ্টি বা চোখ বা নজর। এই নজর হচ্ছে শয়তানের অব্যর্থ তীর যদ্বারা বরবাদ করে দেবে একজন মুসলিমের ঈমান ও আমল। সুরা গাফির ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ

-"চক্ষুসমূহের খেয়ানত এবং অন্তরসমূহ যা গোপন রাখে তিনি তা জানেন।"

সুরা হা-মীম সিজদাহ (ফুসসিলাত)২০ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

حَتّٰٓى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

"অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।"

সুরা ক্বাফ ১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

مَا يَلۡفِظُ مِنۡ قَوۡلٍ اِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيۡبٌ عَتِيۡدٌ

"সে যে কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে।"

সুরা বনী ইসরাইল (৩২ ও ৩৬) নং আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَقۡرَبُوا الزِّنٰۤى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيۡلًا

"আর তোমরা ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।"

وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهٖ عِلۡمٌ ؕ اِنَّ السَّمۡعَ وَالۡبَصَرَ وَالۡفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۤـئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔوۡلًا

"আর যে বিষয় তোমার জানা নাই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তকরণ- এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে।"

সুরা ইয়াসিন ৬৬ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:

وَلَوۡ نَشَآءُ لَطَمَسۡنَا عَلٰۤى اَعۡيُنِهِمۡ فَاسۡتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبۡصِرُوۡنَ

"আর যদি আমি চাইতাম তবে তাদের চোখসমূহ অন্ধ করে দিতাম। তখন এরা পথের অন্বেষণে দৌড়ালে কী করে দেখতে পেত ?"

অন্যত্র নজরের হেফাজতের জন্য কোরআনের আয়াত থেকে পাই:

সুরা নুর (২৭-২৮) ও (৩০-৩১) নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَدۡخُلُوۡا بُيُوۡتًا غَيۡرَ بُيُوۡتِكُمۡ حَتّٰى تَسۡتَاۡنِسُوۡا وَتُسَلِّمُوۡا عَلٰۤى اَهۡلِهَا ؕ ذٰ لِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُوۡنَ

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজদের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নেবে এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম দেবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"

فَاِنۡ لَّمۡ تَجِدُوۡا فِيۡهَاۤ اَحَدًا فَلَا تَدۡخُلُوۡهَا حَتّٰى يُؤۡذَنَ لَـكُمۡ‌ ۚ وَاِنۡ قِيۡلَ لَـكُمُ ارۡجِعُوۡا فَارۡجِعُوۡا هُوَ اَزۡكٰى لَـكُمۡ‌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ عَلِيۡمٌ

"অতঃপর যদি তোমরা সেখানে কাউকে না পাও তাহলে তোমাদেরকে অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তোমরা সেখানে প্রবেশ করো না। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও' তাহলে ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবগত।"

قُلۡ لِّلۡمُؤۡمِنِيۡنَ يَغُضُّوۡا مِنۡ اَبۡصَارِہِمۡ وَيَحۡفَظُوۡا فُرُوۡجَہُمۡ ؕ ذٰلِکَ اَزۡکٰی لَہُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰہَ خَبِيۡرٌۢ بِمَا يَصۡنَعُوۡنَ

"মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।"

وَقُلۡ لِّلۡمُؤۡمِنٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ اَبۡصَارِہِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوۡجَہُنَّ وَلَا يُبۡدِيۡنَ زِيۡنَتَہُنَّ اِلَّا مَا ظَہَرَ مِنۡہَا وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِہِنَّ عَلٰی جُيُوۡبِہِنَّ ۪ وَلَا يُبۡدِيۡنَ زِيۡنَتَہُنَّ اِلَّا لِبُعُوۡلَتِہِنَّ اَوۡ اٰبَآئِہِنَّ اَوۡ اٰبَآءِ بُعُوۡلَتِہِنَّ اَوۡ اَبۡنَآئِہِنَّ اَوۡ اَبۡنَآءِ بُعُوۡلَتِہِنَّ اَوۡ اِخۡوَانِہِنَّ اَوۡ بَنِيۡۤ اِخۡوَانِہِنَّ اَوۡ بَنِيۡۤ اَخَوٰتِہِنَّ اَوۡ نِسَآئِہِنَّ اَوۡ مَا مَلَکَتۡ اَيۡمَانُہُنَّ اَوِ التّٰبِعِيۡنَ غَيۡرِ اُولِی الۡاِرۡبَۃِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفۡلِ الَّذِيۡنَ لَمۡ يَظۡہَرُوۡا عَلٰی عَوۡرٰتِ النِّسَآءِ ۪ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِاَرۡجُلِہِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِيۡنَ مِنۡ زِيۡنَتِہِنَّ ؕ وَتُوۡبُوۡۤا اِلَی اللّٰہِ جَمِيۡعًا اَيُّہَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ لَعَلَّکُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ

"আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

অন্যত্র বলেছেন: সুরা আরাফ ৩৩ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

قُلۡ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الۡفَوَاحِشَ مَا ظَہَرَ مِنۡہَا وَمَا بَطَنَ وَالۡاِثۡمَ وَالۡبَغۡیَ بِغَيۡرِ الۡحَقِّ وَاَنۡ تُشۡرِکُوۡا بِاللّٰہِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِہٖ سُلۡطٰنًا وَّاَنۡ تَقُوۡلُوۡا عَلَی اللّٰہِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ

"বল,'আমার রব তো হারাম করেছেন অশ্লীল কাজ- যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে, আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের শরীক করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর উপরে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না'।"

আবার এই সুরার ১৭৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۡ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۡ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِکَ کَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِکَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ

"আর অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষকে। তাদের রয়েছে অন্তর, তা দ্বারা তারা বুঝে না; তাদের রয়েছে চোখ, তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের রয়েছে কান, তা দ্বারা তারা শুনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট। তারাই হচ্ছে গাফেল।"

সহীহ বুখারী ৬২৪১ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ حَفِظْتُهُ كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ " لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ ".

৬২৪১. সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একবার এক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন এক হুজরায় উঁকি দিয়ে তাকালো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে একটা 'মিদরা' ছিল, যা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা চুলকাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেনঃ যদি আমি জানতাম যে, তুমি উঁকি দিবে, তবে এ দিয়ে তোমার চোখ ফুঁড়ে দিতাম। তাকানোর জন্য অনুমতি গ্রহণের বিধান দেয়া হয়েছে। [৫৯২৪] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৭৯৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৬৯৪।

সহীহ বুখারী ৬৮৮৮ নং হাদীসে আছে:

وَبِإِسْنَادِهِ لَوْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ.

৬৮৮৮. উক্ত হাদীসের সূত্রে এও বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ যদি কেউ তোমার ঘরে তোমার অনুমতি ব্যতীত উঁকি মারে আর তুমি পাথর মেরে তার চক্ষু ফুটা করে দাও, তাতে তোমার কোন গুনাহ্ হবে না। [৬৭০২; মুসলিম ৩৮/৯, হাঃ ২১৫৮, আহমাদ ১৯৫৩০] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৪০৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৪২২)।

সহীহ বুখারী শরীফ ৬৬১২ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

সা'ঈদ ইবনু 'আবুল হাসান হাসান-কে বললেনঃ অনারব মহিলারা তাদের মস্তক ও বক্ষ খোলা রাখে। তিনি বললেনঃ তোমার চোখ ফিরিয়ে রেখো। আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

''মু'মিনদের বল তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, এটাই তাদের জন্য বেশি পবিত্র, তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে আল্লাহ খুব ভালভাবেই অবগত।''সূরাহ আন্-নূর ২৪/৩০) ক্বাতাদাহ বলেন, অর্থাৎ যারা তাদের জন্য হালাল নয়, তাদের থেকে। আর ঈমানদার নারীদেরকে বলে দাও তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে।'' (সূরাহ আন্-নূর ২৪/৩১) আর আল্লাহর বাণীঃ ''অর্থাৎ খিয়ানাতকারী চোখ।'' সূরাহ গাফির ৪০:১৯) অর্থাৎ নিষিদ্ধ স্থানের দিকে তাকানো সম্পর্কে। আর ঋতুমতী হয়নি, এমন মেয়েদের দিকে তাকানো সম্পর্কে।
ইমাম যুহরী (রহ.) বলেন,
অপ্রাপ্ত বয়স্কা হলেও এসব মেয়েদের এমন কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে তাকানো নাজায়িয, যা দেখলে লোভ জন্মিতে পারে। 'আত্বা ইবনু রাবাহ (রহ.) ঐসব কুমারীদের দিকে তাকানোও মাকরূহ বলতেন, যাদের মক্কার বাজারে বিক্রির জন্য আনা হতো। তবে কেনার উদ্দেশে হলে তা ভিন্ন ব্যাপার।

৬২২৮. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কুরবানীর দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাযল ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-কে আপন সওয়ারীর পিঠে নিজের পেছনে বসালেন। ফাযল একজন সুপুরুষ ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকেদের মাসআলা মাসায়িল বলে দেয়ার জন্য আসলেন। এ সময় খাশ'আম গোত্রের এক সুন্দরী নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একটা মাসআলা জিজ্ঞেস করার জন্য আসল। তখন ফাযল তার দিকে তাকাতে লাগলেন। মহিলাটির সৌন্দর্য তাঁকে আকৃষ্ট করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাযল এর দিকে ফিরে দেখলেন যে, ফাযল তার দিকে তাকাচ্ছেন। তিনি নিজের হাত পেছনের দিকে নিয়ে ফাযল এর চিবুক ধরে ঐ নারীর দিকে না তাকানোর জন্য তার মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন।[1]
এরপর স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞেস করলঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের উপর যে হাজ্জ ফরজ হবার বিধান দেয়া হয়েছে, আমার পিতার উপর তা এমন অবস্থায় এসেছে যে, বৃদ্ধ হবার কারণে সওয়ারীর উপর বসতে তিনি অক্ষম। যদি আমি তার পক্ষ থেকে হাজ্জ আদায় করে নেই, তবে কি তার পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে? তিনি বললেনঃ হাঁ। [১৫১৩] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৭৮৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৬৮২)

[*] এ আয়াত নাযিল হওয়ার উপলক্ষ ছিল এই যে, একজন মহিলা সাহাবী রসূলে কারীম (ﷺ)-এর নিকটে হাজির হয়ে বললেনঃ ‘‘হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার ঘরে এমন অবস্থায় থাকি যে, তখন আমাকে সে অবস্থায় কেউ দেখতে পাক তা আমি মোটেই পছন্দ করি না- সে আমার ছেলে-সন্তানই হোক কিংবা পিতা অথচ এ অবস্থায়ও তারা আমার ঘরে প্রবেশ করে। এখন আমি কী করব? এরপরই এ আয়াতটি নাযিল হয়। বস্তুত আয়াতটিতে মুসলিম নারী-পুরুষের পরস্পরের ঘরে প্রবেশ করার প্রসঙ্গে এক স্থায়ী নিয়ম পেশ করা হয়েছে। মেয়েরা নিজেদের ঘরে সাধারণত খোলামেলা অবস্থায়ই থাকে। ঘরের অভ্যন্তরে সব সময় পূর্ণাঙ্গ আচ্ছাদিত করে থাকা মেয়েদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় কারো ঘরে প্রবেশ করা- সে মুহাররম ব্যক্তিই হোক না কেন- মোটেই সমীচীন নয়। আর গায়র মুহাররম পুরুষের প্রবেশ করার তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কেননা বিনানুমতিতে ও আগাম না জানিয়ে কেউ যদি কারো ঘরে প্রবেশ করে তাহলে ঘরের মেয়েদেরকে অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখার এবং তাদের দেহের যৌন অঙ্গের উপর নজর পড়ে যাওয়ার খুবই সম্ভবনা রয়েছে। তাদের সঙ্গে চোখাচোখি হতে পারে। তাদের রূপ-যৌবন দেখে পুরুষ দর্শকের মনে যৌন লালসার আগুন জ্বলে উঠতে পারে। আর তারই পরিণামে এ মেয়ে-পুরুষের মাঝে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠে গোটা পরিবারকে তছনছ করে দিতে পারে। মেয়েদের যৌন অঙ্গ ঘরের আপন লোকদের দৃষ্টি থেকে এবং তাদের রূপ-যৌবন ভিন পুরুষের নজর থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যেই এ ব্যবস্থা পেশ করা হয়েছে।

জাহিলিয়াতের যুগে এমন হতো যে, কারো ঘরের দুয়ারে গিয়ে আওয়াজ দিয়েই টপ্ করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করত, মেয়েদেরকে সামলে নেবারও কোন সময় দেয়া হত না। ফলে কখনো ঘরের মেয়ে পুরুষকে একই শয্যায় কাপড় মুড়ি দেয়া অবস্থায় দেখতে পেত, মেয়েদেরকে দেখত অসংবৃত বস্ত্রে।

এজন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

‘‘সেই ঘরে যদি কোন লোক না পাও তবে তাতে তোমরা প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না তোমাদেরকে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হবে। আর যদি তোমাদেরকে ফিরে যেতে বলা হয়, তাহলে অবশ্যই ফিরে যাবে। এ হচ্ছে তোমাদের জন্য অধিক পবিত্রতর নীতি। তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ মাত্রায় অবহিত রয়েছেন।’’ সূরা নূর আয়াতঃ ২৮)

আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। নাবী কারীম ﷺ বলেছেনঃ

(يَابُنَيَّ اِذَا دَخَلْتَ عَلى اهلِكَ فَسَلِّمْ تَكُوْنَ بَرْكَةً عَلَيْكَ وعَلى اَهْلِ بَيْتِكَ- ترمذي

''হে প্রিয় পুত্র, তুমি যখন তোমার ঘরের লোকদের সামনে যেতে চাইবে, তখন বাইরে থেকে সালাম কর। এ সালাম করা তোমার ও তোমার ঘরের লোকদের পক্ষে বড়ই বারাকাতের কারণ হবে।''

কারো ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে প্রথমে সালাম দেবে, না প্রথমে ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইবে, এ নিয়ে দু'রকমের মত পাওয়া যায়। কুরআনে প্রথমে অনুমতি চাওয়ার নির্দেশ হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন যে, প্রথমে অনুমতি চাইবে, পরে সালাম দিবে। কিন্তু এ মত বিশুদ্ধ নয়। কুরআনে প্রথমে অনুমতি চাওয়ার কথা বলা হয়েছে বলেই যে প্রথমে তাই করতে হবে এমন কোন কথা নেই। কুরআনে তো কী কী করতে হবে তা এক সঙ্গে বলে দেয়া হয়েছে। এখানে পূর্বাপরের বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই। বিশেষত বিশুদ্ধ হাদীসে প্রথমে সালাম করার উপরই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।''

বানী 'আমের গোত্রীয় এক সাহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে :

তিনি বলেনঃ আমি রসূল -এর ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলাম। রসূল তাঁর দাসীকে নির্দেশ দিলেন বেরিয়ে গিয়ে তাকে বলঃ আপনি আস্সালামু আলাইকুম বলে বলুনঃ আমি কি প্রবেশ করব? কারণ সে কীভাবে প্রবেশ করতে হয় ভাল করে তা জানে না ...। [হাদীসটি সহীহ্, দেখুন ''সহীহ্ আবী দাঊদ'' ৫১৭৭), ''সহীহ্ আদাবিল মুফরাদ'' ১০৮৪)]।

আতা বলেনঃ

আমি আবূ হুরাইরাহ্ -কে বলতে শুনেছিঃ কেউ যদি বলেঃ আমি কি [ঘরে] প্রবেশ করব আর সালাম প্রদান না করে তাহলে তুমি তাকে না বল যে পর্যন্ত সে চাবি না নিয়ে আসে। আমি বললামঃ আস্সালাম। তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। [''সহীহ্ আদাবিল মুফরাদ'' ১০৮৩)]।

ইবনু আববাস হতে বর্ণিত :

তিনি বলেনঃ উমার নাবী ﷺ-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করতে গিয়ে বলেছিলেনঃ আস্সালামু 'আলা রসূলিল্লাহ্, আস্সালামু আলাইকুম 'উমার কি প্রবেশ করবে? [''সহীহ্ আদাবিল মুফরাদ'' ১০৮৫)]।

কালদা ইবনে হাম্বল বলেনঃ

আমি রসূলের ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু প্রথমে সালাম করিনি বলে অনুমতিও পাইনি। তখন নাবী (ﷺ) বললেনঃ اِرجِعْ فَقُلْ اَلسَّلاَمُ عَلَيْمُمْ ءَاَدْخُلُ- ابوداؤد،ترمذى) ফিরে যাও, তারপর এসে বল আসসালামু 'আলাইকুম, তার পরে প্রবেশের অনুমতি চাও।

জাবের বর্ণিত হাদীসে রাসূলে কারীম (ﷺ) বললেনঃ

(لاَتَأْذَنُوْا لِمَنْ لَمْ يُبْدأْ بِالسَّلاَمِ- بيهقى

"যে লোক প্রথমে সালাম করেনি, তাকে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিও না।"

জাবের বর্ণিত অপর এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ

(السلام قبل الكلام- ترمذى

কথা বলার পূর্বে সালাম দাও।

আবূ মূসা আশ'আরী ও হুযায়ফা বলেছেনঃ

اَسْتأْذَنُ عَلى ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ

"মাহরাম মেয়েলোকদের কাছে যেতে হলেও প্রথমে অনুমতি চাইতে হবে।"

এক ব্যক্তি রসূলে কারীম (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলেনঃ

"আমার মায়ের ঘরে যেতে হলেও কি আমি অনুমতি চাইব?"

রসূলে কারীম (ﷺ) বললেনঃ অবশ্যই। সে লোকটি বললঃ আমি তো তার সঙ্গে একই ঘরে থাকি-তবুও? রসূল ﷺ বললেনঃ হ্যাঁ, অবশ্যই অনুমতি চাইবে। সেই ব্যক্তি বললঃ আমি তো তার খাদেম।

তখন রসূলে কারীম (ﷺ) বললেনঃ

اِسْتأْذَنْ عَلَيْهاَ اَتُحِبُّ اَنْتَرَاهَا عُرْيَانَةً

অবশ্যই পূর্বাহ্ন অনুমতি চাইবে, তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে পছন্দ কর?

তার মানে, অনুমতি না নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলে মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে সালাম করতে হবে এবং পরে প্রবেশের অনুমতি চাইতে হবে। অনুমতি না পেলে ফিরে যেতে হবে। এ ফিরে যাওয়া অধিক ভাল, সম্মানজনক প্রবেশের জন্য কাতর অনুনয়-বিনয় করার হীনতা থেকে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাদীসের ইলম লাভের জন্যে কোন কোন আনসারীর ঘরের দ্বারদেশে গিয়ে বসে থাকতেন, ঘরের মালিক বের হয়ে না আসা পর্যন্ত তিনি প্রবেশের অনুমতি চাইতেন না। এ ছিল উস্তাদের প্রতি ছাত্রের বিশেষ আদব, শালীনতা।

কারো বাড়ির সামনে গিয়ে প্রবেশের অনুমতির জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হলে দরজার ঠিক সোজাসুজি দাঁড়ানও সমীচীন নয়। দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে নজর করতেও চেষ্টা করবে না।

কারণ, নাবী কারীম ﷺ থেকে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছেঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ ﷺ اِذَا اَتى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ بِلْقَاءِ وَجْهِه وَلكِنْ مِنْ رُكِنْه الاَيْمَنِ (اَوِالاَيْسَرِفَيَقُوْلُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْر ابو داؤد

নাবী কারীম (ﷺ) যখন কারো বাড়ি বা ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতেন, তখন অবশ্যই দরজার দিকে মুখ করে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন না। বরং দরজার ডান কিংবা বাম পাশে সরে দাঁড়াতেন এবং সালাম করতেন।

এক ব্যক্তি রসূলে কারীমের বিশেষ কক্ষপথে মাথা উঁচু করে তাকালে রসূলে কারীম (ﷺ) তখন ভিতরে ছিলেন এবং তাঁর হাতে লৌহ নির্মিত চাকুর মত একটি জিনিস ছিল। তখন তিনি বললেনঃ

-لواعلم ان هذا ينظرني لطعنت بالمد رى فى عينه وهل جعل الاستيذان الامن اجل البصر

এ ব্যক্তি বাইরে থেকে উঁকি মেরে আমাকে দেখবে তা আগে জানতে পারলে আমি আমার হাতের এ জিনিসটি দ্বারা তার চোখ ফুটিয়ে দিতাম। এ কথা তো বোঝা উচিত যে, এ চোখের দৃষ্টি বাঁচানো আর তা থেকে বাঁচবার উদ্দেশ্যেই পূর্বাহ্ন অনুমতি চাওয়ার রীতি করে দেয়া হয়েছে।

এ সম্পর্কে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে স্পষ্ট, আরো কঠোর হাদীস বর্ণিত হয়েছে :নাবী কারীম (ﷺ) বলেছেনঃ

কেউ যদি তোমার অনুমতি ছাড়াই তোমার ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে তাকায়, আর তুমি যদি পাথর মেরে তার চোখ ফুটিয়ে দাও, তাহলে তাতে তোমার কোন দোষ হবে না। তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও যদি অনুমতি পাওয়া না যায়, তাহলে ফিরে চলে যেগে হবে। আবূ সায়ীদ খুদরী একবার উমার ফারূকের দাওয়াত পেয়ে তাঁর ঘরের দরজায় এসে উপস্থিত হলেন এবং তিনবার সালাম করার পরও কোন জবাব না পাওয়ার কারণে তিনি ফিরে চলে গেলেন। পরে সাক্ষাত হলে উমার ফারূক বললেনঃ

‘তোমাকে দাওয়াত দেয়া সত্ত্বেও তুমি আমার ঘরে আসলে না কেন?’তিনি বললেনঃ ‘‘আমি তো এসেছিলাম, আপনার দরজায় দাঁড়িয়ে তিনবার সালামও করেছিলাম। কিন্তু কারো কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে আমি ফিরে চলে এসেছি। কেননা নাবী কারীম ﷺ আমাকে বলেছেন, তোমাদের কেউ কারো ঘরে যাওয়ার জন্যে তিনবার অনুমতি চেয়েও না পেলে সে যেন ফিরে যায়।’’ বুখারী, মুসলিম।

ইমাম হাসান বসরী বলেছেনঃ

‘তিনবার সালাম করার মধ্যে প্রথমবার হল তার আগমন সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া। দ্বিতীয়বার সালাম প্রবেশের অনুমতি লাভের জন্যে এবং তৃতীয়বার হচ্ছে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা।’

কেননা তৃতীয়বার সালাম দেয়ার পরও ঘরের ভেতর থেকে কারো জবাব না আসা সত্যই প্রমাণ করে যে, ঘরে কেউ নেই, অন্তত ঘরে এমন কোন পুরুষ নেই, যে তার সালামের জবাব দিতে পারে। আর যদি কেউ ধৈর্য ধরে ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়েই থাকতে চায়, তবে তারও অনুমতি আছে, কিন্তু শর্ত এই যে, দুয়ারে দাঁড়িয়েই অবিশ্রান্তভাবে ডাকা-ডাকি ও চিল্লাচিল্লি করতে থাকতে পারবে না। একথাই বলা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতাংশেঃ‘‘তারা যদি ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষায় থাকত যতক্ষণ না তুমি ঘর থেকে বের হচ্ছ, তাহলে তাদের জন্যে খুবই কল্যাণকর হত।’’ সূরা হুজরাতঃ ৫)

আয়াতটি যদিও বিশেষভাবে রাসূলে কারীম প্রসঙ্গে; কিন্তু এর আবেদন ও প্রয়োগ সাধারণ। কোন কোন কিতাবে এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় যে, ইবনে আববাস যিনি ইসলামের বিষয়ে মস্তবড় মনীষী ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন- উবাই ইবনে কা‘ব -এর বাড়িতে কুরআন শেখার উদ্দেশ্যে যাতায়াত করতেন। তিনি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতেন, কাউকে ডাক দিতেন না, দরজায় ধাক্কা দিয়েও ঘরের লোকদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন না। যতক্ষণ না উবাই নিজ ইচ্ছেমত ঘর থেকে বের হতেন, ততক্ষণ এমনিই দাঁড়িয়ে থাকতেন।

[1]. চোখের দৃষ্টি হচ্ছে এমন একটি তীক্ষ্ম-শানিত তীর যা নারী বা পুরুষের অন্তর ভেদ করতে পারে। প্রেম-ভালবাসা তো এক অদৃশ্য জিনিস, যা কখনো চোখে ধরা পড়ে না, বরং চোখের দৃষ্টিতে ভর করে অপরের মর্মে গিয়ে পৌঁছায়। বস্তুত দৃষ্টি হচ্ছে লালসার বহ্নর দখিন হাওয়া। মানুষের মনে দৃষ্টি যেমন লালসাগ্নি উৎক্ষিপ্ত করে, তেমনি তার ইন্ধন যোগায়। দৃষ্টি বিনিময় এক অলিখিত লিপিকার আদান-প্রদান, যাতে

লোকদের অগোচরেই অনেক প্রতিশ্রুতি- অনেক মর্মকথা পরস্পরের মনের পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।

‘‘ইসলামের লক্ষ্য যেহেতু মানব জীবনের সার্বিক পবিত্র ও সর্বাঙ্গীণ উন্নত চরিত্র, সে জন্যে দৃষ্টির এ ছিদ্রপথকেও সে বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে, দৃষ্টিকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্যে দিয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশ। কুরআন মাজীদ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেঃ

‘‘মু’মিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করে রাখে এবং লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করে, এ নীতি তাদের জন্যে অতিশয় পবিত্রতাময়। আর তারা যা কিছু করে, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় অবহিত।’’

কেবল পুরুষদেরকেই নয়, এর সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম মহিলাদের সম্পর্কেও বলা হয়েছেঃ

‘‘মু’মিন মহিলাদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করে।’’ (সূরা আন-নূরঃ ৩১)

দু’টো আয়াতে একই কথা বলা হয়েছে- দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ এবং লজ্জাস্থানের পবিত্রতা সংরক্ষণ, কিন্তু এ একই কথা পুরুষদের জন্য আলাদাভাবে এবং মহিলাদের জন্যে তার পরে স্বতন্ত্র একটি আয়াতে বলা হয়েছে। এর মানেই হচ্ছে এই যে, এ কাজটি স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্যেই সমানভাবে জরুরী। এ আয়াতদ্বয়ে যেমন রয়েছে আল্লাহর নৈতিক উপদেশ, তেমনি রয়েছে ভীতি প্রদর্শন। উপদেশ হচ্ছে এই যে, ঈমানদার পুরুষই হোক কিংবা স্ত্রীই, তাদের কর্তব্যই হচ্ছে আল্লাহর হুকম পালন করা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা। কাজেই আল্লাহর বিধান মুতাবিক যার প্রতি চোখ তুলে তাকানো নিষিদ্ধ, তার প্রতি যেন কখনো তাকাবার সাহস না করে। আর দ্বিতীয় কথা, দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ ও লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ হলে অবশ্যই লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা পাবে, কিন্তু দৃষ্টিই যদি নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে পরপুরুষ কিংবা পরস্ত্রী দর্শনের ফলে হৃদয় মনের গভীর প্রশস্তি বিঘ্নিত ও চূর্ণ হবে, অন্তরে লালসার উত্তাল উন্মাদনার সৃষ্টি হয়ে লজ্জাস্থানের পবিত্রতাকে পর্যন্ত ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। কাজেই যেখানে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত নয়, দেখাশোনার ব্যাপারে যেখানে পর, আপন, মাহরাম, গায়র মাহরামের তারতম্য নেই, বাছ-বিচার নেই, সেখানে লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষিত হচ্ছে তা কিছুতেই বলা যায় না। ঠিক এজন্যই ইসলামে দৃষ্টিকে- পরিভাষায় যাকে بريد العشق ‘প্রেমের পয়গাম বাহক’ বলা হয়েছে, নিয়ন্ত্রিত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উপদেশের ছলে বলা হয়েছেঃ ذلك أزكى لهم এ-নীতি

তাদের জন্যে খুবই পবিত্রতা বিধায়ক অর্থাৎ দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত রাখলে চরিত্রকে পবিত্র রাখা সম্ভব হবে। আর শেষ ভাগে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছেঃ

''মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী-পুরুষ যদি এ হুকুম মেনে চলতে রাযী না হয়, তাহলে আল্লাহ রববুল 'আলামীন নিশ্চয়ই এর শাস্তি প্রদান করবেন। তিনি তাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে পুরোমাত্রায় অবহিত রয়েছেন।''

এ ভীতি যে কেবল পরকালের জন্যেই, এমন কথা নয়। দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ ও পবিত্রতা রক্ষা না করা হলে এ দুনিয়ায়ও তার অত্যন্ত খারাপ পরিণতি দেখা দিতে পারে। আর তা হচ্ছে স্বামীর দিল অন্য মেয়েলোকের দিকে আকৃষ্ট হওয়া এবং স্ত্রীর মন সমর্পিত হওয়া অন্য পুরুষের কাছে। আর এরই পরিণতি হচ্ছে পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে আশু বিপর্যয় ও ভাঙ্গণ।

দৃষ্টিশক্তির বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেনঃ ''

"তিনি দৃষ্টিসমূহের বিশ্বাসঘাতকতামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে এবং তারই কারণে মনের পর্দায় যে কামনা-বাসনা গোপনে ও অজ্ঞাতসারে জাগ্রত হয় তা ভালভাবেই জানেন।'' (সূরা মু'মিনঃ ১৯)।

এ আয়াত খন্ডের ব্যাখ্যায় ইমাম বায়যাবী লিখেছেন:''বিশ্বাসঘাতক দৃষ্টি গায়র-মাহরাম মেয়েলোকের প্রতি বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করার মতই, তার প্রতি চুরি করে তাকানো বা চোরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করা অথবা দৃষ্টির কোন বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ।'' (আনওয়ারুত তানযীল ওয়া ইসরারুত তাওয়ীল, দ্বিতীয় খন্ড ২৬৫ পৃষ্ঠা)

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেছেনঃ''

চোখ নিয়ন্ত্রণ ও নীচু করে রাখায় চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়।'' (মাজমু'আ ফাতাওয়া ১৫শ খন্ড ২৮৫ পৃষ্ঠা)

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের জন্যে আলাদা আলাদাভাবে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তার কারণ এই যে, যৌন উত্তেজনার ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী ও পুরুষের প্রায় একই অবস্থা। বরং স্ত্রীলোকের দৃষ্টি পুরুষদের মনে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে থাকে। প্রেমের আবেগ উচ্ছাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের প্রকৃতি অত্যন্ত নাজুক ও ঠুনকো। কারো সাথে চোখ বিনিময় হলে স্ত্রীলোক সর্বাগ্রে কাতর এবং কাবু হয়ে পড়ে, যদিও

তাদের মুখ ফোটে না। তার স্বাভাবিক দুর্বলতা-বৈশিষ্ট্যও বলা যেতে পারে একে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় এর শত শত প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। এ কারণে স্ত্রীলোকদের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এমন হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয় যে, কোন সুশ্রী স্বাস্থ্যবান ও সুদর্শন যুবকের প্রতি কোন মেয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল, আর অমনি তার সর্বাঙ্গে প্রেমের বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল, সৃষ্টি হল প্রলয়ঙ্কর ঝড়। ফলে তার বহিরাঙ্গ কলঙ্কমুক্ত থাকতে পারলেও তার অন্তর্লোক পঙ্কিল হয়ে গেল। স্বামীর হৃদয় থেকে তার মন পাকা ফলের বোঁটা থেকে খসে পড়ার মত একেবারেই ছিন্ন হয়ে গেল, তার প্রতি তার মন হল বিমুখ, বিদ্রোহী। পরিণামে দাম্পত্য জীবনে ফাটল দেখা দিল, আর পারিবারিক জীবন হল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন।

কখনো এমনও হতে পারে যে, স্ত্রীলোক হয়ত বা আত্মরক্ষা করতে পারল, কিন্তু তার অসর্তকতার কারণে কোন পুরুষের মনে প্রেমের আবেগ ও উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। তখন সে পুরুষ হয়ে যায় অনমনীয় ক্ষমাহীন। সে নারীকে বশ করবার জন্যে যত উপায় সম্ভব তা অবলম্বন করতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। শেষ পর্যন্ত তার শিকারের জাল হতে নিজেকে রক্ষা করা সেই নারীর পক্ষে হয়ত সম্ভবই হয় না। এর ফলেও পারিবারিক জীবনে ভাঙ্গণ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

দৃষ্টির এ অশুভ পরিণামের দিকে লক্ষ্য করেই কুরআন মাজীদের উপরোক্ত আয়াত নাযিল করা হয়েছে, আর এরই ব্যাখ্যা করে রাসূলে কারীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন অসংখ্য অমৃত বাণী।

আবার সহীহ বুখারী শরীফ ৬২৪৩ নং হাদীসে এসেছে:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ لَمْ أَرَ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ. حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ

৬২৪৩. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বানী আদমের জন্য যিনার একটা অংশ নির্ধারিত রেখেছেন। সে তাতে অবশ্যই জড়িত হবে। চোখের যিনা হলো দেখা, জিহবার

যিনা হলো কথা বলা, কুপ্রবৃত্তি কামনা ও খাহেশ সৃষ্টি করা এবং যৌনাঙ্গ তা সত্য অথবা মিথ্যা প্রমাণ করে।

[1] [মুসলিম ৪৬/৫, হাঃ ২৬৫৭, আহমাদ ৮২২২] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৮০১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৬৯৬।

[1]. আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ‘‘দেখা ও কথা বলাকে যিনা বলার কারণ এই যে, দু’টোই হচ্ছে প্রকৃত যিনার ভূমিকা- যিনার মূল কাজের পূর্ববর্তী স্তর। কেননা দৃষ্টি হচ্ছে মনের গোপন জগতের উদ্বোধক আর জিহবা হচ্ছে বাণী বাহক, যৌনাঙ্গ হচ্ছে বাস্তবায়নের হাতিয়ার- সত্য প্রমাণকারী।’’ মা‘আলিমুস সুনান ৩য় খন্ড ২২৩ পৃষ্ঠা)।

হাফিয আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) লিখেছেনঃ‘‘দৃষ্টিই হয় যৌন লালসা উদ্বোধক, পয়গাম বাহক। কাজেই এ দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ মূলত যৌন অঙ্গেরই সংরক্ষণ। যে ব্যক্তি দৃষ্টিকে অবাধ, উন্মুক্ত ও সর্বগামী করে সে নিজেকে নৈতিক পতন ও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। মানুষ নৈতিকতার ক্ষেত্রে যত বিপদ ও পদস্খলনেই নিপতিত হয়, দৃষ্টিই হচ্ছে তার সর্ব কিছুর মুল কারণ। কেননা দৃষ্টি প্রথমত আকর্ষণ জাগায়, আকর্ষণ মানুষকে চিন্তা-বিভ্রমে নিমজ্জিত করে, আর এ চিন্তাই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে লালসার উত্তেজনা। এ যৌন উত্তেজনা ইচ্ছা শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে, আর ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি শক্তিশালী হয়ে দৃঢ় সংকল্পে পরিণত হয়। এ দৃঢ় সংকল্প অধিকতর শক্তি অর্জন করে বাস্তবে ঘটনা সংঘটিত করে। বাস্তবে যখন কোন বাধাই থাকে না, তখন এ বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন না হয়ে কারো কোন উপায় থাকে না।’’ আল-জাওয়াব আলকাফী, পৃষ্ঠা ২০৪) অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টি চালনার কুফল সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে নাবী কারীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেনঃ

النظرة سهم مسموم من سهام ابليس

‘‘অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টি ইবলীসের বিষাক্ত বাণ বিশেষ।’’ মুসনাদ আশ-শিহাব ১মখন্ড ১৯৫-১৯৬ পৃষ্ঠা)

আল্লামাহ ইবনে কাসীর (রহ.) এ প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ

النظرة سهم سم إلى القلب

‘‘দৃষ্টি হচ্ছে এমন একটি তীর, যা মানুষের হৃদয়ে বিষের উদ্রেক করে।’’ (ইবনু কাসীর ৩য় খন্ড ৩৭৬ পৃষ্ঠা)

দৃষ্টি চালনা সম্পর্কে রসূল (ﷺ) এর নির্দেশ

রসূল কারীম (ﷺ) বলেছেনঃ

غَضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ

''তোমাদের দৃষ্টিকে নীচু কর, নিয়ন্ত্রিত কর এবং তোমাদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করো।''

(মু'জামুল কাবীর, ৮ম খন্ড ২৬২ পৃষ্ঠা, হাঃ ৮০১৮, মাজমূ'আ ফাতাওয়া ১৫শ খন্ড ৩৯৫ পৃষ্ঠা

এ দু'টো যেমন আলাদা আলাদা নির্দেশ, তেমনি প্রথমটির অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে শেষেরটি অর্থাৎ দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হলেই লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ সম্ভব। অন্যথায় তাকে চরম নৈতিক অধঃপতনে নিমজ্জিত হতে হবে নিঃসন্দেহে।

নবী (সঃ) একবার বলেছিলেন:

'হে 'আলী, একবার কোন পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি পড়লে পুনরায় তার প্রতি চোখ তুলে তাকাবে না। কেননা তোমার জন্যে প্রথম দৃষ্টিই ক্ষমার যোগ্য, দ্বিতীয়বার দেখা নয়।' (আবূদাউদ ২১৪৯, হাসান, আলবানী)

এর কারণ সুস্পষ্ট। আকস্মিকভাবে কারো প্রতি চোখ পড়ে যাওয়া আর ইচ্ছাক্রমে কারো প্রতি তাকানো সমান কথা নয়। প্রথমবার যে চোখ কারো উপর পড়ে গেছে, তার মূলে ব্যক্তির ইচ্ছার বিশেষ কোন যোগ থাকে না; কিন্তু পুনর্বার তাকে দেখা ইচ্ছাক্রমেই হওয়া সম্ভব। এ জন্যেই প্রথমবারের দেখায় কোন দোষ হবে না; কিন্তু দ্বিতীয়বার তার দিকে চোখ তুলে তাকানো ক্ষমার অযোগ্য। বিশেষত এ জন্য যে, দ্বিতীয়বারের দৃষ্টির পিছনে মনের কলুষতা ও লালসা পংকিল উত্তেজনা থাকাই স্বাভাবিক। আর এ ধরনের দৃষ্টি দিয়ে পরস্ত্রীকে দেখা স্পষ্ট হারাম।

তার মানে কখনো এ নয় যে, পরস্ত্রীকে একবার বুঝি দেখা জায়েয এবং এখানে তার অনুমতি দেয়া হচ্ছে। আসলে পরস্ত্রীকে দেখা আদতেই জায়েয নয়। এজন্যেই কুরআন ও হাদীসে দৃষ্টি নত করে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

রসূলে কারীম (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হলঃ 'পরস্ত্রীর প্রতি আকস্মিক দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে আপনার কী হুকুম? তিনি বললেনঃ اصرف بصرك ''তোমার চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নাও।'' আবূ দাউদ ২১৪৮, সহীহ আলবানী)

দৃষ্টি ফেরানো কয়েকভাবে হতে পারে। উদ্দেশ্য হচ্ছে পরস্ত্রীকে দেখার পংকিলতা থেকে নিজেকে পবিত্র রাখা। আকস্মিক নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি কারো প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গেই চোখ নীচু করা, অন্যদিকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে ঈমানদার ব্যক্তির কাজ।

নাবী কারীম (ﷺ) একবার নিকটে উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞেস করলেনঃ

''মেয়েলোকদের জন্য ভাল কী?''

প্রশ্ন শুনে সকলেই চুপ মেরে থাকলেন, কেউ কোন জবাব দিতে পারলেন না। 'আলী এখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বাড়ি এসে ফাতিমা -কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেনঃ لا يراهن الرجال ভিন্ পুরুষরা তাদের দেখবে না। এটাই তাদের জন্যে ভাল ও কল্যাণকর)।

অপর বর্ণনায় ফাতিমা বললেনঃ لا يرين الرجال ولا يرون هن মেয়েরা পুরুষদের দেখবে না, আর পুরুষরা দেখবে না মেয়েদেরকে। দারকুতনী, বাযযার)

বস্তুত ইসলামী সমাজ জীবনের পবিত্রতা রক্ষার্থে পুরুষদের পক্ষে যেমন ভিন্ মেয়েলোক দেখা হারাম, তেমনি হারাম মেয়েদের পক্ষেও ভিন্ পুরুষদের দেখা।

কুরআন মাজীদে এ সম্পর্কে যেমন পাশাপাশি দু'টো আয়াতে রয়েছে-পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে- তেমনি হাদীসেও এ দুটো নিষেধ বাণী একই সঙ্গে ও পাশাপাশি উদ্ধৃত রয়েছে। উম্মে সালামা বর্ণিত এক হাদীসের ভিত্তিতে আল্লামা শাওকানী লিখেছেনঃ

يحرم على المرأة نظر الرجل كما يحرم على الرجل نظر المرأة

পুরুষদেরকে দেখা মেয়েদের জন্য হারাম, ঠিক যেমন হারাম পুরুষদের জন্য মেয়েদের দেখা। নাইলুল আওত্বর ৬ষ্ঠ খন্ড ১৭৭ পৃষ্ঠা)

এর কারণস্বরূপ তিনি লিখেছেনঃ

ولأن النساء أحد نوعي الآدميين فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسا على الرجال ويحققه أن المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنة وهذا في المرأة أبلغ فإنها اشد شهوة وأقل عقلا فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل

কেননা মেয়েলোক মানব জাতিরই অন্তর্ভুক্ত প্রজাতি। এজন্য পুরুষের মতই মেয়েদের জন্য তারই মত অপর প্রজাতি পুরুষদের দেখা হারাম করা হয়েছে। এ কথার যথার্থতা বোঝা যায় এ দিক দিয়েও যে, গায়র-মুহাররমের প্রতি তাকানো হারাম হওয়ার মূল

কারণ হচ্ছে যৌন বিপর্যয়ের ভয়। আর মেয়েদের ব্যাপারে এ ভয় অনেক বেশী। কেননা যৌন উত্তেজনা যেমন মেয়েদের বেশী, সে পরিমাণে বুদ্ধিমত্তা তাদের কম। আর পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের কারণেই অধিক যৌন বিপর্যয় ঘটে থাকে।'' নাইলুল আওত্বর ৬ষ্ঠ খন্ড ১৭৭ পৃষ্ঠা)

মোটকথা, গায়র মুহাররম স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক দৃষ্টি বিনিময় কিংবা একজনের অপরজনকে দেখা, লালসার দৃষ্টি নিক্ষেপ ইসলামে নিষিদ্ধ। এতে করে পারিবারিক জীবনে শুধু যে পংকিলতার বিষবাষ্প জমে তাই নয়, তাতে আসতে পারে এক প্রলয়ঙ্কর ভাঙ্গণ ও বিপর্যয়। মনে করা যেতে পারে, একজন পুরুষের দৃষ্টিতে কোন পরস্ত্রী অতিশয় সুন্দরী ও লাস্যময়ী হয়ে দেখা দিল। পুরুষ তার প্রতি দৃষ্টি পথে ঢেলে দিল প্রাণ মাতানো মন ভুলানো প্রেম ও ভালবাসা। স্ত্রীলোকটি তাতে আত্মহারা হয়ে গেল, সেও ঠিক দৃষ্টির মাধ্যমেই আত্মসমর্পণ করল এই পর-পুরুষের কাছে। এখন ভাবুন, এর পরিণাম কী? এর ফলে পুরুষ কি তার ঘরের স্ত্রীর প্রতি বিরাগভাজন হবে না? হবে নাকি এই স্ত্রী লোকটি নিজের স্বামীর প্রতি অনাসক্তা, আনুগত্যহীনা। আর তাই যদি হয়, তাহলে উভয়ের পারিবারিক জীবনের গ্রন্থি প্রথমে কলংকিত ও বিষ-জর্জর এবং পরে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হতে বাধ্য। এর পরিণামই তো আমরা সমাজে দিনরাতই দেখতে পাচ্ছি।

সহীহ মুসলিম ২৭৭৭ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، رَفَعَهُ قَالَ يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى" هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ .

২৭৭৭। বুরাইদাহ (রাযিঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হে 'আলী! বারবার (অননুমোদিত জিনিসের প্রতি) তাকাবে না। তোমার প্রথম দৃষ্টি জায়িয (ও ক্ষমাযোগ্য) হলেও পরের দৃষ্টি (ক্ষমাযোগ্য) নয়।

আবু দাউদ শরীফ ১৫৫১ নং হাদীসে এসেছে:

১৫৫১. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (রহঃ) ..... শাক্‌ল্ ইব্‌ন হুমায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে আবেদন

করি যে, আমাকে দু’আ শিক্ষা দেন। তখন তিনি বলেনঃ তুমি বল, ইয়া আল্লাহ! আমি কর্ণের অপকর্ম হতে, চোখের দুষ্টামি হতে, যবানের ধৃষ্টতা হতে, কলবের অপসৃষ্টি হতে, বীর্যের অপব্যবহার হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (তিরমিযী, নাসাঈ)।

আবু দাউদ শরীফ এর ২১৪৮ নং হাদীসে আছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ :سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ؟ فَقَالَ :اصْرِفْ بَصَرَكَ

২১৪৮। জারীর (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হঠাৎ কোনো নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ তোমার চোখ ফিরিয়ে নিবে।[1]

আবু দাউদ শরীফ এর ২১৫৩ নং হাদীসে আছে:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ، وَالْفَمُ يَزْنِي فَزِنَاهُ الْقُبَلُ

২১৫৩। আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রতিটি আদম সন্তানের মধ্যে যিনার একটি অংশ আছে। অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ। তিনি বলেছেনঃ দুই হাত যিনা করে, হাতের যিনা হচ্ছে স্পর্শ করা। দুই পা যিনা করে, অগ্রসর হওয়াই হচ্ছে পায়ের যিনা। মুখও যিনা করে, মুখের যিনা হচ্ছে চুমু খাওয়া।[1]

সহীহ আবু দাউদ শরীফ এর ২১৫২ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ

২১৫২। ইবনু ’আব্বাস (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত হাদীসের চাইতে সগীরাহ গুনাহ সম্পর্কিত কোনো হাদীস দেখিনি। তিনি বলেছেনঃ মহান আল্লাহ প্রতিটি আদম সন্তানের

মধ্যে যিনার একটি অংশ নির্ধারণ করে রেখেছেন, যা সে অবশ্যই করবে। সুতরাং দৃষ্টি হচ্ছে চোখের যিনা, প্রেমালাপ হচ্ছে জিহবার যিনা এবং অন্তরের যিনা হচ্ছে তা ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা, আর গুপ্তস্থান তা সত্য কিংবা মিথ্যায় পরিণত করে।[1]

আবু দাউদ শরীফ এর ২১৪৯ নং হাদীসে আছে:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الْإِيَادِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ :يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ ।

২১৪৯। ইবনু বুরাইদাহ (রহ.) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেনঃ হে আলী! কোনো নারীকে একবার দেখার পর দ্বিতীয়বার দেখবে না। কেননা তোমার জন্য প্রথমবার দেখার অনুমতি আছে, কিন্তু দ্বিতীয়বার জায়িয নয়।[1]

،حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري، اخبرنا شريك، عن ابي ربيعة الايادي، عن ابن بريدة ،عن ابيه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي :يا علي لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الاخرة حسن

[1]. তিরমিযী, আহমাদ।

|| তৃতীয় অধ্যায় ||

আত্মশুদ্ধি

সৃষ্টিগতভাবে শ্রেষ্ঠ মানুষের ভালো- মন্দ বিচারের ক্ষমতার অধিকার প্রাপ্ত প্রত্যেক মুমিনের জন্য তার ইহ -পারলৌকিক সফলতা, কল্যাণ ও মুক্তির জন্য আত্মার পরিশুদ্ধি আবশ্যক। কারণ এটি দ্বীনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ , যা ব্যতীত ঈমান-আক্বিদা ও ইসলাম বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ হয় না। আত্মশুদ্ধি বা আত্মার পরিশুদ্ধি বা পবিত্রকরণ যা ইসলামী পরিভাষায় 'তাজকিয়া' বা 'তাজকিয়াতুন নফস' বলে। এটি সূফিবাদের ভাষায় 'তাসাউফ' নামে পরিচিত।

ইসলাম বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করেছে , যা আল্লাহ প্রদত্ত এক বিশেষ নেয়ামত, আর তা হতে হবে শরীয়াহ ভিত্তিক তথা কোরআন সুন্নাহ অনুযায়ী,এর সীমানা অতিক্রম করলেই পথভ্রষ্টতা। বুদ্ধিমত্তা বিকাশের জন্য জ্ঞান অর্জন জরুরী, দুনিয়াবী জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি পারলৌকিক জ্ঞান অর্জন বেশি জরুরী।

এবার জানতে চাই আল্লাহর নির্দেশিত ইলমি জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা ও উপরোক্ত আত্মার রোগসমূহের প্রতিকার সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতিবিধান কি?

সুরা আশ শামস (৭-১০) নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَنَفۡسٍ وَّمَا سَوّٰىہَا ۪ۙ

কসম নাফ্সের এবং যিনি তা সুসম করেছেন।

فَاَلۡہَمَہَا فُجُوۡرَہَا وَتَقۡوٰىہَا ۪ۙ

অতঃপর তাকে তার অসৎকর্মও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। [১]

[১] 'জ্ঞানদান করা'র এক অর্থ এই যে, তিনি তাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে আম্বিয়াগণ ও আসমানী কিতাব দ্বারা ভাল-মন্দ চিনিয়ে দিয়েছেন। অথবা এর অর্থ যে, তার মস্তিষ্ক ও প্রকৃতিতে ভাল-মন্দ, নেকী-বদীর অনুভূতি প্রদান করেছেন। যাতে সে নেকীর পথ অবলম্বন করে এবং বদীর পথ হতে দূরে থাকে।

قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰىہَا ۪ۙ

নিঃসন্দেহে সে সফলকাম হয়েছে, যে তাকে পরিশুদ্ধ করেছে।

وَقَدۡ خَابَ مَنۡ دَسّٰىہَا ؕ

এবং সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তা (নাফস)-কে কলুষিত করেছে।

সহীহ বুখারী শরীফ ৬৪২০ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي اثْنَتَيْنِ فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الأَمَلِ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ وَابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ.

৬৪২০. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, বৃদ্ধ লোকের অন্তর দু'টি ব্যাপারে সর্বদা যুবক থাকে। দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার ব্যাপারে আর দীর্ঘ আশার ব্যাপারে। আরেকটি হল উচ্চাকাঙ্ক্ষা। লায়স (রহ.) ..... সা'ঈদ ও আবূ সালামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। [মুসলিম ১২/৩৮, হাঃ ১০৪৬, আহমাদ ১০৫১৯]

আধুনিক প্রকাশনী- ৫৯৭২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৯৭৮)।

সুরা আরাফ (৫১ ,৫৫ ও ২০৫) নং আয়াতে আল্লাহ বলেন:

الَّذِيۡنَ اتَّخَذُوۡا دِيۡنَہُمۡ لَہۡوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتۡہُمُ الۡحَيٰوةُ الدُّنۡيَا ۚ فَالۡيَوۡمَ نَنۡسٰىہُمۡ كَمَا نَسُوۡا لِقَآءَ يَوۡمِہِمۡ ہٰذَا ۙ وَمَا كَانُوۡا بِاٰيٰتِنَا يَجۡحَدُوۡنَ

“‘যারা তাদের দীনকে গ্রহণ করেছে খেলা ও তামাশারূপে এবং তাদেরকে দুনিয়ার জীবন প্রতারিত করেছে’। সুতরাং আজ আমি তাদেরকে (জাহান্নামে) ছেড়ে রাখব*, যেমন তারা তাদের এ দিনের সাক্ষাতের জন্য কাজ করা ছেড়ে দিয়েছিল। আর (যেভাবে) তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত। “

ٱدۡعُوۡا رَبَّكُمۡ تَضَرُّعًا وَّخُفۡيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الۡمُعۡتَدِيۡنَ

ٱدۡعُوۡا رَبَّكُمۡ تَضَرُّعًا وَّخُفۡيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الۡمُعۡتَدِيۡنَ

“তোমরা তোমাদের রবকে ডাক অনুনয় বিনয় করে ও চুপিসারে। নিশ্চয় তিনি পছন্দ করেন না সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে।”

وَاذۡكُرۡ رَّبَّكَ فِىۡ نَفۡسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيۡفَةً وَّدُوۡنَ الۡجَهۡرِ مِنَ الۡقَوۡلِ بِالۡغُدُوِّ وَالۡاٰصَالِ وَلَا تَكُنۡ مِّنَ الۡغٰفِلِيۡنَ

“আর তুমি নিজ মনে আপন রবকে স্মরণ কর সকাল-সন্ধ্যায় অনুনয়-বিনয় ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ স্বরে। আর গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।”

সুরা আম্বিয়া (৩২-৩৩) নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَجَعَلۡنَا السَّمَآءَ سَقۡفًا مَّحۡفُوۡظًا ۖۚ وَّهُمۡ عَنۡ اٰيٰتِهَا مُعۡرِضُوۡنَ

“আর আমি আসমানকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু তারা তার নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।”

وَهُوَ الَّذِىۡ خَلَقَ الَّيۡلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمۡسَ وَالۡقَمَرَ ؕ كُلٌّ فِىۡ فَلَكٍ يَّسۡبَحُوۡنَ

“আর তিনিই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চাঁদ সৃষ্টি করেছেন; সবাই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।”

সুনানে তিরমিজি ২৪১৬ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ أَبُو مِحْصَنٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ الرَّحَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه

وسلم إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ . وَحُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ

২৪১৬। ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগপর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে সরতে পারবে না। তার জীবনকাল সম্পর্কে, কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা বিনাশ করেছে; তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা হতে তা উপার্জন করেছে এবং তা কি কি খাতে খরচ করেছে এবং সে যত টুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে মুতাবিক কি কি আমল করেছে।

সুরা ত্বহা (৭৫-৭৬) নং আয়াতে আল্লাহ বলেন:

ۙوَمَنۡ یَّاۡتِہٖ مُؤۡمِنًا قَدۡ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِکَ لَہُمُ الدَّرَجٰتُ الۡعُلٰی

“আর যারা তাঁর নিকট আসবে মুমিন অবস্থায়, সৎকর্ম করে তাদের জন্যই রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা।”

٪ جَنّٰتُ عَدۡنٍ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِہَا الۡاَنۡہٰرُ خٰلِدِیۡنَ فِیۡہَا ؕ وَذٰلِکَ جَزٰٓؤُا مَنۡ تَزَکّٰی

“স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে স্থায়ী হবে। আর এটা হল যারা পরিশুদ্ধ হয় তাদের পুরষ্কার।”

সুরা আ'লা(১৪-১৬) নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

ۙقَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ تَزَکّٰی

+,অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে যে আত্মশুদ্ধি করবে,”

ؕوَذَکَرَ اسۡمَ رَبِّہٖ فَصَلّٰی

“আর তার রবের নাম স্মরণ করবে, অতঃপর সালাত আদায় করবে।”

ۖبَلۡ تُؤۡثِرُوۡنَ الۡحَیٰوۃَ الدُّنۡیَا

“বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ।”

সুরা ফজর (২৭-৩০) নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

یٰۤاَیَّتُہَا النَّفۡسُ الۡمُطۡمَئِنَّۃُ ٭

“হে প্রশান্ত আত্মা!”

ارۡجِعِیۡۤ اِلٰی رَبِّکِ رَاضِیَۃً مَّرۡضِیَّۃً ۚ
"তুমি ফিরে এসো তোমার রবের প্রতি সন্তুষ্টচিত্তে, সন্তোষভাজন হয়ে।"

فَادۡخُلِیۡ فِیۡ عِبٰدِیۡ ۙ
"অতঃপর আমার বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও।"

وَادۡخُلِیۡ جَنَّتِیۡ
"আর প্রবেশ কর আমার জান্নাতে।"

সুরা বাকারার (১০, ৮১ ,৮২ ,১২৯ ও ১৮৬) নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

فِیۡ قُلُوۡبِہِمۡ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَہُمُ اللّٰہُ مَرَضًا ۚ وَلَہُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌۢ ۬ۙ بِمَا کَانُوۡا یَکۡذِبُوۡنَ
"তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি। সুতরাং আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। কারণ তারা মিথ্যা বলত।"

بَلٰی مَنۡ کَسَبَ سَیِّئَۃً وَّاَحَاطَتۡ بِہٖ خَطِیۡٓـَٔتُہٗ فَاُولٰٓئِکَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ ہُمۡ فِیۡہَا خٰلِدُوۡنَ
"হ্যাঁ, যে মন্দ উপার্জন করবে এবং তার পাপ তাকে বেষ্টন করে নেবে, তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে হবে স্থায়ী।"

وَالَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِکَ اَصۡحٰبُ الۡجَنَّۃِ ۚ ہُمۡ فِیۡہَا خٰلِدُوۡنَ ٪
"আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তারা জান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানে হবে স্থায়ী।"

رَبَّنَا وَابۡعَثۡ فِیۡہِمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡہُمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡہِمۡ اٰیٰتِکَ وَیُعَلِّمُہُمُ الۡکِتٰبَ وَالۡحِکۡمَۃَ وَیُزَکِّیۡہِمۡ ؕ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ٪
'হে আমাদের রব, তাদের মধ্যে তাদের থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যে তাদের প্রতি আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে আর তাদেরকে পবিত্র করবে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'"।

وَاِذَا سَاَلَکَ عِبَادِیۡ عَنِّیۡ فَاِنِّیۡ قَرِیۡبٌ ؕ اُجِیۡبُ دَعۡوَۃَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلۡیَسۡتَجِیۡبُوۡا لِیۡ وَلۡیُؤۡمِنُوۡا بِیۡ لَعَلَّہُمۡ یَرۡشُدُوۡنَ

"আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। আমি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে।"

সুরা জুমআহ (২-৩) নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

هُوَ الَّذِىۡ بَعَثَ فِى الۡاُمِّيّٖنَ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُوۡا عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيۡهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ الۡكِتٰبَ وَالۡحِكۡمَةَ * وَاِنۡ كَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِىۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍۙ

"তিনিই উম্মীদের* মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের কাছে তেলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল। "

وَّاٰخَرِيۡنَ مِنۡهُمۡ لَمَّا يَلۡحَقُوۡا بِهِمۡ‌ؕ وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ

"এবং তাদের মধ্য হতে অন্যান্যদের জন্যও, (এ রাসূলকেই পাঠানো হয়েছে) যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আর তিনিই মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

সুরা নাযিয়াত (১৭-১৯) নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

اِذۡهَبۡ اِلٰى فِرۡعَوۡنَ اِنَّهٗ طَغٰىۖ

"'ফির'আউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালংঘন করেছে।"

فَقُلۡ هَلۡ لَّكَ اِلٰٓى اَنۡ تَزَكّٰىۙ

"অতঃপর বল 'তোমার কি ইচ্ছা আছে যে, তুমি পবিত্র হবে'?"

সুরা রা'দ (২১-২৪) নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সতর্ক করছেন:

وَالَّذِيۡنَ يَصِلُوۡنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنۡ يُّوۡصَلَ وَيَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ وَيَخَافُوۡنَ سُوۡٓءَ الۡحِسَابِؕ

"আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অটুট রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, যারা তা অটুট রাখে এবং তাদের রবকে ভয় করে, আর মন্দ হিসাবের আশঙ্কা করে।"

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۙ

"যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সবর করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিযক প্রদান করেছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভাল কাজের মাধ্যমে মন্দকে দূর করে, তাদের জন্যই রয়েছে আখিরাতের শুভ পরিণাম।"

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۚ

"স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যাতে তারা এবং তাদের পিতৃপুরুষগণ, তাদের স্ত্রীগণ ও তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা সৎ ছিল তারা প্রবেশ করবে। আর ফেরেশতারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের নিকট প্রবেশ করবে।"

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ؕ

"(আর বলবে) 'শান্তি তোমাদের উপর, কারণ তোমরা সবর করেছ, আর আখিরাতের এ পরিণাম কতই না উত্তম'।"

সহীহ তিরমিজি শরীফ ২৩৭৫ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بَطْنَهُ . قَالَ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى أَبُو عَوَانَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي الأَحْوَصِ . وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ .

২৩৭৫. কুতায়বা (রহঃ) ..... সিমাক ইবন হারব (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবন বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছিঃ তোমর তো এখন তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী পানাহার করতে পার অথচ তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমি দেখেছি যে, তিনি এমন কোন রদ্দী খেজুরও পাচ্ছেন না যা দিয়ে তিনি পেট ভরতে পারেন।

সুরা মুতাফ্ফেফীন (১-৬) নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَيۡلٌ لِّلۡمُطَفِّفِيۡنَ ۙ
"ধ্বংস যারা পরিমাপে কম দেয় তাদের জন্য।"

الَّذِيۡنَ اِذَا اكۡتَالُوۡا عَلَى النَّاسِ يَسۡتَوۡفُوۡنَ ۖ
"যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে।"

وَاِذَا كَالُوۡهُمۡ اَوۡ وَّزَنُوۡهُمۡ يُخۡسِرُوۡنَ ؕ
"আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়"।

اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِکَ اَنَّهُمۡ مَّبۡعُوۡثُوۡنَ ۙ
"তারা কি দৃঢ় বিশ্বাস করে না যে, নিশ্চয় তারা পুনরুত্থিত হবে।"

لِيَوۡمٍ عَظِيۡمٍ ۙ
"এক মহা দিবসে ?"

يَّوۡمَ يَقُوۡمُ النَّاسُ لِرَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ؕ
"যেদিন মানুষ সৃষ্টিকুলের রবের জন্য দাঁড়াবে।"

সুরা শুরা ২০ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

مَنۡ كَانَ يُرِيۡدُ حَرۡثَ الۡاٰخِرَةِ نَزِدۡ لَهٗ فِىۡ حَرۡثِهٖ ۚ وَمَنۡ كَانَ يُرِيۡدُ حَرۡثَ الدُّنۡيَا نُؤۡتِهٖ مِنۡهَا وَمَا لَهٗ فِى الۡاٰخِرَةِ مِنۡ نَّصِيۡبٍ
"যে আখিরাতের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য তার ফসলে প্রবৃদ্ধি দান করি, আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তা থেকে কিছু দেই এবং আখিরাতে তার জন্য কোন অংশই থাকবে না।"

সুরা ফাতির ১৮ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزۡرَ اُخۡرٰى ؕ وَاِنۡ تَدۡعُ مُثۡقَلَةٌ اِلٰى حِمۡلِهَا لَا يُحۡمَلۡ مِنۡهُ شَىۡءٌ وَّلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبٰى ؕ اِنَّمَا تُنۡذِرُ الَّذِيۡنَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ بِالۡغَيۡبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَمَنۡ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفۡسِهٖ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ الۡمَصِيۡرُ
"আর কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না এবং কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি তার বোঝা বহনের জন্য কাউকে ডাকে তবে তার বোঝার কোন অংশই বহন করা

হবে না যদিও সে আত্মীয় হয়; তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করবে যারা তাদের রবকে না দেখেও ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে; আর যে ব্যক্তি পরিশুদ্ধি অর্জন করে সে নিজের জন্যই পরিশুদ্ধি অর্জন করে। আর আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তন।"

সুরা বনী ইসরাইল (৩৬ ও ৮২) নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا

"আর যে বিষয় তোমার জানা নাই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তকরণ- এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে।"

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا

"আর আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়।"

সুরা আল ইমরান (১৬৪ ও ১৯১) নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

"অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।"

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। (বলে) 'হে আমাদের রব, তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র মহান। সুতরাং তুমি আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর'।"

সহীহ বুখারী (১ ,২৫,২৬,৫০)নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে::

،حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رضى الله عنه ـ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ".

وَقَوْلُ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ)إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ(

এ মর্মে আল্লাহ্ তা’আলার বাণীঃ ’’নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সেরূপ ওয়াহী প্রেরণ করেছি যেরূপ নূহ ও তাঁর পরবর্তী নবীদের (নবীদের) প্রতি ওয়াহী প্রেরণ করেছিলাম।’’ (সূরাহ্ আন-নিসা ৪/১৬৩)

১. ’আলক্বামাহ ইবনু ওয়াক্কাস আল-লায়সী (রহ.) হতে বর্ণিত। আমি ’উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছিঃ আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ কাজ (এর প্রাপ্য হবে) নিয়্যাত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়্যাত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশে- তবে তার হিজরত সে উদ্দেশেই হবে, যে জন্যে, সে হিজরত করেছে।] (৫৪, ২৫২৯, ৩৮৯৮, ৫০৭০, ৬৬৮৯, ৬৯৫৩; মুসলিম ২৩/৪৫ হাঃ ১৯০৭, আহমাদ ১৬৮) (আধুনিক প্রকাশনী- ১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ مَا الإِيمَانُ قَالَ " الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ ". قَالَ مَا ،الإِسْلاَمُ قَالَ " الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ ". قَالَ مَا الإِحْسَانُ قَالَ " أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ". قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ " مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ، فِي خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ ". ثُمَّ تَلاَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم)إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ(الآيَةَ. ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ " رُدُّوهُ ". فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا. فَقَالَ " هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنَ الإِيمَانِ.

জিবরীল ('আ.) কর্তৃক আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট ঈমান, ইসলাম, ইহসান ও কিয়ামতের জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন আর তাঁকে দেয়া আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উত্তর। তারপর তিনি বললেনঃ জিবরীল ('আ.) তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। তিনি এসব বিষয়কে দ্বীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। ঈমান সম্পর্কে আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিবরণ দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ ''কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবূল করা হবে না।'' (সূরাহ্ আলু 'ইমরান৩/ ৮৫)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "

২৫. ইবনু 'উমার (রাযি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য নির্দেশিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, আর সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে। তারা যদি এগুলো করে, তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করলো; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর উপর অর্পিত। (মুসলিম ১/৮ হাঃ ২২) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৪)।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَىُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ " إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ". قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ". قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ " حَجٌّ مَبْرُورٌ

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى(فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ)عَنْ قَوْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَقَالَ (لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ( )الْعَامِلُونَ

আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীর পরিপ্রেক্ষিতঃ এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ। (সূরাহ্ যুখরুফ ৪৩/৭২)
সুতরাং শপথ আপনার প্রতিপালকের আমি তাদের সকলকে জিজ্ঞেস করবই সে বিষয়ে, যা তারা করে- (সূরাহ্ হিজ্র ১৫/৯০)। আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে আলিমদের এক দল বলেন, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ এর স্বীকারোক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ এরূপ সাফল্যের জন্য 'আমলকারীদের উচিত 'আমল করা। (সূরাহ্ সাফ্ফাত ৩৭/৬১।

২৬. আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করা হল, 'কোন্ 'আমলটি উত্তম?' তিনি বললেনঃ 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।'* জিজ্ঞেস করা হলো, 'অতঃপর কোনটি?' তিনি বললেনঃ 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।' প্রশ্ন করা হল, 'অতঃপর কোনটি?' তিনি বললেনঃ 'মাকবূল হাজ্জ সম্পাদন করা।'' (১৫১৯; মুসলিম ১/৩৬ হাঃ ৮৩) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৫, .ফা. ২৫)।
৫০. আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনসমক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন 'ঈমান কী?' তিনি বললেনঃ 'ঈমান হল, আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর মালাকগণের প্রতি, (কিয়ামতের দিন) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। আপনি আরো বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ইসলাম কী?' তিনি বললেনঃ 'ইসলাম হল, আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন করবেন না, সালাত প্রতিষ্ঠা করবেন, ফরজ যাকাত আদায় করবেন এবং রমাযান-এর সিয়ামব্রত পালন করবেন।' ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'ইহসান কী?' তিনি বললেনঃ 'আপনি এমনভাবে আল্লাহর 'ইবাদাত করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান তবে (মনে করবেন) তিনি আপনাকে দেখছেন।' ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'কিয়ামত কবে?' তিনি বললেনঃ 'এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত নন। তবে আমি আপনাকে কিয়ামতের আলামতসমূহ বলে দিচ্ছিঃ বাঁদী যখন তার প্রভুকে প্রসব করবে এবং উটের নগণ্য রাখালেরা যখন বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে। (কিয়ামতের জ্ঞান) সেই পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ্

ব্যতীত কেউ জানে না।’ অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেনঃ ‘কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই নিকট......।’ (সূরাহ্ লুক্বমান ৩১/৩৪)।

এরপর ঐ ব্যক্তি চলে গেলে তিনি বললেনঃ ‘তোমরা তাকে ফিরিয়ে আন।’ তারা কিছুই দেখতে পেল না। তখন তিনি বললেন, ‘ইনি জিবরীল (আ)। লোকদেরকে তাদের দ্বীন শেখাতে এসেছিলেন।’

আবূ ‘আবদুল্লাহ বুখারী (রহ.) বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব বিষয়কে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (৪৭৭৭; মুসলিম ১/১ হাঃ ৯) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৪৮)।

সহীহ বুখারী (৬৬০,৫০১১) নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

৬৬০. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে দিন আল্লাহর (রহমতের) ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন।

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক,

২. সে যুবক যার জীবন গড়ে উঠেছে তার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে,

৩. সে ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে,

৪. সে দু’ ব্যক্তি যারা পরস্পরকে ভালবাসে আল্লাহর ওয়াস্তে, একত্র হয় আল্লাহর জন্য এবং পৃথকও হয় আল্লাহর জন্য,

৫. সে ব্যক্তি যাকে কোনো উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী আহবান জানায়, কিন্তু সে এ বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, ‘আমি আল্লাহকে ভয় করি’,

৬. সে ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানে না,

৭. সে ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর যিকর করে, ফলে তার দু' চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে থাকে।

(১৪২৩, ৬৪৭৯; মুসলিম ১২/৩০, হাঃ ১০৩১,আহমদ ৯৬৭১) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৬২০, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৬২৭)।

عَمْرُوْ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوْطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُوْ وَتَدْنُوْ وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ.

৫০১১. বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি 'সূরাহ কাহ্‌ফ' তিলাওয়াত করছিলেন। তার ঘোড়াটি দু'টি রশি দিয়ে তার পাশে বাঁধা ছিল। তখন এক টুকরো মেঘ এসে তার উপর ছায়া দান করল। মেঘখন্ড ক্রমেই নিচের দিকে নেমে আসতে লাগল। আর তার ঘোড়াটি ভয়ে লাফালাফি শুরু করে দিল। সকাল বেলা যখন লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উক্ত ঘটনার কথা ব্যক্ত করেন, তখন তিনি বললেন, এ ছিল আস্সাকিনা (প্রশান্তি), যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে নাযিল হয়েছিল। [৩৬১৪] (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪৬৩৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৪৬৪৩)।

অন্যত্র সহীহ বুখারী ৫৫৯০ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلاَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ غَنْمٍ الأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الأَشْعَرِيُّ وَاللهِ مَا كَذَبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلميَقُوْلُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُوْلُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمْ اللهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

৫৫৯০. 'আবদুর রহমান ইবনু গানাম আশ'আরী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট আবূ আমির কিংবা আবূ মালিক আশ'আরী বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর কসম! তিনি আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেননি। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেনঃ আমার উম্মাতের মধ্যে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে। তেমনি এমন অনেক দল হবে, যারা পাহাড়ের ধারে বসবাস করবে, বিকাল বেলায় যখন তারা পশুপাল নিয়ে ফিরবে তখন তাদের নিকট কোন অভাব নিয়ে ফকীর আসলে তারা

বলবে, আগামী দিন সকালে তুমি আমাদের নিকট এসো। এদিকে রাতের অন্ধকারেই আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দেবেন। পর্বতটি ধ্বসিয়ে দেবেন, আর বাকী লোকদেরকে তিনি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বানর ও শূকর বানিয়ে রাখবেন। (আধুনিক প্রকাশনী- ৫১৮০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫০৭৬।

সহীহ বুখারী ৬৪৯৬ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

،حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ". قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ".

৬৪৯৬. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন আমানত নষ্ট হয়ে যাবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। সে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমানাত কিভাবে নষ্ট হয়ে যাবে? তিনি বললেনঃ যখন কোন দায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হবে, তখনই কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। [৫৯] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬০৫৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬০৫২)।

সহীহ তিরমিজি শরীফ (১৩৩৩ ,১৯৯৩) নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

،حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

১৩৩৩. আলী ইবনু মুনযির কূফী (রহঃ) ...... আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং সবচে নিকটে উপবেশনকারী মানুষ হল ন্যায়নিষ্ঠ শাসক। আর সবচে ঘৃণ্য ও দুরের হল অত্যাচারী শাসক।

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا وَمَنْ

حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلاَهَا " . وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثٌ حَسَنٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

১৯৯৩। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বাতিল ও জঘন্য মিথ্যা বলা ছেড়ে দিল, তার জন্য জান্নাতের মধ্যে এক পাশে প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। যে ব্যক্তি ন্যায়ানুগ হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ ছেড়ে দিল, তার জন্য জান্নাতের মাঝখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। যে ব্যক্তি নিজের চরিত্র উন্নত করে তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ জায়গাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়।

সহীহ তিরমিজি শরীফ (২৩২০,২৪৬৬) নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ " . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

২৩২০। সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যদি এই পৃথিবীর মূল্য মশার একটি পাখার সমানো হত তাহলে তিনি কোন কাফিরকে এখানকার পানির এক ঢোকও পান করাতেন না।

সহীহ, সহীহাহ (৯৪০)।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ بْنِ نَشِيطٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِلاَّ تَفْعَلْ مَلأْتُ يَدَيْكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ " . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَأَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ اسْمُهُ هُرْمُزُ .

২৪৬৬। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদাতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর, আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব দূর করে দিব। তুমি তা না করলে আমি তোমার দুইহাত কর্মব্যস্ততায় পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব-অনটন রহিত করবো না।

ইবনে মাজাহ ৩০৫৬ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنًى فَقَالَ " نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلاَثٌ لاَ يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنَّصِيحَةُ لِوُلاَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ " .

২/৩০৫৬। মুহাম্মাদ ইবনে জুবায়ের ইবনে মুতইম (রহঃ) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনার মসজিদুল খায়ফ-এ দাঁড়িয়ে বলেনঃ আল্লাহ তা’আলা সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন যে আমার কথা শোনে, অতঃপর তা (অন্যদের নিকট) পৌঁছে দেয়। জ্ঞানের অনেক বাহক মূলত জ্ঞানী নয়। কোন কোন জ্ঞানের বাহক যার নিকট জ্ঞান বয়ে নিয়ে যায়, সে তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। তিনটি বিষয় মুমিন ব্যক্তির অন্তর প্রতারণা করতে পারে না: (১) একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর (সন্তোষ লাভের) জন্য ’আমল (কাজ) করা, (২) মুসলিম শাসকবর্গকে সদুপদেশ প্রদানে এবং (৩) মুসলিম জামা’আতের (সমাজের) সাথে সংঘবদ্ধ থাকার ব্যাপারে। কারণ মুসলিমদের দোয়া তাদেরকে পেছন দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রাখে।

সহীহ মুসলিম শরীফ ১৯০৯ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

،حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ، بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ " . وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ " بِصِدْقٍ

৪৮২৪-(১৫৭/১৯০৯) আবূ তাহির ও হারমালাহ ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ..... সাহল ইবনু হুনায়ফ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর নিকট শাহাদাত প্রার্থনা করে আল্লাহ তা’আলা তাকে শহীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত করবেন যদিও সে আপন শয্যায় ইন্তিকাল করে (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৭৭৭, ইসলামিক সেন্টার ৪৭৭৮)।

সহীহ মুসলিম ৬৪৩৭ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ، الأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ " .

৬৪৩৭-(৩৪/...) আমর আন নাকিদ (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক চাল-চলন ও বিত্ত-বৈভবের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তিনি দৃষ্টি দিয়ে থাকেন তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৩১১, ইসলামিক সেন্টার ৬৩৬০)।

আবার সহীহ মুসলিম ২৫৬৪ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، - يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ - عَنْ أَبِي، سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا . الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ . التَّقْوَى هَا هُنَا " . وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ " بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ " .

৬৪৩৫-(৩২/২৫৬৪) আবদুল্লাহ ইবনু মাসলামাহ ইবনু কা’নাব (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পর ধোকাবাজি করো না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের ক্ষতি করার উদ্দেশে অগোচরে শত্রুতা করো না এবং একে অন্যের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয়ের চেষ্টা করবে না। তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে থাকো। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর অত্যাচার করবে না, তাকে অপদস্ত করবে না এবং হেয় প্রতিপন্ন করবে না। তাকওয়া এখানে, এ কথা বলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার তার বক্ষের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার ভাইকে হেয় জ্ঞান করে। কোন মুসলিমের উপর প্রত্যেক মুসলিমের জান-মাল ও ইযযত-আবরু হারাম। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৩০৯, ইসলামিক সেন্টার ৬৩৫৮)।

নাসাই শরীফ ৩১৪০ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَيُقَاتِلُ لِيَغْنَمَ وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

৩১৪০. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (রহঃ) ... আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বলেনঃ একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে নিবেদন করলো, এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে প্রসিদ্ধি লাভের জন্য, আর এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে গনীমতের মাল লাভের জন্য, অন্যজন যুদ্ধ করে বাহাদুরী প্রকাশের জন্য; তাহলে এদের মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় কে? তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কলেমা সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে, সে-ই আল্লাহর রাস্তার সৈনিক।

ডা আইশা হামদান তার ইসলামী সাইকোলজি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,-

" কয়েকটি পদ্ধতিতে একজন মানুষ তার সাইকোথেরাপির মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করতে পারে। যেমন:

১. দুনিয়ার ক্ষণকালের বাস্তবতা উপলব্ধি করা।

২. আখেরাতের উপর মনোযোগ প্রদান করা।

৩.দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদের সময় তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও প্রভাব নিয়ে চিন্তা করা।

৪.আল্লাহর উপর ভরসা ও নির্ভর করা।

৫.আল্লাহর নিয়ামতের উপর মনোযোগ দেয়া।"

অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার পুনর্জাগরন করার জন্য নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা, কোরআন তেলাওয়াত করা, বেশি বেশি যিকির আজকার করা, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা রাখা,অধিক পরিমাণে দোয়া করা, বেশি বেশি নফল ও সুন্নাহর আলোকে জীবন অতিবাহিত করা ইত্যাদির মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা সম্ভব।

শাইখ ইবনু তাইমিয়া রহঃ বলেছেন:

- "নফস যখন তার প্রতি আদিষ্ট বিষয়ের(তথা অসৎকর্ম বর্জন ও সৎকর্ম সম্পাদন) অনুগত হয় না, তখন ওই গুনাহ সমূহ সংঘটিত হয়। কিন্তু নফস তার প্রতি আদিষ্ট বিষয়ের অনুগত হলে কখনোই গুনাহ হতে পারে না। কারণ গুনাহে লিপ্ত হওয়া আর নফসের প্রতি আদিষ্ট বিষয়ের (তথা অসৎকর্ম বর্জন করে সৎকর্ম সম্পাদন) আনুগত্য করা - এ দু'টো পরস্পরবিরোধী।"

এই সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: সুরা ইউসুফ ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَقَدۡ ہَمَّتۡ بِہٖ ۚ وَہَمَّ بِہَا لَوۡلَاۤ اَنۡ رَّاٰ بُرۡہَانَ رَبِّہٖ ؕ کَذٰلِکَ لِنَصۡرِفَ عَنۡہُ السُّوۡٓءَ وَالۡفَحۡشَآءَ ؕ اِنَّہٗ مِنۡ عِبَادِنَا الۡمُخۡلَصِیۡنَ

"আর সে মহিলা তার প্রতি আসক্ত হল, আর সেও তার প্রতি আসক্ত হত, যদি না তার রবের স্পষ্ট প্রমাণ* প্রত্যক্ষ করত। এভাবেই, যাতে আমি তার থেকে অনিষ্ট ও অশ্লীলতা দূর করে দেই। নিশ্চয় সে আমার খালেস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। "

অন্যত্র বলেছেন, সুরা হিজর ৪২ নং আয়াতে শয়তানকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

اِنَّ عِبَادِیۡ لَیۡسَ لَکَ عَلَیۡہِمۡ سُلۡطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الۡغٰوِیۡنَ

'নিশ্চয় আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই, তবে পথভ্রষ্টরা ছাড়া যারা তোমাকে অনুসরণ করেছে'।

অর্থাৎ গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা হলো শয়তান দ্বারা প্ররোচিত প্রবৃত্তির অনুসরণ। এই ক্ষেত্রে কর্তব্য হলো পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে আল্লাহর নির্দেশিত বিষয়ে ভয় ও ভালোবাসায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইবাদত বন্দেগী করে যাওয়া। গুনাহ হয়ে গেলে খালেস তওবা করা।

সহীহ বুখারী শরীফ হাদীস নং (১৪, ১৫) ও সহীহ মুসলিম ৭৩ নং হাদীস থেকে পাই:

،حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ".

ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ১৪, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১৫

১৪। ইয়া'কুব ইবনু ইবরাহীম ও আদম (রহঃ) ... আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষন না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও সব মানুষের চেয়ে বেশী প্রিয় হই।"

অন্যত্র বলেছেন:সুনানে তিরমিজি ২৫২১ নং হাদীসে এসেছে:

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ وَأَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَنْكَحَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

২৫২১। মু'আয ইবনু আনাস আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশে দান-খয়রাত করে, আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশে (দান করা হতে) নিবৃত্ত থাকে, আল্লাহ্ তা'আলার জন্য ভালবাসে, আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই ঘৃণা করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে বিয়ে প্রদান করে, সে তার ঈমান সুসম্পন্ন করেছে।

হাসানঃ সহীহাহ (১/১১৩)।

উপসংহার

ইসলাম আমাদেরকে বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করেছে, যা আল্লাহ তায়ালার দেয়া এক বিশেষ নেয়ামত। আর তা হবে শরীয়ত ভিত্তিক তথা কোরআন সুন্নাহ অনুযায়ী ।

এর সীমানা অতিক্রম করলেই মানুষ হবে পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহীতে নিমজ্জিত।

এই বুদ্ধিমত্তা বিকাশের জন্য জ্ঞানার্জন জরুরী। জ্ঞান অর্জন দুই প্রকার হতে পারে। যথা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জ্ঞান অর্জন।

আর ইহলৌকিক জ্ঞান অর্জন দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ এবং পারলৌকিক জ্ঞান অর্জন দুনিয়া ও আখেরাত উভয়জাহানেই প্রযোজ্য।

হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে:

অর্থাৎ- "বান্দা আমার প্রতি যেমন ধারনা রাখবে, আমাকে তেমন দেখতে পাবে।" (বুখারী৭৪০৫).।

আল্লাহ বান্দার কাছ থেকে সুখের সময় শুকরিয়ার বাণী ও দুঃখের সময় কাতর কণ্ঠের রোনাজারি শুনতে ভালোবাসেন। বান্দা শুকরিয়ার পরিবর্তে উদাসীন হয়ে গেলে আল্লাহ তাকে পরীক্ষায় ফেলে দেন, যাতে বান্দা আল্লাহতায়ালার দিকে বেশি বেশি ঝুঁকে, কাতর কণ্ঠে ও মিনতি ভরা আকুতি জানায়। আর এটাই আল্লাহ তায়ালা শুনতে ভালোবাসেন এবং এর ভিতর দিয়েও বান্দার উপর রহমত বর্ষণ করে থাকেন।
তাই আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা রাখা এবং তার হিকমত ও রহমতের প্রতি আস্থা রাখা জরুরী। বিপদের মধ্য দিয়েই আল্লাহ বড় বড় নিয়ামত দান করেন। সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার ফায়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা, কৃতজ্ঞ ও ধৈর্য্যশীল বান্দা হওয়া একান্ত জরুরী।

রাসুল সাঃ বলেছেন:
"মুমিনের বিষয়টি বড়োই বিস্ময়কর! তার সবকিছুই কল্যাণকর; মুমিন ছাড়া সেটি অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তার জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি এলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, ফলে তা হয় তার জন্য কল্যাণকর। আর দুঃখ দুর্দশার মুখোমুখি হলে ধৈর্য ধারণ করে, ফলে তাও হয় তার জন্য কল্যাণকর।"(সহীহ মুসলিম হাদীস নং হাদীসে নং : ৭২২৯)

সুরা তাগাবুন **১১** নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:
مَآ اَصَابَ مِنۡ مُّصِیۡبَۃٍ اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰہِ ؕ وَمَنۡ یُّؤۡمِنۡۢ بِاللّٰہِ یَہۡدِ قَلۡبَہٗ ؕ وَاللّٰہُ بِکُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمٌ
"আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে সৎপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ।”

সুরা তূর ৪৮ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:
وَاصۡبِرۡ لِحُکۡمِ رَبِّکَ فَاِنَّکَ بِاَعۡیُنِنَا وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّکَ حِیۡنَ تَقُوۡمُ ۙ
-"আর তোমাদের রবের সিদ্ধান্তের জন্য ধৈর্যধারণ কর; কারণ তুমি আমার চোখের সামনেই আছ, তুমি যখন জেগে ওঠ তখন তোমার রবের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ কর।"

অতএব বুঝা গেলো:-
তাওহীদ , ইখলাস, তাওয়াক্কুল ও একমাত্র আল্লাহর উপর মুখাপেক্ষী হওয়ার পাশাপাশি একজন মুমিনের তিনটি গুণ অত্যাবশ্যক। যেমন:
১. অন্য সবার চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বেশি ভালোবাসা পোষণ।
২.কাউকে শুধু আল্লাহর জন্যই ভালোবাসেবে।
৩. ঈমান হারিয়ে যাওয়া বা পূনরায় কুফরে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিপতিত হওয়ার চেয়েও বেশি অপছন্দ করবে।

অর্থাৎ যখন একজন বান্দা যত বেশি আল্লাহর নিকটবর্তী হবে , সে তত বেশি সৎকর্মশীল হবে , এবং নিজের অস্তিত্বকে মর্যাদাপূর্ণ করতে পারবে । যারা অধিক ধর্মপ্রাণ ও আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন তারা অন্যদের তুলনায় ভালো মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হন।
আল্লাহতায়ালা যাকে কোরআন সুন্নাহর জ্ঞান ও এতদুভয়ের মূল ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি ভালোভাবে আয়ত্ত করার ও গভীরভাবে উপলব্ধি করার তৌফিক দান করেন, দুনিয়ার অন্য সব জ্ঞান থেকে সেই ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়। আর তা থেকেই জ্ঞান বিজ্ঞানের সূত্র উদ্ভাবন করতে পারেন। আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সহীহ বুঝ ও গভীর উপলব্ধি দান করেন। তবে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান নির্ভরশীল হয় আল্লাহর পরিচয়, তার আদেশ-নিষেধ ও সৃষ্টিকুল সম্পর্কে জানার উপর। আর নবী রাসুলদের কাছে এ বিষয়টি অর্পণ করা হয়েছে। তাই নবী রাসূলদের অনুসারীদের চিকিৎসা পদ্ধতি অন্যান্যদের তুলনায় নিখুঁত ও উপকারী। জ্ঞান, বুদ্ধি , বিচক্ষণতা ও স্বভাবের কারণে আল্লাহর কাছে মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়েছে।
তাই মোহাম্মদ (সঃ) কে যে জ্ঞান, বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে, অন্যরা তার কাছাকাছি ও যেতে পারেননি।

মানুষ নিজে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিবর্তন করে সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষমতা রাখে। নিজের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা গুলোকে চাইলে সে অতিক্রম করতে পারে। সুতরাং, একজন ব্যক্তি চাইলে তার প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছায় হেদায়েত প্রাপ্ত

হয়ে আত্মার সকল প্রকার রোগ-ব্যাধি থেকেও সম্পুর্ণরুপে সুস্থতা লাভ করে খালেস মুমিন বান্দা হতে পারে।
এই সম্পর্কে আল্লাহ সুরা আনফাল ৫৩ নং আয়াতে বলেন:

ذٰلِکَ بِاَنَّ اللّٰہَ لَمۡ یَکُ مُغَیِّرًا نِّعۡمَۃً اَنۡعَمَہَا عَلٰی قَوۡمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوۡا مَا بِاَنۡفُسِہِمۡ ۙ وَاَنَّ اللّٰہَ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ ۙ

-"তা এ জন্য যে, আল্লাহ কোন নিআমতের পরিবর্তনকারী নন, যা তিনি কোন কওমকে দিয়েছেন, যতক্ষণ না তারা পরিবর্তন করে তাদের নিজদের মধ্যে যা আছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

কোরআন হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি , প্রত্যেক মানুষের সাথেই একজন জিন শয়তান নিযুক্ত রয়েছে। সে কখনো ওই মানুষকে ছেড়ে যায় না। তারা মানুষকে নানাভাবে প্ররোচিত ও প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। শয়তান (যার অর্থ উদ্ধত/বিদ্রোহী) নিজেও একজন জিন। ইবলিশ অর্থাৎ যার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই অর্থাৎ সে পথহারা ও দুর্দশাগ্রস্ত।

শয়তান মানুষকে যতভাবে প্রভাবিত করে, তার সবগুলো সে প্রয়োগ করে মানুষের চিন্তা চেতনা ও আবেগ অনুভূতিতে।
তার মধ্যে অন্যতম হলো ওয়াসওয়াসা, বদনজর- হিংসা, জাদু ও জিনের আছর।

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) লিখেছেন,
"মানুষের দেহে জিন প্রবেশ করার বিষয়টি আহলে সুন্নাত জামাতের সকল ইমামদের মাধ্যমে সুনিশ্চিত।"

এই সম্পর্কে আল্লাহ বলেন : সুরা বাকারার ২৭৫ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

اَلَّذِیۡنَ یَاۡکُلُوۡنَ الرِّبٰوا لَا یَقُوۡمُوۡنَ اِلَّا کَمَا یَقُوۡمُ الَّذِیۡ یَتَخَبَّطُہُ الشَّیۡطٰنُ مِنَ الۡمَسِّ ؕ ذٰلِکَ بِاَنَّہُمۡ قَالُوۡۤا اِنَّمَا الۡبَیۡعُ مِثۡلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰہُ الۡبَیۡعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنۡ جَآءَہٗ مَوۡعِظَۃٌ مِّنۡ رَّبِّہٖ فَانۡتَہٰی فَلَہٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمۡرُہٗۤ اِلَی اللّٰہِ ؕ وَمَنۡ عَادَ فَاُولٰٓئِکَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ ہُمۡ فِیۡہَا خٰلِدُوۡنَ

-"যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা সুদের মতই। অথচ আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, যা গত হয়েছে তা তার জন্যই ইচ্ছাধীন। আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাওলায়। আর যারা ফিরে গেল, তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।"

সৌদি আরবের ধর্মীয় চিকিৎসকগণ বা (রাক্বীগণ) জানিয়েছেন যে, বদনজর, যাদু-টোনা ও জিন আছরের কারণে যেসব রোগ বেশি দেখা যায় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে নানা রকম মানুষিক সমস্যা যেমন হতাশা, উদ্বিগ্নতা, ঘোরাচ্ছন্ন (হ্যালুসিনেশন) অবস্থা এবং নানা রকম ব্যধিতে আক্রান্ত হওয়ার আতঙ্ক।

শারীরিক মানসিক এবং আত্মিক রোগের জন্য রুকইয়াহ করা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে সেই রোগের চিকিৎসা থাকুক কিংবা না থাকুক সব অবস্থায় যেকোনো রোগের জন্য রুকইয়াহ করা যায়।

রুকইয়াহ হলো ধর্মীয় চিকিৎসক অর্থাৎ "রাক্বী" দ্বারা ইসলামিক চিকিৎসা পদ্ধতি যেখানে যথাযথ কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও দোয়া পাঠের মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তি কে নিরাময়ের জন্য প্রচেষ্টা করা হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহই একমাত্র সুস্থতা দানকারী। রুকাইয়াহ কার্যকর হওয়ার জন্য শুরুতে সঠিক সমস্যা চিহ্নিত হওয়া জরুরী। কেননা সমস্যার ভিত্তিতে তিলাওয়াতকৃত আয়াত ও দোয়ায় তারতম্য ঘটে। আধ্যাত্মিক ও গায়েবী সমস্যা সমূহ নিরাময়ের জন্য শুধুমাত্র রুকইয়াহই যথেষ্ট । আর শারীরিক ও মানসিক সমস্যার জন্য মেডিকেল ট্রিটমেন্ট এর পাশাপাশি রুকইয়াহ ব্যবহার করা যায়। এটি কার্যকরী হওয়ার জন্য একজন রাক্বীর উন্নত মানের তাক্বওয়া আবশ্যক। আর যদি কোন ব্যক্তি নিজের রুকইয়াহ নিজে করতে পারেন তাহলে তাই সর্বোত্তম। এখানে ইবনুল কাইয়ুম রহমতুল্লাহি আলাইহির কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, “আল কোরআন হচ্ছে পরিপূর্ণ চিকিৎসা। মানসিক কিংবা শারীরিক দুনিয়ার কিংবা আখিরাতের যাবতীয় রোগব্যাধির জন্য কুরআনে রয়েছে পরিপূর্ণ আরোগ্য।”

এর পাশাপাশি অন্যান্য নববী চিকিৎসা করা উচিৎ। যেমন মাঝে মাঝে শিঙ্গা (হিজামা) গ্রহণ করা। বর্তমানে মেডিক্যাল ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি হিজামা (ওয়েট কাপিং, ফায়ার কাপিং, আকু প্রেসার ও আকুপাংচার) ইত্যাদি চিকিৎসা পদ্ধতি চালু রয়েছে।

হাদিসে এসেছে,
"নিশ্চয়ই হিজামাতে রোগমুক্তির উপায় ও রোগের শিফা রয়েছে" (সহিহ বুখারী-৫৬৯৭)

হিজামা একটি বিজ্ঞান সম্মত নববী চিকিৎসা। যা রাসুল সা: নিজে গ্রহণ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে সুস্থতার জন্য এ চিকিৎসা গ্রহণ করার নির্দেশনা দিয়েছেন। এই প্রাচীন দেশীয় ইউনানী চিকিৎসা হিজামাকে আমাদের দেশের মানুষ "শিঙ্গা লাগানো" নামে চিনে। হিজামা করার ফলে দেহের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং শরীরের কোষসমুহের শক্তি বা পুষ্টি সরবরাহকারী শিরা-উপশিরাগুলো সতেজ ও সুস্থ থাকে। এটি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ও রুকইয়াহর পাশাপাশি সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

ইবনু আতাউল্লাহ সিকান্দারী বলেছেন:

-"যখন আল্লাহ তায়ালা আপনার জন্য নিয়ামত তুলে নেওয়ার ব্যাপারটি বোঝার তৌফিক দেবেন, তখন সে নিয়ামত তুলে নেওয়াটাই পুনরায় নিয়ামত প্রদান করার মাধ্যম হয়ে দাঁড়াবে। যখন তিনি আপনাকে কোন কিছু দান করেন, তখন আসলে তিনি আপনাকে তার দয়ার ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করান । আর যখন আপনার কাছ থেকে কোন নিয়ামতকে তুলে নেন, তখন আপনাকে তার ক্রোধের ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করান । আসলে তিনি যা-ই করেন প্রত্যেকটা বিষয়ই আপনার উপর তাঁর দয়ার প্রদর্শন । যেহেতু আল্লাহর ব্যাপারে আপনার সঠিক বুঝ নেই, তাই নিয়ামত তুলে নেওয়া অনেক সময় আপনার মনোকষ্টের কারণ হয়।"

আবার ইবনুল কাইয়ুম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:
-"যদি বান্দা তার রবের সাথে যথাযথ ইনসাফ করে,- আর সে এটা কখনো করতে পারবে না- তাহলে সে বুঝতে সক্ষম হবে যে, নিয়ামত না পাওয়ার মধ্যেও তার জন্য আল্লাহতালার বিশেষ অনুগ্রহ লুকিয়ে রয়েছে । বরং অনেক ক্ষেত্রে নেয়ামত পাওয়ার চেয়ে নিয়ামত না পাওয়ার মধ্যে অধিক কল্যাণ নিহিত থাকে।”
ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:- " একটা অস্পষ্ট বিপদ হল, আল্লাহতায়ালা বান্দর উপর কোন নিয়ামত দান করেন এবং তার জন্য তা নির্বাচন করেন ; কিন্তু

বান্দা এতে বিরক্ত হয় । আর তার অজ্ঞতার কারণে এর পরিবর্তে এমন- কিছু পেতে চায়, যা তার দৃষ্টিতে তার জন্য কল্যাণকর। তবুও আল্লাহ তায়ালা তাঁর দয়ায় তাকে ওই নিয়ামতের উপর অটল রাখেন । তিনি তার এই অজ্ঞতাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন। বান্দার অকল্যাণকর বিষয়ে প্রাপ্তির যে আকাঙ্ক্ষা সেটাকে তিনি এড়িয়ে যান।"

তারপর ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ আবারো বলেন:
-"আল্লাহ যখন বান্দার জন্য কল্যাণকর কিছু কামনা করেন। হেদায়েতের উপর (বান্দাকে অটল) রাখতে চান, তখন একটি বিষয় প্রত্যক্ষ করান। আর সেটি হল, বান্দা যে অবস্থায় আছে সেটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য নিয়ামত। আল্লাহ তার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ওই ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করে দেন এবং বান্দাকে তাঁর প্রতি শুকরিয়া আদায় করার ব্যবস্থা করে দেন।”
সুতরাং, আমাদের সর্বদাই মু'মিন বান্দা হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কোন অবস্থাতেই হতাশ হওয়া যাবে না। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বান্দার কল্যাণ কীভাবে রেখেছেন, তা আল্লাহই ভালো জানেন। তাই আমাদের সর্বাবস্থায় আল্লাহর ফায়সালার প্রতি আস্থা রেখে জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে এবং আত্মার ব্যাধি ও শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ চলমান রাখতে হবে।

রেফারেন্স হিসেবে যা কিছু রয়েছে

১. কিমিয়ায়ে সাআদাত-১

- মহাত্মা ইমাম গাযযালী(রহঃ)।

২.আত তিববুন নববি

-ইবনু কাইয়্যিম জাওযিয়াহ(রহঃ)।

৩. সাইকোলজি (ইসলামি দৃষ্টিকোণ)

- ডঃ আইশা হামদান

৪. নফসের বিরুদ্ধে লড়াই

-মাহমুদ বিন নূর

৫.শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই

-মাহমুদ বিন নূর

৬. মিনহাজুল আবেদিন

-হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)

৭. কবিরা গুনাহ

- ইমাম আযযাহাবী

৮. ইউটিউব থেকে ও গুগল লিঙ্ক এর সহযোগীতায়।

৯.বিপদ যখন নিয়ামত

- ড.ইয়াদ কুনাইবী।